আয়ুর্বেদীয়
চিকিৎসা
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব

"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ",—যাহা এই ভারতে আছে, তাহাই অন্যত্র আছে, যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে। পৃথিবীর সকল চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদীয় ঋষিগণের নিকটে ঋণী। সেই ঋষিগণের চরণ-প্রান্তে আমাদের ফিরিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। "ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।" ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশী কুকুরের পূজার দিন আর নাই।

তদুপরি, এই দেশের মৃত্তিকায় জাত ঔষধেই এই দেশের লোকের রোগারোগ্য সহজ। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

ঔষধের বিশুদ্ধতা

ঔষধের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আগে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। ঔষধ বিশুদ্ধ রাখিয়া যে সস্তায় দেওয়া যায় না, একথা আজ সকলের বুঝিবার দিন আসিয়াছে। টাকা অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অনেক বেশী। তাই, রোগের আরোগ্যের জন্য টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া খাঁটি এবং ভেজাল-বর্জ্জিত ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন। "অযাচক আশ্রমের" কারখানায় আমাদের সমক্ষে গত দশ বছরে কয়েক লক্ষ টাকার ঔষধ তৈরী হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র

বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটী পদ দিয়া ঔষধ তৈরী করিলে এবং টাট্‌কা ও মূল্যবান্‌, উপাদান ব্যবহার করিলে ঔষধ কিরূপে সস্তায় উৎপাদন সম্ভব, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় নাই। কুঙ্কুমের বদলে হরিদ্রা বা সুপাড়ির শিকড় দিয়া পত্রাঙ্গাসব করিলে, মেদা প্রভৃতি পঞ্চবর্গের বদলে অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রভৃতি দিয়া চ্যবনপ্রাশ করিলে, মেদা,মহামেদা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরক্ষাকোলী এই অষ্টবর্গের বদলে সহজপ্রাপ্য গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রভৃতি দিয়া বৃহদ্‌ দশমূলারিষ্ট করিলে, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস প্রভৃতিতে সোনার বদলে লৌহভস্ম দিলে, বসন্তকুসুমাকর, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, বৃহদ্‌ বঙ্গেশ্বর প্রভৃতিতে মুক্তা-ভস্মের বদলে ঝিনুক-ভস্ম ব্যবহার করিলে এবং লোহের বদলে মণ্ডূর ব্যবহার করিলে, ঔষধ সস্তা নিশ্চিতই হইবে কিন্তু প্রকৃত ফল কি কেহ আশা করিতে পারেন ? এক একটা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে বহু পদ থাকে। কোনও একটা মূল্যবান্‌ পদ বাদ দিয়া বা কম দিয়া ঔষধ তৈরী করিলেও অন্যগুলির সমবায়ে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যাইবেই। কিন্তু তাহাতে কি ঔষধের পূর্ণ ফল পাইবার কোনও প্রত্যাশা করা চলিবে ? এই জন্যই টাকার মায়া না করিয়া সর্ব্বদা খাঁটি ঔষধ পাইবার চেষ্টাই করিতে হইবে।

বটিকায় স্বর্ণ থাকার প্রমাণ

আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক মূল্যবান্‌ বটিকাতে স্বর্ণ দিতে হয়। কেহ কেহ

স্বর্ণ আদৌ দেন না, তার পরিবর্ত্তে লৌহ দেন। ইহাতে ফল কম হয়। কেহ কেহ জারিত অভ্র মিশাইয়া স্বর্ণ আছে বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের বটিকা খলে মাড়িলে নীচে চাক্‌চিক্যযুক্ত অভ্রের সূক্ষ্মাংশ দেখাইয়া তাহারা প্রত্যয় করাইতে চাহেন যে বটিকায় সুবর্ণ ছিল। কেহ কেহ সত্যই স্বর্ণ ব্যবহার করেন, এবং বটিকা খলে মাড়িলে পরে খলের নীচে স্বর্ণের সূক্ষ্ম অংশগুলি সত্যই চক্‌চক্‌ করে। আমাদের মত এই যে, শেষোক্ত বটিকা-নির্ম্মাতারা সত্য সত্যই স্বর্ণ দিলেও স্বর্ণকে উপযুক্ত-ভাবে জারিত করিতে সমর্থ হন নাই। স্বর্ণ সঠিক ভাবে জারিত হইলে তাহার মধ্যে চাকচিক্য থাকে না, ইহা আমাদের বহু-পরীক্ষিত। তবে, ঔষধে স্বর্ণের বিদ্যমানতার প্রমাণ কিসে হইবে? গ্রাহককে কি দিয়া ইহা বিশ্বাস করান যাইবে? উত্তর এই যে, প্রমাণ হইবে ঔষধের গুণের দ্বারা। উৎকৃষ্ট ভাবে জারিত না হইলে স্বর্ণ দিয়া বড়ীর দাম বাড়িল সত্য, কিন্তু গুণ বাড়িল কি? উৎকৃষ্ট ভাবে জারিত স্বর্ণ দিয়া বটিকা তৈরী করিলে নীচে স্বর্ণের তলানি পড়ে না। সুতরাং একমাত্র গুণ দিয়া ছাড়া অন্য ভাবে স্বর্ণের বিদ্যমানতা কি ভাবে প্রমাণিত হইবে? অনেকে অভ্রকে নিশ্চন্দ্রই করিতে পারেন না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে এমন উপায় আছে, যাহাতে সহজে অভ্রকে নিশ্চন্দ্র করা যায়। তখন অভ্রকে অভ্র বলিয়া আর চেনা যায় না। স্বর্ণকেও সঠিক ভাবে জারিত করিতে পারিলে তাহাকে স্বর্ণ বলিয়া চেনা অসম্ভব। কিন্তু কয়জন কষ্ট করিয়া অত পরিশ্রম করিবেন? ব্যয়ের পরিমাণটাও বিবেচ্য।

ঔষধ ব্যবহারের সময় ও নিয়ম

রোগ জটিল হইলে বিভিন্ন অধিকারে দুই, তিন বা চারিটি ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যে দুইটি হইবে প্রধান ঔষধ,

তাহাই সকালে ও বিকালে ব্যবস্থা করা উচিত। কুঁচিলা-ঘটিত ঔষধ সাধারণতঃ বেলা বারটার পরে এবং সন্ধ্যার আগে ব্যবহার্য্য, নতুবা বায়ু চড়ে। কুঁচিলা ও মিঠা বিষ, কিংবা অহিফেন ও ধুস্তূর পরস্পর পরস্পরের ক্রিয়া নাশ করে। এই কারণে একটির ঘটিত ঔষধ অপরটির ঘটিত ঔষধের কাছাকাছি সময় ব্যবহার ঠিক নহে। বায়ুরোগের তৈলাদি ঠাণ্ডা সময়ে ব্যবহার সঙ্গত এবং ঔষধ ব্যবহারের পরে রৌদ্র-সেবন বা উষ্ণ স্থানে অবস্থান অনুচিত। এই সকল তৈল মস্তকে মালিশের দুই একদিন পূর্ব্বে এবং মাঝে মাঝে কোনও কোনও দিন মস্তকের কেশের গোড়াগুলি পরিস্কৃত করিয়া নেওয়া উচিত এবং মালিশের সময়ে কেশের গোড়ায় গোড়ায় তৈল রগড়াইয়া দেওয়া উচিত। বায়ুর তৈল মালিশের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে স্নানাদি করণীয়, আগে নহে। বাত রোগের তৈলাদি মালিশের পূর্ব্বে মাষকলায়ের বা লবণের পুটুলি গরম করিয়া সেঁক দেওয়া ভাল। তাহাতে রুগ্ন স্থানের রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পায় বলিয়া তৈল সহজে চর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় বাতের তৈল গরম করিয়া মালিশের বিধি নাই বলিয়াই রুগ্ন স্থান গরম করিয়া মালিশ করা সঙ্গত। আবার মালিশ শেষ হইবার পরেও ঐ স্থানে যথেষ্ট সেঁক দিয়া আকন্দ পাতা সেকিয়া তাহার উপর তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখা ভাল। অযাচক আশ্রমের "প্রসিদ্ধ মালিশ" স্পিরিট দিয়া তৈয়ারী বলিয়া তাহা রুগ্ন স্থানে তুলি দিয়া লাগাইয়া স্পিরিট শুষ্ক হইবার পরে গরম সর্ষপ তৈল মালিশ করিতে হয়। আসব এবং অরিষ্টগুলি মদ্যজাতীয় জিনিষ। যদিও এগুলিতে মদ্যের মাদকতা নাই, তবু খালি পেটে পড়া ভাল নহে। এইজন্য এগুলি হয় আহারের পরে, নয় জলযোগের পরে সেব্য। অজীর্ণ, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতির জন্য আসব-অরিষ্ট আহারের পরেই

ভাল। ধাতুদৌর্ব্বল্য, হৃৎপিণ্ডের রোগ বা শোথ প্রভৃতির জন্য আসব-অরিষ্ট মৃদু জলযোগের পরে ভাল। কিন্তু একই দিনে তিন চারিটি আসব বা অরিষ্ট ব্যবস্থাপিত হইলে এই বিষয়ে চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন নাই। যে সকল আসব ও অরিষ্ট অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ, তাহা আহারের পূর্ব্বক্ষণেও সেবন চলিতে পারে। নিদ্রার জন্য বায়ুর বড়ী বিকালেই সেব্য, দুর্ব্বলতার জন্য তাহা প্রাতে বা রাত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে। চিকিৎসা করিতে করিতে এই বিষয়ে চিকিৎসকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আসিয়া যায়। আমরা সাধারণ নিয়ম বলিয়া দিলাম। অজীর্ণ বা গ্রহণীর জন্য মদনানন্দ মোদক বা কামেশ্বর মোদক যে-কোনও সময়ে ব্যবহার্য্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য-বর্দ্ধনের জন্য অপরাহ্নে বা রাত্রেই প্রয়োজ্য। স্ত্রীলোকের ঋতু-স্রাবের গোলমাল নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহার্য্য,তাহার কতক-গুলি (যথা, রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটিকা, অযাচক আশ্রমের "কান্তা বটিকা") মাসিক রজঃস্রাবের কাছাকাছি সময়ে মাত্র পাঁচ ছয়দিন আগে হইতে সেব্য। অপরগুলি (যথা, অশোকাসব, অশোকারিষ্ট, পত্রাঙ্গাসব) কেহ কেহ ঋতুর তিন দিন বন্ধই রাখেন। কিন্তু কেহ কেহ জরায়ুর টনিক হিসাবে ঐ সময়ে দ্বিগুণ মাত্রায়ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিতে হইবে। জরায়ুর বল-সংস্থাপক "চন্দ্রাংশু রস" কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যবহার্য্য। যখন-তখন শরীরের অবসাদ দূর করিবার জন্য "মহাদ্রাক্ষাসব", "মহাদ্রাক্ষারিষ্ট", "অশ্বগন্ধাসব", "অশ্বগন্ধারিষ্ট" একান্ত আবশ্যক স্থলে দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার চলে। আবার খুব ভাল করিয়া খলে মাড়িতে পারিলে "মকরধ্বজ"-জাতীয় ঔষধগুলি অর্দ্ধমাত্রাতেও পূর্ণমাত্রার সমকক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে, ইহা আমরা বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বটিকার মাত্রা

সাধারণতঃ এক বটিকাকে এক মাত্রা বলিয়া ধরিতে হয়। ষোল বছরের নিম্ন-বয়স্ককে অর্দ্ধ মাত্রা এবং ছয় বছরের নিম্নে সিকি মাত্রা দিতে হয়। স্বাস্থ্য ও বলাবল বুঝিয়া বারো বছরের উর্দ্ধ বয়স্ককে অর্দ্ধমাত্রাও দেওয়া চলে।

সহপান ও অনুপান

বটিকাদি সেবনের পরে যদি কিছু সেবন করিতে হয়, তবে তার নাম অনুপান। বটিকাদির সহিত কোন জিনিষ যদি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়, তবে তাহার নাম সহপান। সাধারণতঃ আমাদের দেশে সহপানকেই ভুল করিয়া অনুপান নাম দেওয়া হয়। চ্যবনপ্রাশ মধু মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা সহপান। কিন্তু চ্যবনপ্রাশ সেবনের পরে কবোষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা অনুপান। শিশুর দুগ্ধাভাব বিদূরণার্থে নবপ্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধ বর্দ্ধন করিবার জন্য যে "পয়োধি মোদক" ব্যবস্থাপিত হয়, তাহার কোনও সহপান নাই, কিন্তু অনুপান রূপে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সেবন করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সহপান-নির্ব্বাচন একটী বড় কথা। প্রথম কথা হইল মূল ঔষধের বিশুদ্ধতা। দ্বিতীয় কথা হইল, সঠিক সহপান নির্ব্বাচন। একই ঔষধ সহপানের পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন রোগে বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপকার করিয়া থাকে। কফরোগাধিকারের বটিকা একটী কফ-নিবারক সহপান সহ ব্যবহৃত হইলে দ্বিগুণ ফল প্রদান করিবে। সহপান নির্ব্বাচনে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে দ্রব্যগুণে সাধারণ পরিচয় থাকা খুব দরকার। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের সহপান সম্পর্কে যেরূপ

উপদেশ দেওয়া হইল, আশা করি, তাহাতে নিতান্ত নবীন ব্যক্তিও অতি অল্প সময়-মধ্যে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী চিকিৎসকে পরিণত হইতে পারিবেন।

"অযাচক আশ্রম" তাঁহাদের প্রত্যেকটী মকরধ্বজের মোড়কের সহিত "মকরধ্বজের" বিস্তারিত ব্যবহার-বিধি দিয়া থাকেন। একই মকরধ্বজ ভিন্ন ভিন্ন সহপানে ভিন্ন ভিন্ন রোগ নিরাময় করিয়া থাকে। এই কারণে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আজকাল অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও "মকরধ্বজ" ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহারা নিশ্চিতই আরও বহু বহু উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত।

মকরধ্বজ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য ঔষধের সহপান সম্পর্কে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে বা কবিরাজ মহাশয়গণের ব্যবহারে যেই সকল সহপানের প্রচলন আছে, তাহা ছাড়াও নূতন নূতন সহপান সহ দিয়া পরীক্ষা করার এবং এভাবে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের থাকা উচিত। তাহার ফলে, আয়ুর্ব্বেদের উপরে লোকের বিশ্বাস বাড়িবে, শ্রদ্ধা বাড়িবে এবং সর্ব্বসাধারণের উপকারও হইবে। একটী দৃষ্টান্ত যথা,—আপার আসাম অঞ্চলে মিকির জাতীয় পার্ব্বত্য অধিবাসীরা ব্লাকওয়াটার ফিবারে (Black water fever) * "আথই" পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহা সেবন করায় এবং ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ভাবে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও নিরাময় হয়। মকরধ্বজের সহিত আথই পাতার ক্বাথ ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

---

* ইহা কালাজ্বর নহে। ইহা কালাজ্বর অপেক্ষাও ভীষণতর ব্যাধি।

আসব ও অরিষ্টের সহপান

আসব এবং অরিষ্ট সমূহ সাধারণতঃ অর্দ্ধ আউন্স শীতল জল সহ-পানে সেব্য। কিন্তু রসায়ন, বাজীকরণ ও বলবর্দ্ধন অধিকারের ঔষধ সমূহ যথা,—বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট বা মহাদ্রাক্ষাসব, অশোকারিষ্ট বা অশ্বগন্ধাসব, জলের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহও ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। রক্তদুষ্টি যদি এমন প্রকৃতির হয়, যাহা প্রধানতঃ চর্ম্মের উপরিভাগে নানা কদর্য্য উপসর্গ সৃষ্টি করে, তবে সারিবাদ্যরিষ্ট, সারিবাদ্যাসব বা "অযাচক সালসা" সাদাজল সহ ব্যবহৃত না হইয়া আস্ত বুট (ছোলা) ভিজান জলসহ ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। মেহ-প্রমেহ প্রভৃতি রোগে "চন্দনাসব" শীতল জলসহ সেবনীয়, কিন্তু যে মেহ-প্রমেহে আয়ুর্ব্বেদীয় "চন্দনাসবে" দ্রুত কাজ হয় না, তাহাতে তিসি ভিজান বা ঈসবগুল ভিজান জল সহ "অযাচক বিন্দুবিন্ধু" সেবন করিলে কাজ দ্রুততর হইয়া থাকে।

আসব ও অরিষ্টের মাত্রা

আসব ও অরিষ্ট সমূহের পূর্ণমাত্রা হইতেছে অর্দ্ধ আউন্স বা চারি ড্রাম। এক হইতে তিন বৎসর বয়সে ত্রিশ ফোঁটা বা অর্দ্ধ ড্রাম, ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ষাইট ফোঁটা বা এক ড্রাম, বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই ড্রাম এবং তদূর্দ্ধ বয়সে অর্দ্ধ আউন্স ঔষধ সেবনীয়। রোগীর স্বাস্থ্য ও বলাবল বুঝিয়া ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দুই ড্রাম মাত্রায় (অর্থাৎ অর্দ্ধ মাত্রায়) আসব বা অরিষ্ট দেওয়া যাইতে পারে।

আসব এবং অরিষ্টের কলহ

একই উপাদান দিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-ব্যবসায়ীরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আসব ও অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দিল্লী, হরিদ্বার, বেনারস প্রভৃতি স্থানে আসবের চল বেশী। আবার বঙ্গদেশে যে ঔষধের অরিষ্ট-সংস্করণ নাই (যথা, সারিবাদ্যাসব), তাহারও অরিষ্ট-সংস্করণ বাহির করিয়া প্রচার করা হইতেছে। শাস্ত্রে "সারিবাদ্যরিষ্ট" বলিয়া কোন ঔষধের নাম পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থাপকের মধ্যে কাহারও আসবের প্রতি ঝোঁক বেশী, কাহারও বা অরিষ্টের প্রতি সমাদর অধিক। ইহা দেখিয়া "অযাচক আশ্রম" অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় তরল ঔষধের যুগপৎ আসব ও অরিষ্ট উভয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। যথা,—পার্থাদ্যাসব, পার্থাদ্যরিষ্ট, সারস্বতাসব, সারস্বতারিষ্ট, অশোকাসব, অশোকারিষ্ট, অশ্বগন্ধাসব, অশ্বগন্ধারিষ্ট, জীরকাদ্যাসব, জীরকাদ্যরিষ্ট, সারিবাদ্যাসব, সারিবাদ্যরিষ্ট, অমৃতাসব, অমৃতারিষ্ট। অরিষ্টে অগ্নির জ্বাল আছে। তাই জ্বালের সময়ে উপাদানের সূক্ষ্মাংশ বা সার টগ্‌বগান ফুটন্ত জলের টানে বাহির হইয়া আসে, কিন্তু ঔষধের ভাইটামিন্-(খাদ্য-প্রাণ)-অংশ নষ্ট হয়। আসবে অগ্নিজ্বাল নাই, এইজন্য তীব্র 'ভিনিগার' উৎপাদনের পরে উপাদানের সার জলের মধ্যে আসে, ইহাতে ঔষধ কতকটা অম্লস্বাদ হয় কিন্তু ভাইটামিন্ বা খাদ্য-প্রাণ জাতীয় অংশ উহাতে বর্ত্তমান রহে।

আসব ও অরিষ্ট সেবনে নিষিদ্ধতা

আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছাড়া সাধারণতঃ আসব ও অরিষ্ট খালিপেটে সেবন উচিত নহে। আসব বা অরিষ্টের

সহিত অন্ততঃ সমপরিমাণে জল (বা অন্য সহপান) মিশ্রিত না করিয়া সেবন করিলে মত্ততা-দোষ এবং উদর-সন্তাপ জন্মিয়া থাকে। অনেক কবিরাজকেই দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকদের গর্ভের অগ্রসর অবস্থায় আসব ও অরিষ্ট ব্যবস্থা করেন না।

পুরাতন আসব ও অরিষ্ট

আসব ও অরিষ্ট যতই পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণ বাড়িবে। ইহা শুধু জন-প্রসিদ্ধিই নহে, শুধু শাস্ত্রবচনই নহে, পরন্তু ইহা প্রত্যক্ষ করা বাস্তব ব্যাপার। বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীই আসব বা অরিষ্ট তৈরী করিয়া পুরাতন করিতে পারেন না। এই কার্য্যে প্রচুর মূলধনও আটকাইয়া রাখিতে হয়।

আসব ও অরিষ্ট পুরাতন করিবার চেষ্টার মধ্যে আর একটী অসুবিধা এই আছে যে, অনেক সময়ে আসব ও অরিষ্ট অত্যন্ত টক্ স্বাদযুক্ত হইয়া যায়। একই উপাদানে, একই তত্ত্বাবধানে, একই সময়ে প্রস্তুত আসব বা অরিষ্ট আমরা দুইটী পৃথক্ পাত্রে রক্ষা করিয়া তিন বৎসর পরে দেখিয়াছি যে, একটী অতি তীব্র মিষ্টাস্বাদ হইয়াছে, একটী অত্যধিক অম্লাস্বাদ হইয়া গিয়াছে। অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়াও এই পার্থক্যের কারণ আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। নানাদিগ্-দেশে অবস্থিত অভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা ইহার ঠিক্ ঠিক্ সদুত্তর কিছু দিতে পারেন নাই। এক ঔষধ-প্রস্তুত-কারকের অতি পুরাতন অম্লাস্বাদ-প্রাপ্ত আসব অরিষ্টকে টাট্কা টাট্কা

বিতরণকারী অপর ঔষধ-প্রস্তুতকারক প্রাণ ভরিয়া নিন্দা করিয়া নিজের জিনিষ বেশী বেচিবার সুযোগ মাত্র নিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত মীমাংসা কেহ দিতে পারেন নাই। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে, স্বাদে যতই পরিবর্ত্তিত হউক, পুরাতন আসব ও অরিষ্ট (পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন গুড়, পুরাতন ঘৃতেরই ন্যায়) অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন গুড় বা পুরাতন ঘৃতের কি স্বাদ-গন্ধ নূতনের মতন থাকে? "অযাচক আশ্রম" প্রমুখ যে সকল প্রতিষ্ঠান রোগীদিগকে পুরাতন আসব ও পুরাতন অরিষ্ট পরিবেশনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চিতই দেশের হিতসাধন করিতেছেন। একথা প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে।

ঔষধ ব্যবহারের ঋতু

অনেক লোকের সংস্কার আছে যে, শীতকাল ছাড়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন চলে না। এই সংস্কার সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত। এলোপ্যাথিক অস্ত্রোপচার প্রভৃতি শীতকালেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। তাহার এক কারণ এই যে, শীতকালে পাচকাগ্নি প্রবল থাকে বলিয়া ঔষধ-পথ্যাদি রোগীর সহজে জীর্ণ হয়। কিন্তু রোগের যেমন ঋতু-বিচার নাই, ঔষধ সেবনেরও তেমন। রোগ যখন হইবে, ঔষধও তখনই সেবন করিতে হইবে। শীতঋতুর প্রতীক্ষায় থাকিয়া রোগকে বাড়িতে দেওয়ার মত মূর্খতা আর কি আছে? শীতকালে ঘা দ্রুত সারে বলিয়াই অধিকাংশ অস্ত্রোপচার শীতে হয় কিন্তু তাই বলিয়া বছরের বাকী নয় দশ মাস কি অস্ত্র-চিকিৎসকেরা ছুরী গুটাইয়া সিন্দুকে ভরিয়া

রাখেন ? রসায়ন ও বাজীকরণ (ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য-বর্দ্ধক) ঔষধ-সমূহ সাধারণতঃ শীতকালেই সেবনের উপদেশ আছে। কেন না, যে জাতীয় ঔষধ সেবন করিতে হইবে, পথ্যাদিও তাহার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য-বর্দ্ধক পথ্যাদি শীতকালেই সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষা ঋতুতে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় থাকিবেন ? নিশ্চয়ই না। ঘৃতজাতীয় ঔষধসমূহ শীতকালেই সাধারণতঃ দ্রুত পরিপাক পায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য সকল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই সকল ঋতুতে ব্যবহার্য্য। চ্যবনপ্রাশ যদি খাঁটিভাবে সঠিক উপাদান দিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে শীতে, বর্ষায়, শরতে এবং হেমন্তে এই চারি ঋতুতে সমান ফল দিয়া থাকে। "অযাচক আশ্রমের" আয়ুর্ব্বেদীয় কারখানায় প্রচুর চ্যবনপ্রাশ প্রতি বৎসর আমরা তৈরীর তত্ত্বাবধান করিতেছি এবং এই কথার সত্যতার প্রমাণ অহরহ পাইতেছি। জ্বরে অমৃতাসব, অমৃতারিষ্ট, রক্তপরিষ্করণে সারিবাদ্যাসব, সারিবাদ্যরিষ্ট, অযাচক-সালসা, কোষ্ঠপরিষ্করণে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট, মহাদ্রাক্ষাসব, হরীতকীখণ্ড, প্লীহাযকৃতে রোহিতকারিষ্ট, পুরাতন জ্বরে লৌহাসব, বলবর্দ্ধনে বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব, বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট, বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট, যক্ষ্মা ও প্লুরিসিতে বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট, বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট, পঞ্চবর্গঘটিত চ্যবনপ্রাশ, মৃত্যুরাজ রসায়ন প্রভৃতি সকল ঋতুতেই নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার্য্য। শীতঋতুর প্রতীক্ষায় কুসংস্কার বশতঃ ঔষধ সেবনে বিলম্ব করা বা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করিয়া রোগ বাড়িতে দেওয়া গ্রাম্যতা বা অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ঔষধ সেবন-কালে পথ্যাদি

শুধু ঔষধ সেবন করিলেই রোগ সারিয়া যাইবে, পথ্যাদির কোনও

নিয়ম মানিতে হইবে না, এইরূপ ধারণা অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ধারণা অতীব মারাত্মক। বরং ঔষধ সেবন-কালেই নিয়ম-কানুন মানিয়া চলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কেননা, তাহাতে দ্রুত নিরাময়ের সাহায্য হয়। যে রোগে যাহা কুপথ্য, তাহা বর্জ্জন করিতেই হইবে। কফরোগে অম্লদ্রব্য, ক্রিমিরোগে মিষ্টদ্রব্য, বহুমূত্রে শর্করা, সর্ব্ব রোগেই রাত্রিজাগরণ, কলহ, মৈথুন ও দুশ্চিন্তা ক্ষতিকর।

ঔষধ সেবন ও আধ্যাত্মিক চিন্তা

ঔষধ সেবন-কালে ভগবৎ-চিন্তা, ভগবানের নাম জপ, ভগবানের নিকটে জগৎ-কল্যাণের উপযুক্ততা প্রার্থনা, সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা' ভাবের অনুশীলন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিত্য নিয়মিত শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করা বা অপরের পাঠ নিয়মিত শ্রবণ রোগারোগ্যের বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে।

দান-পুণ্য ও রোগারোগ্য

ব্যাধি পাপের ফল এবং দান পুণ্যের মূল,—এরূপ সংস্কার এতদ্দেশে অতীব বদ্ধমূল। আমরা অনেক রোগীকে রোগারোগ্য-কামনায় দান-পুণ্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি। যাঁহারা সাত্ত্বিক চিত্তে নিজ নিজ সাধ্যমত অল্প বা অধিক সৎকার্য্যে, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ, দীন-দুঃখীর অন্ন-সংস্থানের জন্য দান করিয়া থাকে, তাহাদের রোগ প্রায়ই অল্প ঔষধে নিরাময় হইতে দেখা যায়। যক্ষতুল্য কৃপণ ব্যক্তিদেরই দেখা যায়, চিকিৎসার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়।

রোগ ও তাহার প্রতিষেধ

রোগ হইবার পরে ঔষধ সেবন দ্বারা নিরাময় লাভ করা অপেক্ষা রোগ যাহাতে কিছুতেই না জন্মিতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা রাখাই বেশী প্রয়োজন। এই জন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের জ্ঞান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রসার অত্যাবশ্যক। যেখানে যিনি চিকিৎসক আছেন, তাঁহারই ইহা এক পবিত্র কর্ত্তব্য যে, কোনও রোগী আসিলে তাহার উপরে বোঝা বোঝা ঔষধের ফর্দ্দ চাপাইয়া না দিয়া যাহাতে তাহাকে আহার-বিহারের নিয়মের মধ্য দিয়া অল্প ঔষধেই নিরাময়ের পথে নিয়া যাইতে পারেন, তাহা করা। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই এক ডজন করিয়া ঔষধ দিয়া রোগীর চিকিৎসা করেন। কোনও কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসককেও যে এই অপকর্ম্মটী করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, ইহারা অর্থলোভে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেকটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে তিন চারি দশ, বিশ, কোনওটাতে এমন কি চৌষট্টি পদ আছে। ইহার মধ্যে একটী উপাদানের একটী কণিকা গিয়া যদি শরীরের মধ্যে কাজ করে, তাহা হইলেই অনেক জটিল রোগ সারিয়া যাইতে পারে। এই কারণে ঔষধের বিশুদ্ধতা এক অতি প্রধান কথা। ঔষধ বিশুদ্ধ হইলে দুইটী তিনটী কি বড় জোর চারিটী ঔষধেই যে-কোনও রোগীর আরোগ্য হওয়া সঙ্গত।

ঔষধকে অধিকতর কার্য্যকর করার উপায়

ঔষধের উপাদানগুলি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ হইলে ঔষধের ক্রিয়া-শক্তি বাড়ে। বিশেষ ভাবে জারিত উপাদানগুলির ত' অতিশয় সূক্ষ্মতা প্রয়োজন।

জারিত উপাদনের সূক্ষ্মতা হয় পুটের পর পুটে। জারিত উপাদানের ক্রিয়া-শক্তি শতপুটে, সহস্রপুটে বর্দ্ধিত হয়। ধাতব ঔষধ, বিশেষতঃ মকরধ্বজ, খলে যত অধিক মারা যায়, ততই তাহার গুণ বাড়ে।

ঔষধের নির্ব্বাচন ও সমযোগ

ঔষধ-নির্ব্বাচন চিকিৎসকের এক মহৎ কৃতিত্ব। একই রোগাধিকারে তিনটী, পাঁচটী বা বিশটী ঔষধ আছে, তন্মধ্যে কোন্ একটীকে বা দুইটীকে প্রয়োগ করিলে এই ক্ষেত্রে বেশী বা দ্রুত উপকার হইবে, সেই বিষয়ে চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত।

আবার একই রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন অধিকারের বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা অনেক ক্ষেত্রে হিতকর হইয়া থাকে। কিরূপ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োজন বা সম্ভব, ইহাও বিচার করিতে হইবে। এই গ্রন্থে সেই সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। গ্রন্থখানা বার বার পড়িলে বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী অতি সহজে নূতন নূতন সমযোগ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

সহপান-নির্ব্বাচন

সহপান টাটকা হইলে অনেক সময়ে ইহা নিজেও ঔষধের ক্রিয়া করিয়া থাকে। সহপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ, মূল ঔষধের গুণ বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়তঃ, মূল ঔষধে কোনও উপাদান না থাকিলে তাহার অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া। সুতরাং চিকিৎসকের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা

অনুযায়ী সহপান-নির্ব্বাচন করিতে হইলে দ্রব্যগুণ ভাল করিয়া জানিতে হয়।

সহপানের পরিমাণ

চূর্ণ সহপান এক আনা হইতে দুই আনা এবং রস সহপান এক তোলা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত হইবে। রস সহপানগুলি যথাসাধ্য আম্বরস হওয়া ভাল। চূর্ণ সহপানগুলিও টাট্‌কা উপাদান হইতে গৃহীত হওয়া সঙ্গত। যেখানে কোনও সহপান মিলে না, সেখানে শুধু জল, শুধু মধু বা শুধু মিশ্রি ব্যবহারও চলে। তবে তাহাতে ঔষধের পূর্ণ ফল পাইতে দীর্ঘকাল ঔষধ সেবন করিতে হয়।

সহপান-বিভ্রাট

আজকাল অনেকেই সহর-অঞ্চলে বাস করেন বলিয়া কবিরাজী ঔষধের সহপান সংগ্রহ করিতে পারেন না। আবার অনেক চিকিৎসক ঠিক্ ঠিক্ গাছ-গাছড়া চিনেন না, এই কারণে সহপান জানা থাকিলেও ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আবার ছেঁচা-কুটা এসব কে করে, অত হাঙ্গামায় কে যায়, ইহা ভাবিয়া ইংরিজি-নবীশ সজ্জনগণ আমাদের প্রাচীন ঋষিদের আবিষ্কৃত মূল্যবান ঔষধ সমূহের ব্যবহার হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত রাখেন।

কিন্তু এই বিভ্রাটেরও প্রতীকার আছে। চন্দন-ঘসার বদলে চন্দনাসবের এক মাত্রাকে বা বিন্দুবন্ধুর একমাত্রাকে, অনন্তমূল চূর্ণের

বদলে সারিবাদ্যাসবের বা সারিবাদ্যরিষ্টের বা অযাচক-লালসার এক মাত্রাকে, অশোকের ছালের কাথের পরিবর্ত্তে অশোকাসবের বা অশোকারিষ্টের একমাত্রাকে সহপানরূপে ব্যবহার করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা চলিতে পারে। আমরা এভাবে রোগ চিকিৎসা করিয়া সহস্র সহস্র রোগীকে নির্দ্দোষভাবে নিরাময় হইতে দেখিয়াছি।

বায়ুরোগে ত্রিসন্ধ্যা স্নান

প্রায় সর্ব্বরোগেই ত্রিসন্ধ্যা স্নান বিশেষ হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে চিকিৎসকেরা কাহাকেও উপদেশ দেন না।

বায়ুরোগে ত্রিসন্ধ্যা স্নান বিশেষ হিতকর। প্রাতে স্নান করিয়া দুপুরে পুনরায় স্নান না করা বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

বায়ু এবং বাত রোগী নিতম্ব-স্নানের দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। একটা টবের মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া নাভি এবং নিতম্ব ঐ জলে ডুবাইয়া ব'সতে হয় এবং নাভির চতুষ্পার্শ্ব ভিজা রুমাল দ্বারা রগ্‌রাইতে হয়। গায়ে গেঞ্জি রাখিতে হয় এবং যাহাতে গা না ভিজে তার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বাত বা বায়ু রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সঙ্গে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদ ও এলোপ্যাথিকে বর্গ

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা সরকারী সাহায্য ও সমর্থনে পুষ্ট চিকিৎসা। বিশেষতঃ উহা নব্য বিজ্ঞানের প্রতিদিনকার আবিষ্কার-সমূহের সহিত তাল

ফেলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। অপরদিকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের অসাধারণ তপঃপ্রতিভাসঞ্জাত চিকিৎসা হইলেও দেশের পরাধীনতা নিবন্ধন কবিরাজ মহাশয়গণ নিজদিগকে কতকটা অপরাধীর মত বিবেচনা করিয়া বড়ই কুণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা ভুয়োদর্শনের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছি যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা চলিবার কালেও বহু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের জন্য গ্লিসারো-ফস্‌ফেটস্‌ ইন্‌জেক্‌শান দিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন. খাইবার জন্য রোগীকে বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস, বৃহদ্‌ দশমূলারিষ্ট বা অশ্বগন্ধাসব দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে উপকার বেশী হইবে। গ্রহণী বা আমাশয় রোগের জন্য ডাক্তার এমিটিন ইন্‌জেক্‌শান দিতেছেন, দিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুটজাসব বা কুটজারিষ্ট সেবন করাইলে ফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে। রক্তদুষ্টি নিবারণের জন্য ডাক্তার হয়ত ইন্‌জেক্‌শান করিতেছেন, করুন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারিবাদ্যাসব বা অযাচক সালসা ব্যবহার চলিলে ফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে। কুমিল্লা-কৃষ্ণনগর নিবাসী জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ডাক্তারগণ তাঁহার রক্ত পরীক্ষা করিয়া সিফিলিসের দোষ পান। এই দোষ দূর না করিয়া চক্ষুর অপারেশান করা বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া তাঁহারা আর্সেনিকের নানাবিধ ইন্‌জেক্‌শান দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোগীর পক্ষে সেই ইন্‌জেক্‌শানের প্রতিক্রিয়া সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সময় দেশপূজ্য মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-

দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীশ্রীস্বামীজী তাঁহাকে ছয়মাস পর্য্যন্ত কাঁচা হরিদ্রার রস চিনি সহ সেবন করিতে উপদেশ করেন। ছয় মাস পরে দেখা গেল, অন্য কোনও চিকিৎসা ব্যতীত ভদ্রলোকের রক্ত বিষহীন হইয়াছে। তখন বিনা বিপত্তিতে মিটফোর্ড হাসপাতালে তাঁহার চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হয় এবং তিনি নিরাময়ও হন। সামান্য একটী আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টি-যোগে যখন এরূপ আশ্চর্য্য নিরাময় সম্ভব হইল, তখন যে "অযাচক সালসাতে" হরিদ্রা অন্যতম প্রধান উপাদান, তাহা কেন ডাক্তরী ইন্‌জেক্‌শান নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে সেবন করিলে ফল আরও অধিক হইবে না? ডাক্তার বায়ুরোগীকে ব্রমাইড খাইতে দিয়াছেন, দিন। কিন্তু মাথায় মাখি-বার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় মধ্যমনারায়ণ বা ত্রিশতিপ্রসারণী তৈল ব্যবস্থা দিতে আপত্তি হইবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। বায়ুরোগে এই সকল তৈল অত্যন্ত ফলপ্রদ। অমৃতাসব (অমৃতারিষ্ট) এবং অযাচক সালসাতে গুলঞ্চ আছে। ইহা পিত্তনাশক, জ্বরনাশক, মেহনাশক, রক্তপরি-ষ্কারক। ডাক্তার রোগীকে কুইনাইন ইন্‌জেক্‌শান দিয়াছেন, ভাল করিয়া-ছেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতাসব, অমৃতারিষ্ট সেবন করিলে ফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে। কুইনাইন জ্বর বন্ধ করে কিন্তু প্লীহা বা যকৃৎকে নিরাময় করে না। অমৃতারিষ্ট, অমৃতাসব বা সালসা তাহা করে। সুতরাং কেন আমরা বিপুল প্রচার-কার্য্যের দ্বারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগকে বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ব্যবস্থা দিতে বাধ্য করিব না? ইহা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা বা রক্তপিত্ত রোগীকে ডাক্তার ক্যালসিয়াম ইন্‌জেক্‌শান দিতেছেন, বেশ করিতেছেন। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য হয় ত হিমোষ্ট্যাটিক সিরামও দিতেছেন। ভাল কথা। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইল ফৌজদারী বা সাময়িক আদালতের বিচার, দ্রুত কাজ নিষ্পন্ন হয়,

কিন্তু প্রতিক্রিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইল দেওয়ানী আদালতের বা হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের বিচার, নিষ্পত্তি হইতে দীর্ঘ দিন লাগে কিন্তু গোলমালের জড় সহ তুলিয়া দেয়। ফলে ক্যালশিয়াম আদি ইন্‌জেক্‌শনের সাথে সাথে যদি খাইবার জন্য মেদা প্রভৃতি পঞ্চবর্গ ঘটিত খাঁটি "চ্যবনপ্রাশ" এবং রক্তক্ষয় বা ভিতরের ক্ষত থাকিলে "মৃত্যুরাজ রসায়ন" দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রত্যাশার অতীত ফল হইবে। বাংলা ১৩৩১ সালে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজ দুরন্ত রক্তবমন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘ দুই বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। "মৃত্যুরাজ রসায়ন" সেবনের ছয় দিনের মধ্যে তাঁহার রক্তপাত দৈনিক এক পোয়া স্থলে কয়েক তোলা হয়, একমাস মধ্যে তিনি সামান্য সামান্য হাটিতে চলিতে সমর্থ হন, ছয়মাস পরে তিনি ভারত জুড়িয়া এক কম্বুকণ্ঠ মহাবাগ্মিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আমাদের ঋষিদের প্রণীত এইরূপ ফলপ্রদ মহৌষধসমূহ কেন আমাদের-দেশেই-জন্মগ্রহণকারী ডাক্তারদের দ্বারা ব্যবস্থা করাইতে পারিব না? সেই চেষ্টা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। কষ্ট করিয়া যদি তাঁহারা বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া কণ্ঠস্থ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধেরও গুণাগুণ তাঁহাদের জানিতে বা শিখিতে বেশী সময় লাগিবে না। উইস্কার্গিসের বদলে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট বা মহাদ্রাক্ষাসব, ফস্‌ফোলেসিথিনের বদলে বৃহৎ দশমূলারিষ্ট, এলেট্রিস কর্ডিয়েলের বদলে অশোকাসব বা অশোকারিষ্ট, এবং পত্রাঙ্গাসব, নার্ভিরলের বদলে বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব বা বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট, সেণ্টাল মিডির পরিবর্ত্তে চন্দনাসব বা ততোধিক ফলপ্রদ অযাচক বিন্দুবন্ধ, ব্রিষ্টল সালসা, জ্যামেকা সালসা, সালফার বিটার্স প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সারিবাদ্যাসব ও অযাচক সালসা

প্রচলন করিবার জন্য আমরা আমাদের স্বদেশবাসী ডাক্তার-বন্ধুগণকে আহ্বান করিতে পারি। এতদিন আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যে চেষ্টা করি নাই, ইহা আমাদেরই ত্রুটী। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যে অনেক স্বদেশ-প্রাণ মহৎব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সুযোগ পাইলে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির যতটা পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন সম্ভব, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের তালিকা

এই গ্রন্থে আমরা কতকগুলি প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের গুণাগুণ ও ও ব্যবহারের প্রণালী প্রদান করিতেছি। লক্ষ্য করিয়া পড়িলে শুধু এই একখানা পুস্তিকার সাহায্যে যে-কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রায় সর্ব্ব-প্রকার রোগের চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। প্রথম সংস্করণের পুস্তক পাঠকগণের মনে কি কি জিজ্ঞাসা জাগরিত করে, লক্ষ্য করিবার পরে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে এই গ্রন্থকে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিব। আমরা চাহি যে, কোনও আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজে না পড়িয়াও পল্লীতে পল্লীতে শত শত সুচিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটুক। এই কারণেই গ্রন্থের কোনও স্থানেই নিজেদের প্রত্যক্ষ-লব্ধ অভিজ্ঞতা গোপন করিবার চেষ্টা করি নাই।

বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ

খাঁটি মকরধ্বজ-ব্যবহারে না সারে, এমন রোগ নাই। অনুপান (সহপান) ভেদে ব্যবহারে ইহা সর্ব্বরোগের নিরাময় বিধান করে।

মকরধ্বজ বলকারক, স্নিগ্ধবীর্য্য ও উষ্ণপ্রভাববিশিষ্ট। এই জন্য দুর্ব্বল রোগী এই ঔষধ সেবনে সত্বর বলবান হইয়া থাকেন। যে অবস্থায় দুর্ব্বলতাবশতঃ পাকস্থলী অন্য বলকারক ঔষধ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবস্থায়ও কেবলমাত্র মকরধ্বজ স্বীয় গুণে পাকস্থলীতে অতি সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বল ধাতুসমূহকে সবল করিয়া, শুষ্ক দেহকে রক্তে, মাংসে, বলবীর্য্যে ও বর্ণে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীরও শক্তি বর্দ্ধিত করে। শরীরের যে-কোনও যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইলে সহপানের পার্থক্যে মকরধ্বজ সেই সকল দেহাংশকে সবল ও সতেজ করিয়া তোলে। ইহা রোগীর পীড়ানাশক, ভোগীর জীবনপ্রদ, বৃদ্ধের জরানাশক ও আয়ুষ্কর, নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষক এবং নব-প্রসূতির পরমবান্ধব। মকরধ্বজ সকল রোগে, সকল বয়সে ,সকল ঋতুতে এবং সকল অবস্থায় হিতকর।

মাত্রাঃ—সদ্যঃপ্রসূত শিশু হইতে ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সিকি মাত্রা এবং পূর্ণ বয়স্কের এক মাত্রা। মাত্রার সামান্য ইতর-বিশেষে খাঁটি মকর-ধ্বজের গুণের ব্যত্যয় হয় না। বহুক্ষেত্রেই পরীক্ষা করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে, খাঁটি মকরধ্বজ বাজার-প্রচলিত মকরধ্বজের অর্দ্ধ মাত্রাতে ব্যবহার করিলেও অধিক ফল প্রদান করিয়াছে।

সহপানবিধিঃ—(১) **স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বায়ুর জন্য**—চাউল ধোয়া জল মিশ্রি, অথবা দুধের সর এবং মিশ্রি, অথবা ত্রিফলা (বহেড়া, আমলকী, হরীতকী) ভিজান জল মিশ্রি, অথবা বাদাম কিংবা বড় এলাচি বাটা মিশ্রি, অথবা শতমূলের রস ও মিশ্রি সহ বৈকালে। (২) **পিত্তরোগে**—ধ'নে ও মৌরী-ভিজান জল মিশ্রি সহ, অথবা গুলঞ্চের বা পটোল-পাতার রস মিশ্রি সহ, অথবা ধ'নে ও

চিরতা ভিজান জল সহ প্রাতে। (৩) **কফরোগে**—আদার রস মধু অথবা আদার রস মিশ্রি সহ, কিংবা তুলসী পাতার রস আদা ও মধু সহ, পান আদার রস অথবা বাসক পাতার রস আদার রস কিংবা পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। (৪) সাধারণতঃ **বালকের জন্য**— মধু অথবা বুকের দুধ সহ সেব্য। (৫) **নবজ্বরে**—তুলসী পাতার রস, পানের রস, আদার রস মধু, অথবা পানের রস, সৈন্ধব লবণ, (শরীরে বেদনা থাকিলে) বেলপাতার রস ও মধু সহ কিংবা শেফালিকা (শিউলী) পাতার রস ও আদার রস ও বেলপাতার রস ও মধু সহ সেব্য। (৬) **পুরাতন জ্বরে**—শেফালিকা পাতার রস বা গুলঞ্চের রস ও মধু কিংবা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু সহ অথবা চিরতা ভিজান জল ও মধু সহ সেব্য। (৭) **প্রমেহরোগে**—কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু বা কালকেশুর্ত্তার রস অথবা কাবাবচিনি চূর্ণ ও মধু, কিংবা গঁদ ঈসবগুল ভিজান জল ও মিশ্রি সহ অথবা শ্বেতচন্দন ঘষা ও মিশ্রি সহ সেব্য। (৮) **ধাতুক্ষীণতায় ও ইন্দ্রিয়-শিথিলতায়**—শিমূল মূল চূর্ণ মধু, অশ্বগন্ধা চূর্ণ মধু, পানের রস মধু, মাখন মিশ্রি সহ বা দুধের সর ও ৩।৪টী বাদাম বাটা ও মিশ্রি সহ সেব্য। (৯) **বহুমূত্রে**—যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ মধু বা কদলী-মূলের রস মধু বা জামবীজ চূর্ণ মধু, তেলাকুচাপাতার রস ও মধু সহ সেব্য। (১০) **হৃদ্‌রোগে**—অর্জ্জুন ছালের রস মধু বা বড় এলাচি চূর্ণ মধু সহ সেব্য। (১১) **প্রদররোগে**—চাউল ধোয়া জল ও মিশ্রি সহ, ওলট-কম্বলের ছালের রস ও মধু সহ, জবাফুল বাটা ও মিশ্রি সহ সেব্য। (১২) **অর্শোরোগে**—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ এবং মাখন মিশ্রি, অথবা গাঁদাফুলগাছের পাতার রস ও সাফচিনি সহ, কিম্বা যমানী চূর্ণ,

বিটলবণ ও ঘোল সহ সেব্য। (১৩) **রক্তপিত্তে**—দূর্ব্বার রস মধু সহ, বা বাসক পাতার রস মধু সহ, বাবলা পাতার রস ও মধু সহ. অথবা যজ্ঞডুমুরের পাতার রস বা ঐ ছালের ক্বাথ ও মধু সহ সেব্য। (১৪) **আমবাতে**—এরণ্ড মূলের রস, আদার রস, সৈন্ধব সহ অথবা নিসিন্দা পাতার রস মধু সহ কিংবা রসোণবাটা সৈন্ধব সহ সেব্য। (১৫) **বাতরক্তে**—গুলঞ্চের রস মধু সহ, পটোল-পাতার রস মধু সহ কিংবা নিমপাতার রস ও মধু সহ, অথবা পঞ্চনিম্বের (নিম্বের ছাল, ফুল, পাতা মূল ও ফল) ক্বাথ ও মিশ্রি সহ, অথবা ছোলা (আস্তা বুট) ভিজান জল ও দুই আনা অনন্তমূল চূর্ণ ও মিশ্রি সহ, কিংবা হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। (১৬) **অম্লপিত্ত ও শূলরোগে**—আমলকীর রস বা আমলকী ভিজান জল ও মধু সহ, কিংবা গুলঞ্চের রস মধু সহ, অথবা শুণ্ঠী চূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সহ সেব্য। (১৭) **আমাশয়ে**—ডালিম মূলের ছালের রস বা ডালিমের কচি পাতা বাটা ও মিশ্রি সহ, অপামার্গ মূল বাটা চিনি সহ অথবা কূটজ (কুর্চ্চি) ছালের ক্বাথ ও মিশ্রি সহ। (১৮) **রক্তামাশয়ে**—বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপানের পাতার রস ও মিশ্রি সহ সেবনীয়। (১৯) **মাথাধরায়**—আদার রস, পানের রস ও মিশ্রি. পাকা কাঁঠাল পাতার রস ও মিশ্রি সহ সেব্য। (২০) **অনিদ্রায়**—বড় এলাচ চূর্ণ ও মিশ্রি সহ সেব্য। (২১) **উপদংশে**—মাণিক্য রস, হরিদ্রা ও গুলঞ্চের রস ও চিনি সহ সেব্য। (২২) **পাথরীরোগে**—পাকা আনারসের রস সহ অথবা পাথরকুচির (হিমসাগরের) পাতার রস সহ সেব্য। (২৩) **স্বপ্নদোষে**—৵০ কাবাবচিনি চূর্ণ ও মধু সহ বা .৵০ শিমূল মূল চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। (২৪)

কুক্কুর বা শৃগাল-দংশনে—এক আনা রোহিতক (রয়না) ছাল ও তিনটী গোলমরিচ বাটা সহ ক্রমান্বয়ে ৭ দিন প্রাতে সেব্য। (২৫) **দীর্ঘকালীন উপদংশিক রক্ত-দুষ্টিতে**— দৈনিক ১।।• তোলা করিয়া কাঁচা-হরিদ্রার রস ও মিশ্রি সহ এক বৎসরকাল সেব্য। (২৬) শোথে - শ্বেত পুনর্ণবার রস ও চিনি সহ সেব্য। (২৭) **জটিলশোথ ও বেরিবেরিতে**— একবেলা অর্জ্জুন ছালের কাথ ও মধু সহ, অপর বেলা ঝিনুক (অথবা প্রবাল) ভস্ম ও মধু সহ, অপর বেলা পুনর্ণবার রস ও মধু সহ সেব্য। (২৮) **ক্রিমিরোগে**—বিড়ঙ্গ চূর্ণ অথবা আনারসের ডিগের রস ও চিনি অথবা পলাশবীজ চূর্ণ ও চিনি সহ সেব্য।

উপরে মকরধ্বজের প্রচলিত ও সাধারণ ব্যবহার-বিধি প্রদান করা হইল। কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে-কোনও ভৈষজ্য উপাদানের সহিত মকরধ্বজ প্রদান করিলে সেই ভৈষজ্যের গুন দশগুণ বাড়িয়া যায়। দৃষ্টান্ত :—আদার রস ও মিশ্রি সহ অপরাজিতার রসে কণ্ঠশক্তি বাড়ে, —মকরধ্বজ সহপানে ফল বেশী হয়। হেলেঞ্চার রস ও চিনিতে আমাশয় সারে,—মকরধ্বজ সহপানে ফল বেশী হয়। ব্রাহ্মীর রস ও মিশ্রি সেবনে স্মরণশক্তি বাড়ে,—মকরধ্বজ সহ সেবনে ফল বেশী হয়। পুরাতন জ্বরে এক মাত্রা "অমৃতারিষ্টের" বা "অমৃতাসবের" সহিত, দুর্ব্বলতায় এক মাত্রা "মহাদ্রাক্ষারিষ্টের" বা "মহাদ্রাক্ষাসবের" সহিত, রক্তপ্রদরে এক মাত্রা "অশোকারিষ্টের" বা "অশোকাসবের" সহিত, শ্বেতপ্রদরে এক মাত্রা "পত্রাঙ্গাসবের" সহিত, নিদারুণ ধাতুক্ষয়ে এবং মারাত্মক দুর্ব্বলতায় এক মাত্রা "বৃহৎ দশমূলারিষ্টের" বা "বৃহৎ অশ্বগন্ধাসবের" বা "বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্টের" সহিত

মিশাইয়া খাঁটি মকরধ্বজ সেবন করিলে দশগুণ ফল উপলব্ধ হইবে। মোট কথা; সারস্বতাসব ও সারস্বতারিষ্ট, কনকাসব, রোহিতকাসব, লোহাসব, চন্দনাসব, জীরকাদ্যাসব ও জীরকাদ্যারিষ্ট, পার্থাদ্যাসব ও পার্থ্যাদ্যরিষ্ট, পুনর্ণবাসব, সারিবাদ্যাসব, সারিবাদ্যরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধকে সহপানরূপে ব্যবহার করিয়া মকরধ্বজ প্রয়োগ করিলে তত্তৎ আসব ও অরিষ্টের ফল যে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা আমাদের নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্য। ধাতুজাতীয় ও ক্ষারজাতীয় উপাদান ব্যতীত অন্য সকল উদ্ভিজ্জ মুষ্টিযোগের সহিত মকরধ্বজ ব্যবহারে ভবিষ্যতে সর্ব্বরোগের চিকিৎসায় এক যুগান্তর আবির্ভূত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। যাঁহারা ভাল ভাল মুষ্টিযোগ জানেন, তাঁহারা নিজ নিজ জানিত ফলপ্রদ মুষ্টিযোগের সহিত খাঁটি মকরধ্বজ ব্যবহার করুন এবং স্বকীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রাণপণে মধ্যযুগীয় মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা না করিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেশের হিতসাধন করুন।

মকরধ্বজ মাড়িবার প্রণালী:—মকরধ্বজ ব্যবহার করিতে খলে যত উত্তমরূপে মাড়িয়া লওয়া যাইবে, ততই ভাল হইবে জানিবেন। মর্দ্দনের উপরেই মকরধ্বজের উপকার নির্ভর করে। প্রথমতঃ শুষ্ক খলে পাঁচ ছয় মিনিট মর্দ্দন করিয়া খলের সহিত একবারে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করিয়া ফেলিবেন। পরে দুই চারি ফোঁটা সহপান পাঁচ ছয় মিনিট মর্দ্দন করিয়া তৎপরে অবশিষ্ট সহপান অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে মিশাইবেন। খলে মাড়িবার পরিশ্রম কমাইতে চাহিলে ঔষধের গুণও কমিবে, জানিবেন। খল উত্তমরূপে ধৌত ও পরিষ্কৃত না করিয়া তাহাতে মকরধ্বজ মাড়িবেন না।

মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারত্ন। একদা মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল সম্রাটেরা ভারতে রাজদূত পাঠাইয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নবযৌবন লাভের জন্য ইহা সংগ্রহ করিতেন। উপযুক্ত সহপান সহযোগে সেবনে জ্বর, গ্রহণী, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, বায়ুবিকার, উন্মাদ, অনিদ্রা, শ্বাস, কাস, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রবিকৃতি, স্বপ্নস্খলন, শুক্রহানি, রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি ইহাতে বিনাশ পায়।

ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ

ইহা মকরধ্বজের ন্যায়ই গুণসম্পন্ন কিন্তু ইহা সাধারণ মকরধ্বজ অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী। মাত্রা, অনুপান ও সহপান প্রভৃতি মকরধ্বজেরই ন্যায়। এজন্য পুনরায় লিখিত হইল না।

সিদ্ধ মকরধ্বজ

মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন হয়, ইহা প্রস্তুত করিতে তাহার চারিগুণ স্বর্ণ আবশ্যক হয়। মকরধ্বজ একজ্বালেই নামিয়া যায়, কিন্তু সিদ্ধ মকরধ্বজ চারিবার জ্বালে বসাইতে হয়। সততার সহিত সঠিকভাবে এই ঔষধ প্রস্তুত করিলে ইহার গুণের কোন ইয়ত্তা হইতে পারে না। স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ সিদ্ধদিগকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই ঔষধ প্রস্তুতের ভিতরে আয়ুর্ব্বেদীয় রসবিজ্ঞানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঔষধ সেবন কালে রোগী যথেচ্ছ আহার বিহার করিলেও ঔষধের গুণ

বা শক্তির ব্যত্যয় ঘটে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু রোগের চিকিৎসা-কালে আহার-বিহারের অনিয়ম করা আমাদের মতে সমীচীন নহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মকরধ্বজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মাত্রা, অনুপান ও সহপান এবং ব্যবহার-প্রণালী, অবিকল মকরধ্বজেরই ন্যায়।

দশমূল মকরধ্বজ

মকরধ্বজকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তাহার মধ্যে দশমূলের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কস্তুরি আছে। সাধারণ মকরধ্বজের ন্যায় সহপান যোগে ইহা সেবন চলে। কিন্তু সহপান না মিলিলেও বিনা সহপানে ইহা সেবন চলে এবং যে-কোনও রোগের যে-কোনও অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয়। ইহা মুখে দিয়া খাইয়া ফেলিতে হয় এবং তৎপরে যৎকিঞ্চিৎ জলপান করিতে হয়। তবে, ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিতে হয়। এই ঔষধ সেবনের অর্দ্ধ-ঘণ্টার ভিতরে চা, পান বা তামাক প্রভৃতি সেবন নিষেধ।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি

ইহার ন্যায় মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ত্রিদোষঘ্ন ঔষধ অদ্য পর্য্যন্ত চিকিৎসাজগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে ইহা প্রকৃতিস্থ, স্নিগ্ধ ও পুষ্ট করে। ইহা বায়ু পিত্ত, কফরোগ, দাহ, পিপাসা, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কঘূর্ণন, শিরঃশূন্যতা, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, ক্ষয়, হৃদ্‌রোগ, বাতব্যাধি ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি

নিবারিত করিয়া শরীরের বল ও স্বাস্থ্য পরিবর্দ্ধিত করে। সর্ব্বপ্রকার জ্বালা, সন্তাপ ও প্রদাহপূর্ণ উপসর্গ-সংযুক্ত বায়ুরোগের ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। মনের অস্থিরতা, চিত্তের চঞ্চলতা, মতিভ্রম, অসত্য বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণা, কল্পিত বিষয় লইয়া অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত বায়ুরোগে ইহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুস্থাবস্থায় সেবনেও ইহা কান্তি-বর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক ও বয়ঃস্থাপক। ইহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি মহাবলপ্রদ উপাদান সমূহ আছে।

সহপান-বিধি :—"বৃহৎ বাতচিন্তামণির" সাধারণ সহপান ত্রিফলা ভিজান জল চিনি অথবা শতমূলের রস চিনি অথবা চাউল ধোয়া জল চিনি অথবা কমলা লেবুর রস। বায়ুদমন ও সুনিদ্রা বিধানের জন্য বিকালে ইহা বড় এলাচির দানা বাটা বা চূর্ণ ও মিশ্রিসহ সেব্য। বলবর্দ্ধনের জন্য ইহা প্রাতে দুধের সর ও মিশ্রিসহ সেব্য। হৃদ্‌রোগে ইহা পার্থাদ্যরিষ্ট বা পার্থাদ্যাসব সহ অথবা অর্জ্জুন ছাল সিদ্ধ জল ও মিশ্রি সহ প্রাতে ও বিকালে সেব্য। অকারণ হৃৎকম্পনে ইহা ঝিনুক ভস্ম ও অর্জ্জুন ছালের কাথ সহ সেব্য। শুষ্কতা বা অবশতা অথবা ধাতুদৌর্ব্বল্য সহকৃত বাতরোগে বেড়েলার (বালিকুরীর) রস বা মূলের চূর্ণ ও মিশ্রি সহ সেব্য। বেদনা, ফুলা, কণ্ডূয়ন বা সুরসুরি যুক্ত বাত রোগে এরণ্ড-মূলের ছালের রস ও চিনি সহ সেব্য। * (এরণ্ড গাছ

* বাতরোগে এরণ্ডমূল ব্যবহার করিলে তৎসহ সৈন্ধব লবণ দেওয়াই চিকিৎসকদের সাধারণ রীতি। কিন্তু বৃহদ্ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধে মুক্তা আছে বলিয়া অনেকে সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করেন না এবং এক বেলা অন্য সহপান সহ বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি দিয়া অন্য বেলা এরণ্ড মূলের রস ও লবণ সহ বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস ও কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি বায়ুরোগের ঔষধগুলিতে টক্ লেবুর রস প্রভৃতি জারক দ্রব্যের সহপানও প্রচলিত নাই।

খুব ছোট হইলে মূলের রসই প্রযোজ্য।) বহুমূত্র রোগে তেলাকুচার পাতার রস ও মধু সহ, অথবা এক হইতে দুই আনা তেলাকুচার মূল চূর্ণ ও মধুসহ অথবা বেড়েলার মূলচূর্ণ, দুগ্ধ ও মধুসহ অথবা কালো জামের বীজ চূর্ণ ও মধু সহ, অথবা জোকা পাতার রস ও মিশ্রি সহ সেব্য। উদরাধ্মান-সংযুক্ত বায়ুতে শতমূলীর রস ও মিশ্রিসহ সেব্য। সদা-বিমর্ষ-ভাবযুক্ত বায়ুরোগে তেউড়ী (ত্রিশিরা) র মূল ও মিশ্রিসহ সেব্য। অত্যধিক বায়ুপ্রকোপে তালের ডিগের রস ও তাল মিশ্রি সহ।

যোগেন্দ্র রস

বৃহদ্-বাতচিন্তামণির ন্যায়ই এই ঔষধটী বায়ুরোগে তুলনাহীন। বৃহদ্-বাতচিন্তামণি অপেক্ষাও ইহাতে স্বর্ণের অনুপাত কিছু বেশী পড়ে। এতদ্ব্যতীত প্রমেহ প্রতিষেধক ও শুক্রের শুদ্ধতা-সম্পাদক কতকগুলি মহাশক্তিশালী বলবীর্য্য-বর্দ্ধক উপাদান ইহাতে আছে। বৃহদ্ বাতচিন্তা-মণির সহিত ইহার ব্যবহারের পার্থক্য এই যে, প্রদর, বহুমূত্র ও প্রমেহ জনিত বায়ুরোগে এবং তজ্জনিত মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যে, ইহা বৃহদ্-বাতচিন্তা-মণির অপেক্ষা দ্রুত ফলপ্রদ। স্ত্রী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার কারণে জাত বায়ুরোগে বৃহদ বাতচিন্তামণি অধিকতর প্রশস্ত। বাতব্যাধি ও হৃদ্‌রোগে ইহা বৃহদ বাতচিন্তামণি অপেক্ষা প্রশস্ততর। ভেজালবর্জ্জিত ভাবে তৈরী হইলে তবেই ইহা এইরূপ গুণের পরিচয় দিবে।

সহপান ও ব্যবহার বিধি বৃহদ্-বাতচিন্তামণির ন্যায়। তথাপি পৃথক-ভাবে সহপানের তারতম্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেরা করিয়া থাকেন। যথা, মস্তিষ্ক

রোগে ত্রিফলা ভিজান জল চিনি, শতমূলের রস চিনি, ব্রাহ্মী শাকের রস চিনি, চাউল ধোয়া জল বড় এলাচের দানা চূর্ণ চিনি ইত্যাদি সহ। ধাতু-দৌর্ব্বল্যে আমলকীর রস চিনি অথবা মাখন ও মিশ্রি সহ। প্রমেহ-ঘটিত বায়ুরোগে আমলকীর রস ও মধু অথবা আমলকী ভিজান জল ও মধু অথবা গুলঞ্চের রস ও মধু অথবা কাঁচা হরিদ্রার রস কেশুত্তের রস ও মধু অথবা শতমূলের রস মধু অথবা ঘৃতকুমারীর রস মধু সহ। এতদ্ব্যতীত যে-কোনও অবস্থায় পটলের [ফলের] রস চিনি সহও ইহার প্রয়োগ হয়।

কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ

বায়ুরোগে "কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ" উপরে লিখিত দুইটী ঔষধের ঠিক্ সমকক্ষ না হইলেও বিশেষ উপকারী। বায়ুরোগজনিত নিদ্রাল্পতা, নিদ্রাহীনতা, স্বপ্ন-প্রাচুর্য্য, মস্তিষ্কে রক্তের চাপ-প্রযুক্ত শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং অতিরিক্ত মানসিক শ্রমহেতু বায়ু-প্রকোপ প্রভৃতিতে কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ নির্দ্দোষ আরোগ্য-বিধায়ক। বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও যোগেন্দ্র রসের সহিত ইহার ব্যবহারের পার্থক্য এই যে, উক্ত দুই ঔষধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে ক্রিয়া করে,পরন্তু উদর ও মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা-জনিত বায়ু-রোগই কৃষ্ণচতুর্ম্মুখের প্রধান ব্যবহার-ক্ষেত্র। পিত্তপ্রকোপজনিত বা পিত্ত-প্রকোপ-সহকৃত বায়ুরোগের ইহাই সর্ব্বোত্তম ঔষধ।

ব্যবহার-বিধি :—বায়ুদমনে বড় এলাচির দানা চূর্ণ ও মিশ্রি সহ। মস্তিষ্কের সবলতা বর্দ্ধনে এক তোলা নীল (বা শ্বেত) অপরাজিতার পাতার রস ও মধু সহ সেব্য। সন্নিপাত জ্বরের উদরাধ্মানে এবং মলমূত্ররোধে

সহপান চাউলধোয়া জল ও মধু বা মিশ্রি। হৃদরোগে অর্জ্জুন ছাল সিদ্ধ জল ও মধু সহ সেব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস ও কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখের পার্থক্য ঃ—তিনটিই বায়ুবিকার, বাতব্যাধি ও মূর্চ্ছায় সমকক্ষ ঔষধ, কিন্তু বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও যোগেন্দ্র রসের ক্ষমতা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখের ক্ষমতা উদরের স্নায়ু-মণ্ডলীর উপরে আবার যোগেন্দ্র রসের অধিক ক্ষমতা জনন্দ্রিয়ের স্নায়ু-মণ্ডলীর উপরে, বৃহৎ বাতচিন্তামণির অধিক ক্ষমতা মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে। তিনটীই হৃদরোগে প্রশস্ত, যোগেন্দ্ররস প্রশস্ততর। প্রমেহ, প্রদর ও বহুমূত্রজাত বা শুক্ররোগসমূহ সহকৃত বায়ুতে যোগেন্দ্র রস শ্রেষ্ঠ, পিত্তজ বা পৈত্তিক লক্ষণ সহকৃত বায়ুতে কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার বায়ুতে বৃহৎ বাতচিন্তামণি নির্ব্বিচারে শ্রেষ্ঠ।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি ও রসরাজ রস

এই দুইটীও উৎকৃষ্ট বায়ুরোগ-নাশক মহৌষধ। কিন্তু ভেজাল-বর্জ্জিত ও খাঁটিভাবে প্রস্তুত "বৃহদ্ বাতচিন্তামণি" পাওয়া গেলে এই ঔষধদ্বয়ের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। এই দুইটী ঔষধ "বৃহৎ বাতচিন্তামণি"র পরবর্ত্তী আবিষ্কার হইলেও "বৃহৎ বাতচিন্তামণির" গুণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

ইহা কেশপতন-নিবারক, কেশবৃদ্ধি, চক্ষু-কর্ণ-শিরোরোগ-নাশক, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল। মস্তিষ্ক শীতল রাখে,

সুকোমল কুঞ্চিত কেশরাজির উদ্গম করে, ধারাবাহিক তিন চারি মাস ব্যবহারে টাক পর্য্যন্ত নবজাত কেশোদ্গমে ভ্রমর-কৃষ্ণ হইয়া উঠে, স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনে গৌণ সহায়তা করে। বাজার-প্রচলিত ভৃঙ্গরাজ তৈলের সহিত খাঁটিভাবে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। মেধা-বর্দ্ধনেচ্ছু ছাত্রগণ ইহা মাথায় ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণঘটিত সারস্বতাসব বা সারাস্বতারিষ্ট সেবনে বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহা মস্তকে ব্যবহারের কালে "যোগেন্দ্র রস" সেবন করিলে মস্তিষ্কের স্নায়ুসমুহের বল বর্দ্ধিত হয়। এই তৈল কেশমুলে রগড়াইয়া মাখিতে হয় এবং তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে স্নান বিধেয়। ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ কিন্তু সুবাসিত নহে।

মস্তকে ইহা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ভৃঙ্গরাজপাতার রস ও মিশ্রিসহ মকরধ্বজ সেবন হিতকর।

কেশের যত্ন :—শুষ্ক আমলকী সিকি তোলা, শুষ্ক আমের আটির শাঁস সিকি তোলা কাঁচা বা শুষ্ক মুথা সিকি তোলা, তেঁতুলের বীজ সিকি তোলা, রেঙ্গুনীর খোসা সিকি তোলা, তিন গাছের ছাল সিকি তোলা পাকা তেঁতুল সিকি তোলা থেঁতো করিয়া একটী লোহার কড়াইতে এক সের পরিমাণ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরদিন ছাকিয়া সেই জল দ্বারা চুলের গোড়া ধৌত করিতে হইবে। সপ্তাহে একদিন কি দুইদিন এইরূপ করিয়া "মহাভৃঙ্গরাজ" ব্যবহার চালাইলে কেশ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। সবগুলি দ্রব্য না পাওয়া গেলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই ব্যবহার্য্য।

মধ্যম-নারায়ণ তৈল

এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদ রোগে এই তৈল বিশেষ ফলপ্রদ।

ত্রিশতি-প্রসারণী তৈল

এই তৈল আশী প্রকারের বায়ুজনিত, চব্বিশ প্রকারের পিত্তজনিত এবং বিশ প্রকারের শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি বিনাশ করে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকার, অপস্মার, মূর্চ্ছা ও উন্মাদের পক্ষে হিতকর। ইহা জরা ও পলিত নাশক, স্নায়ুর বলবর্দ্ধক। বায়ুরোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে মধ্যম-নারায়ণ তৈল অপেক্ষা এই তৈল অধিক হিতকর।

বৃহৎ কটুঙ্গাদি তৈল

এই তৈল অত্যন্ত বায়ুনাশক এবং মৃগী (অপস্মার-রোগে ও মূর্চ্ছা-রোগের সর্ব্বপ্রকার উপসর্গে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল

ইহা বায়ু-পিত্ত-প্রধান রোগীর পক্ষে হিতকর এবং উন্মাদ ও বিবিধ বায়ুরোগে বিশেষ ফলদায়ক। ক্ষীণশুক্র পুরুষ এবং ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীলোকের পক্ষেও এই তৈল বিশেষ উপযোগী। আক্ষেপ, কম্পবাত, সূতিকাশ্রিত বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল রুগ্ন স্থানে মালিশ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল

বাতব্যাধির যে-কোনও অবস্থায় ইহাই আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তৈল। বাতব্যাধি রোগে ইহার তুল্য নির্দ্দোষ, প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত, পূর্ণারোগ্যদায়ক

ঔষধ পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বাতব্যাধির চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যেখানে সকল ঔষধ ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা সেখানেও নিজ বিক্রম প্রকাশ করে। পক্ষাঘাত, বাহুশোষ, সার্ব্বাঙ্গিক বাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বিকলাঙ্গতা, হস্তপদাদির অসাড়তা, বাতাদিদোষ জনিত যে-কোনও অঙ্গের শুষ্কতা বা শিথিলতা রোগে ইহা রুগ্ন স্থানে মালিশ করিতে হয়। বায়ুপিত্ত-প্রধান ব্যক্তির যখন কোনও ঔষধে কাজ হয় না, তখন ইহাই তাহার প্রধান সহায়। শিরঃকম্পে ইহা মাথায়ও মালিশ করা যায়। ইহা মালিশ করিবার পরে লবণসহ সিদ্ধ-করা মাষকলাই ডালের গরম পুটুলি দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে সেক দিতে হইবে। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দুইবার মালিশ ও সেক দিতে হয়।

উল্লিখিত তৈলগুলির ব্যবহারে পার্থক্য

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে উল্লিখিত তৈলগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি। কটভ্রাদি তৈল মৃগী রোগেরই ঔষধ। শুধু তৈলে মৃগী রোগ নির্ম্মূল হয় না, অবস্থাভেদে আভ্যন্তরীণ ঔষধও দিতে হয়। কটভ্রাদি তৈল মৃগী রোগেই প্রযোজ্য হইলেও পুরাতন হিষ্টিরিয়ার রোগীতেও ব্যবহার করা যায়। মধ্যম নারায়ণ তৈল কেবল মাথায়ই ব্যবহার হয়, কটভ্রাদি তৈল মস্তকে, গ্রীবায় এবং মেরুদণ্ডে ব্যবহৃত হয় এবং কঠিন মৃগী রোগীতে সর্ব্বাঙ্গেও মালিশ চলে, এমন কি গুহ্য দ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের আবরক বহিশ্চর্ম্মে পর্য্যন্ত। একমাত্র শিরঃকম্প ব্যতীত সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল অপর

প্রয়োজনে মস্তকে ব্যবহার হয় না। ত্রিশতি প্রসারণী তৈল মস্তকে এবং সর্ব্বদেহে মালিশ চলে, এবং তাহাতে শ্লথ চর্ম্ম, মাংসপেশী, স্নায়ু সকল পুষ্ট হয় বলিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিও কান্তিমান, কর্ম্মক্ষম, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হন। ত্রিশতি-প্রসারণী নস্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ দশমূল তৈল

যাবতীয় শিরোরোগ, জ্বরবিকার, সান্নিপাতিক জ্বর, জ্বর-জনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি ও প্রলাপ এবং উর্দ্ধগত রক্তচাপ বা মস্তিষ্কে রক্তের চাপ হইলে ইহা অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। কর্ণশূল, নেত্রশূল, কফবাত ও উর্দ্ধশ্লেষ্মাজনিত পীড়াতে এই তৈল মর্দ্দন করিতে বা নস্যরূপে ব্যবহার করিতে হয়।

ষড়বিন্দু তৈল

ইহা উর্দ্ধশ্লেষ্মা-জনিত শিরঃপীড়ার মহৌষধ। কপালে ও ঘাড়ে মালিশ করিতে বা নস্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়। উৎকট শিরঃপীড়ারও নিবারক। শুষ্ক কফকে তরলীকৃত করে।

নেত্র-দীপ্তি

নেত্র-দীপ্তির গুণঃ—চক্ষে মতিয়া বিন্দু (ক্যাটারেক্ট) বা অন্য কারণে যাঁহারা চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখেন, দুই তিন দিন ঔষধ ব্যবহারের পরেই তাঁহারা স্পষ্ট অনুভব করিবেন যে বিনশ্যমান দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিতেছে। সময় থাকিতে

ব্যবহার করিলে চশমার প্রয়োজন হয় না, ইহা অনেক ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। **ব্যবহার প্রণালী** ঃ—এই ঔষধ দিবারাত্রিতে কম পক্ষে দুইবার এবং ঊর্দ্ধপক্ষে পাঁচবার দুই চক্ষে ব্যবহার্য্য। এক ফোঁটা করিয়া চক্ষে দিবেন। কিন্তু ঔষধ চক্ষের পার্শ্বে না লাগাইয়া ভিতরে লাগান আবশ্যক। ঔষধ চক্ষে দেওয়ার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা রৌদ্রে বা অগ্নি-সন্নিকটে না যাওয়াই সঙ্গত। প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালই ঔষধ লাগাইবার ভাল দুইটী সময়। অপর সময়েও ব্যবহার করিতে বাধা নাই। **পথ্যাদি** ঃ—সাধারণ অভ্যাসানুযায়ী সহজপাচ্য, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক খাদ্যই শ্রেয়ঃ। স্নানাদি—সহ্যমত।

কর্ণ-কল্যাণ

কাণপাকা, কাণ-বেদনা, কাণ হইতে পুঁজ-পড়া এবং কাণে কম-শুনা প্রভৃতিতে কর্ণ-কল্যাণ বড়ই উপকারী। তুলিদ্বারা কাণে দৈনিক তিন চারিবার দিতে হয়।

দশন-সংস্কার চূর্ণ

দাঁতের পুঁজপড়া, রক্তপড়া, দাঁতনড়া, দাঁতে অসহ্য বেদনা, দন্তশূল, মাড়িতে ঘা-হওয়া ও তদ্ধেতু অসহনীয় বেদনা, মুখে ময়লা জমিয়া দুর্গন্ধ হওয়া, তিক্তস্বাদ, বিস্বাদ, অরুচি প্রভৃতি যাবতীয় মুখরোগ ও দন্তরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। যাঁহাদের দাঁত মাজিবার কালে রক্ত পড়ে, তাঁহারা অল্প কয়েকদিন ব্যবহারেই ইহার ফল উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় দাঁত মাজন করা বিধি। এই চুর্ণ দ্বারা উত্তমরূপে দন্ত মর্দ্দন করিবেন। বলা বাহুল্য দাঁতের মাড়ীতেও এই চুর্ণ লাগাইতে হইবে, খানিক পরে ব্রাস অথবা নিমের ডালে ব্রাসের ন্যায় কুচি করিয়া একটী একটী করিয়া দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। তৎপর জিবছোলা দ্বারা জিভ পরিষ্কার করিবেন। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত থাকিলে কোন কাঠের দাঁতন বা ব্রাস ব্যবহার নিষেধ।

সারস্বতাসব ও সারস্বতারিষ্ট

এই ঔষধদ্বয়ে স্বর্ণের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে। ফলে, মস্তিষ্কের স্নায়ু-মণ্ডলীতে অতি দ্রুত সবল জাগ্রত ভাব সঞ্চারিত হইয়া যায়। ব্রাহ্মী-শাক এই ঔষধদ্বয়ে প্রধানতম উপাদান। কিন্তু তাহার সহিত আরও কতিপয় মেধাবর্দ্ধক উপাদান সংযুক্ত আছে। ইহারা আয়ুষ্কর স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধক বুদ্ধিপ্রদ, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহারা সর্দ্দিনাশক এবং সাধারণ ভাবে কফরোগের প্রতিষেধক। ইহা সেবনে পরোক্ষভাবে চক্ষুর দীপ্তি এবং শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। ইহাদের নেত্রহিতকারিতা প্রকৃত প্রস্তাবে মস্তিষ্কের শীতলতা হইতে স্বভাবতই সঞ্জাত। মস্তিষ্কের শক্তিবর্দ্ধনে ও মস্তিষ্ক-কেন্দ্র-সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদনে ইহাদের সামর্থ্য অপরিসীম।

পরীক্ষায় উত্তরণার্থী ছাত্র-ছাত্রীগণের এই ঔষধদ্বয় সেবন-কালে অন্য কোনও বলবর্দ্ধক বা টনিক ঔষধ সেবন করিবার প্রয়োজন পড়িবে না। স্মৃতি ও মেধা বর্দ্ধনের সাথে এই একটীমাত্র ঔষধই সেবনকারীর দেহে আবশ্যকীয় বল, কর্ম্মশক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা যোগাইবে। শরীরের ধাত অনুযায়ী এই ঔষধদ্বয় সেবনে যদি কাহারও নিদ্রা অত্যধিক হইয়া

যায়, তবে তিনি ইহা সেবন পরিত্যাগ করিবেন না,—বরঞ্চ দৈনিক অর্দ্ধ আউন্স করিয়া দুই মাত্রা এই ঔষধদ্বয় সেবনের সাথে সাথে রাত্রে আহারের পরে "বৃহৎ-অশ্বগন্ধারিষ্ট" এক মাত্রা সেবন করিবেন। "সারস্বতাসব" গায়ক এবং বক্তাগণের পক্ষে এক পরম-বান্ধব। প্রাতে এবং অপরাহ্নে দুই মাত্রা সেবন করিলে সন্ধ্যার পরেই কণ্ঠ খুলিয়া যাইবে। ধারাবাহিক তিন শিশি সেবনে কর্কশ-কণ্ঠ ব্যক্তিরও কণ্ঠের স্বর স্বভাবতঃ কতকটা মধুর হইবে। সঙ্গীতে রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ইহার আশ্চর্য্য গুণশালিতায় মুগ্ধ হইবেন। ইহাতে "কোকেন," "ভাঙ" বা "ধুতুরা" প্রভৃতি কোনও অনিষ্টকর উপাদান নাই। মাত্রাঃ— ৭নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ব্রাহ্মী ঘৃত

ব্রাহ্মী-ঘৃত সারস্বতাসবের প্রায় সমগুণ-সম্পন্ন। তবে আসব বা অরিষ্ট জাতীয় ঔষধ ঘৃতজাতীয় ঔষধ অপেক্ষা কিছু দ্রুত কাজ করিয়া থাকে। অনেকের পক্ষে খাঁটি দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ঘৃত সেবন কঠিন হয় বলিয়া সারস্বতাসব বা সারস্বতারিষ্টই ব্যবহার সুবিধাজনক। পাকস্থলীর দুর্ব্বলতাযুক্ত রোগীর পক্ষে ব্রাহ্মী ঘৃত সেবন অপেক্ষা "সারস্বতাসব" সেবন অধিকতর বুদ্ধি-সম্মত। ব্রাহ্মী ঘৃত সকালে বিকালে দুগ্ধসহ জলযোগের ন্যায় সেবন চলে। সাধারণ গব্য-ঘৃতের ন্যায় ভাতের সঙ্গে মাখিয়া সেবন করিতেও চিকিৎসকেরা অনেকে নির্দ্দেশ দেন।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মীঘৃতের গুণ নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"এতৎপ্রাশিতমাত্রেন বাগ্‌বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেন কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেন শ্রুতমাত্রস্তু ধারয়েৎ॥"

"এই ঘৃত সেবনমাত্র কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য হয়, সাত দিন ব্যবহার করিলে কিন্নরের ন্যায় মধুর কণ্ঠ হয়, পনের দিবস ব্যবহারে চন্দ্রের ন্যায় অনবদ্য-কান্তি হয় এবং একমাস ব্যবহারে মানুষ শ্রুতিধর হইয়া যায়।"

শাস্ত্রে ইহার যে গুণ-বর্ণনা আছে, আমাদের মতে তাহা অতিশয়োক্তি নহে। তবে পুরুষানুক্রমিক অব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনে উৎকৃষ্ট ঔষধের গুণও অনেক রোগীর শরীরে প্রকাশ কম পায়। তথাপি, ইহা যে ছাত্রদের ও মস্তিষ্ক-পরিচালনকারী বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে একটী উত্তম ঔষধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বাস, কাস, প্রমেহ রোগেও ব্রাহ্মী ঘৃত, এবং সারস্বতাসব আংশিক হিতসাধন করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মী ঘৃতের মাত্রা :–অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় দৈনিক দুইবার সেব্য। সহপান :—অর্দ্ধপোয়া উষ্ণ বা ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ।

মৃত্যুরাজ রসায়ন

লোকে বলে যক্ষ্মা রোগীর রক্ষা নাই। কিন্তু "মৃত্যুরাজ রসায়ন" প্রমাণ করিয়াছে যে, আয়ুঃশেষ যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যক্ষ্মা রোগীরও রক্ষা আছে। ইহা রক্তপিত্ত ও উরঃক্ষত রোগে অব্যর্থ। ভারতপূজ্য কর্ম্মযোগী ও সর্ব্বত্র-বিখ্যাত ধর্ম্মনেতা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দুই বৎসর কাল শয্যাশায়ী থাকিবার পরে এই ঔষধ সেবনেই অতি অল্পকাল মধ্যে পূর্ণবল ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান এবং অদ্বিতীয় ও কম্বুকণ্ঠ বাগ্মিরূপে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন। অবিশ্রাম রক্তক্ষয়, পুঁজ ও দূষিত রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাক্ষয় প্রভৃতি সকল দুঃসাধ্য উপসর্গ মন্ত্রশক্তির ন্যায় দমন করিয়া অতি অল্প সময় মধ্যে

দীর্ঘকালক্লিষ্ট দুর্ব্বল রোগীরও ইহা বলবিধান এবং আরোগ্য সম্পাদন করে। নাক, মুখ, গুহ্যদেশ প্রভৃতি যেই পথেই যত পরিমাণ রক্তক্ষয় হউক না কেন, "মৃত্যুরাজ রসায়ন" তাহা সুনিশ্চিত নিবারণ করিয়া থাকে। কণ্ঠের, ফুসফুসের, অন্ত্রের বা জরায়ুর যে-কোনও প্রকার রক্তস্রাবী ক্ষত হউক না কেন, ইহা সেবনে উপকার হইবেই। আলকাতরার ন্যায় তরল মলযুক্ত ডিয়োডোনাল আলসারে ইহা অমোঘ। যেই সকল ক্ষত এক্‌স্‌-রে দ্বারা পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই, কিন্তু গুহ্য, বস্তি, বুক, মূত্রাশয়, পাকস্থলী, জরায়ু, ফুসফুস, যকৃৎ বা অন্য কোনও আভ্যন্তর যন্ত্রের গাত্র হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ করাইতেছে, এই ঔষধ সে সকল ক্ষতে চক্ষু বুজিয়া ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে। বংশলোচন, কাববচিনি, গুজরাতি এলাচি, যষ্ঠি-মধু প্রভৃতি ইহার প্রধান উপাদান। ইহার মধ্যে এমন একটী বনজ উপাদান রহিয়াছে, যাহার ভিতরে সুপ্রচুর ক্লোরোফিল বিদ্যমান। এই কারণেই ইহা এত দ্রুত আভ্যন্তরীণ ক্ষতনাশক এবং রক্তরোধক। ইহাতে চ্যবন-প্রাশেরও সর্ব্বগুণ রহিয়াছে।

সেবনবিধি ও মাত্রা :—হজমে সমর্থ অসাধারণ ব্যক্তি অর্দ্ধতোলা "মৃত্যুরাজ রসায়ন" দেড় তোলা খাঁটি মাখন সহ মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে খালিপেটে খাইবেন। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এই মাত্রাতেই সেবন করিতেন। সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে মাত্রা সিকি তোলা। বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত মাত্রা হইবে দুই আনা। যতটা মাখন হজম করা যায়, তাহার সহিতই মিশ্রিত করিয়া সেব্য। মাখন হজম না হইলে ঈষদুষ্ণ ছাগ-দুগ্ধ সহ। অভাবে গোদুগ্ধও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ফল কম হয়। মহিষীদুগ্ধ ব্যবহার করা চলিবে না, কারণ উহা কফবর্দ্ধক ও গুরুপাক।

যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের রোগী চ্যবনপ্রাশ বা বাসা-কুষ্মাণ্ড খণ্ডের ব্যবহার কালে "মৃত্যুরাজ রসায়ন" অবশ্যই সেবন করিবেন। এমন কি, বাসা-কুষ্মাণ্ড খণ্ডকে এই ঔষধের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলা যাইতে পারে।

জ্বর থাকিলে "ক্ষয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" বটিকা সোমরাজির পাতার রস ও মধুসহ অপরাহ্নে সেব্য হইবে।

ক্ষয়াধিকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

"মৃত্যুরাজ রসায়নের" সমযোগে সেবনের ফলে ক্ষয়ের "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" বটিকা দ্বারা অতি জটিল ও অসাধ্য যক্ষ্মা রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে "অযাচক আশ্রম" হইতে এই ঔষধদ্বয় বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। ক্ষয়ের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরের সহিত শ্রীশ্রীস্বামীজী একটী অতিরিক্ত মূল্যবান উপাদান সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

যাহাদের বুকে পিঠে বেদনা এবং ফুসফুস হইতে সর্ব্বদা পুঁজ-স্রাব হয় এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী হইয়াছে বা শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ইহা তাহাদের ফুসফুস হইতে শ্লেষ্মা তুলিয়া দিয়া থাকে এবং দিনদিন জ্বর কমাইতে থাকে। জ্বর থাকিলে এই ঔষধ নিশ্চিতই ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ ইহা সোমরাজি পাতার রস ও মধু সহ বিকাল বেলা সেব্য হইয়া থাকে। কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসক অবস্থা-ভেদে সহপান পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারেন।

যক্ষ্মা এবং প্লুরিসির প্রলেপ :—চিকিৎসকগণের অবগত্যর্থ নিম্নে যক্ষ্মা এবং প্লুরিসির একটী বিশেষ ফলপ্রদ প্রলেপ লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। নিজে নিতান্ত রুগ্ন অবস্থাতেও শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ

পরমহংসদেব মহারাজ যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রান্তে প্রান্তে বক্তৃতাদান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তিনি প্রত্যহ বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই প্রলেপটী বক্ষে ও পৃষ্ঠে দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং বিকাল চারিটায় গরমজলে বক্ষ ও পৃষ্ঠ ধৌত করিয়া পাঁচটায় বক্তৃতারম্ভ করিতেন। বাতজনিত হস্ত, পদ, কোমরের ফুলা এবং বেদনাতেও এই প্রলেপটী হিতকর। প্লুরিসির পক্ষে এত বড় হিতকর আর কোনও প্রলেপ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যথা,—এক ভাগ কুড়, দুই ভাগ শুণ্ঠী, চারি ভাগ স্ত্রীছাগের লাদি, ছাগদুগ্ধ অভাবে গোদুগ্ধ সহ পোষণ করতঃ প্রলেপ এবং তৎপরে আগুনে সেকা আকন্দ পাতা দিয়া আবৃত করিয়া তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ দৈনিক চারিঘণ্টাকাল বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এই প্রলেপ প্রত্যহ দিলে কাহারও কাহারও চামড়ার উপরে ক্ষুদ্র গোটা হয়। তৎস্থলে মাঝে মাঝে বাদ দিয়া ব্যবহার্য্য।

চ্যবনপ্রাশ

"চ্যবনপ্রাশ" সেবন করিয়া জরাজীর্ণ চ্যবনঋষি পুনরায় যৌবন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ক্ষয়কাস, স্বরভঙ্গ, হৃদ্রোগ ও বক্ষঃস্থল সম্বন্ধীয় প্রায় যাবতীয় রোগ ও প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রক্ষীণতা, শুক্রতারল্য, প্রভৃতি মূত্র ও শুক্রগত দোষ বিনষ্ট হইয়া শরীর অত্যধিক হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল শ্বাস, কাস ও কফ রোগে ভুগিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কিছু অধিক দিন ব্যাপিয়া এই ঔষধ সেবন করিবেন। ক্ষীণব্যক্তির, কৃশ ব্যক্তির এবং বালকদিগের অঙ্গপুষ্টি করিতে এবং বৃদ্ধাবস্থায় ক্ষয় নিবারণ করিয়া শরীরকে রক্ষা করিতে ইহা উৎকৃষ্ট

ঔষধ। চ্যবনপ্রাশের তুল্য কোনও ঔষধ আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। একাধারে এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহৌষধ আর নাই। চ্যবনপ্রাশের উপাদান-সমূহে প্রচুর পরিমাণে প্রায় সর্ব্ববিধ ভাইটামিনই রহিয়াছে। বৎসরে অন্ততঃ তিন চারিমাস কাল নিয়মিত ভাবে চ্যবনপ্রাশ সেবন দ্বারা বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই সারা বৎসরের জন্য স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে পারিবেন। শিশুদিগকে দুগ্ধের সহিত চ্যবনপ্রাশ সেবন করাইলে স্বাস্থ্য দৃঢ় হয় এবং রোগ-প্রতিষেধিকা শক্তি বাড়ে। যে চ্যবনপ্রাশ সুপক্ব আমলকী এবং ১ নম্বর বংশলোচন দ্বারা তৈরী হয়, যাহাতে মেদা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য পঞ্চবর্গ ব্যবহৃত হয়, তাহাই খাঁটি চ্যবনপ্রাশ। মূল্য অধিক হইলেও তাহাই সেবন করা কর্ত্তব্য। অপর চ্যবনপ্রাশ প্রকৃত প্রস্তাবে "আমলকীর আচার" মাত্র। সুলভের লোভে তাহা সেবন করিলে ফল-প্রত্যাশা অসঙ্গত।

সেবন-বিধি ও মাত্রা :—প্রাতে অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় "চ্যবনপ্রাশ" ত্রিশ ফোঁটা মধু সহ মিশ্রিত করিয়া খালি পেটে সেব্য এবং সেবনান্তে অর্দ্ধ পোয়া ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ অভাবে উষ্ণজল পান করিতে হইবে। বালক-বালিকার মাত্রা দুই আনা, শিশুর মাত্রা /• এক আনা। রোগের প্রাবল্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই সেব্য।

বিভিন্ন অবস্থায় "চ্যবনপ্রাশের" ব্যবহার :—

(১) জ্বরহীন যক্ষ্মারোগী এক বেলা "চ্যবনপ্রাশ" ও একবেলা "মৃত্যুঞ্জয় রসায়ন" সেবন করিবেন। জ্বরযুক্ত যক্ষ্মারোগী এতদতিরিক্ত বিকালে "ক্ষয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর"ও সেবন করিবেন। কাস সহ শরীরে রক্তাল্পতা থাকিলে "চন্দ্রামৃত লৌহ"ও সেব্য।

(২) বহুমূত্ররোগী একবেলা চ্যবনপ্রাশ এবং অপর বেলা হয় বৃহৎ সোমনাথ রস, নতুবা বসন্ত কুসুমাকর রস, নয় হেমনাথ রস সেবন করিবেন। হেমনাথ রস অহিফেনের ভাবনায় প্রস্তুত হয় বলিয়া পিপাসাযুক্ত বহুমূত্র রোগী হেমনাথ রস খাইবেন না।

(৩) স্বরভঙ্গে একবেলা চ্যবনপ্রাশ, অপর বেলা মকরধ্বজ সহ সারস্বতাসব বা সারস্বতারিষ্ট অথবা অপরাজিতা পাতার রস ও মিশ্রি সহ মকরধ্বজ সেব্য।

(৪) হৃদ্রোগে এক বেলা চ্যবনপ্রাশ এবং একবেলা মকরধ্বজ সহ পার্থাদ্যাসব বা পার্থাদ্যরিষ্ট সেব্য।

(৫) প্রমেহ রোগে একবেলা চ্যবনপ্রাশ এবং এক বেলা অযাচক "বিল্ববন্ধু" বা চন্দনাসব মকরধ্বজসহ, অথবা বৃহদ্‌বঙ্গেশ্বর সেব্য।

(৬) শুক্রহীনতায় একবেলা চ্যবনপ্রাশ, একবেলা পূর্ণচন্দ্র রস এবং একমাত্রা বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট বা বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব (বা বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট) সেব্য।

(৭) হাঁপানীতে একবেলা "চ্যবনপ্রাশ" এবং অপর বেলায় হয় "শ্বাস-শঙ্কর" নতুবা কনকাসব সেব্য।

তালিশাদি চূর্ণ

ইহা কাসাধিকারের ঔষধ। সাধারণ কাসি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষয়রোগের সর্ব্বপ্রকার কাসিতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। যখন অবিরত শুষ্ক কাসি চলিতে থাকে কিন্তু কিছুই বাহির হয় না এবং অশেষ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তখন ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য।

মধু সহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিয়া খাইতে হয়।

বৃহৎ বাসাবলেহ

ইহা রাজযক্ষ্মা রোগাধিকারের ঔষধ। ফুসফুস সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার উপসর্গেই ব্যবহার চলে। ক্ষয়রোগীর রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং শ্বাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও পার্শ্বের বেদনা উপস্থিত হইলে এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় বৃহৎ বাসাবলেহের সহিত ৬০ ফোটা মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়ার পর সহমত এক ছটাক হইতে অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধ (অভাবে গোদুগ্ধ) পান করিবেন।

কেহ কেহ এই ঔষধ রক্তপিত্তেও প্রয়োগ করেন।

কাসের সহিত অধিক রক্তনির্গত হইলে অবশ্যই প্রাতে একমাত্রা "মৃত্যুরাজ রসায়ন" সেবন করাইতে হইবে। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

বাসা-কুষ্মাণ্ড-খণ্ড

রক্তপিত্তরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত অতি বিখ্যাত ঔষধ। কারণে অকারণে অত্যধিক রক্তক্ষয় হইলে,—তাহা নাসাপথে, মুখ দিয়া, গুহ্যদ্বার বা মূত্র-পথেই হউক,—নির্ব্বিচারে এই ঔষধের ব্যবহার হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের সহিত যক্ষ্মার পার্থক্য ঃ—যক্ষ্মার রক্ত ফুসফুস হইতে আসে, রক্তপিত্তের রক্ত পাকস্থলী হইতে আসে।

বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ডের সহিত মৃত্যুরাজ রসায়নের ব্যবহারের পার্থক্য ঃ—বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড রক্ত-পিত্তের মহৌষধ। মৃত্যুরাজ রসায়ন রক্তপিত্তের রক্ত এবং যক্ষ্মার রক্ত উভয়কেই নিবারণ করে। বাসাকুষ্মাণ্ড খণ্ড সেবনে যেখানে কোনও ফলোদয় হয় নাই, মৃত্যুরাজ রসায়নে সেই সেই ক্ষেত্রেও ফললাভ অবশ্যম্ভাবী।

চন্দ্রামৃত রস ও চন্দ্রামৃত লৌহ

সাধারণ কাসি ও সর্দ্দিজ্বরে চন্দ্রামৃত রস উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনবরত হাঁচি, নাক দিয়া জল পড়া, গলা খুস্‌খুস্ করা প্রভৃতি অবস্থায় একটী বটিকা মিশ্রিসহ চুষিয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হইতে দেখা যায়। আদার রস, শেফালী পাতার রস তুলসী পাতার রস ও মধু সহপানে সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরেও চমৎকার কাজ করে। আদা পোড়াইয়া তাহার রস, বাসক পাতার রস, ও মধু সহ সেবন করিলে সকল কাস ও কফে উপকার হয়।

চন্দ্রামৃত লৌহ চন্দ্রামৃত রস অপেক্ষা দামী এবং বড় ঔষধ। ইহা তৈরী করিতে প্রচুর মনঃশিলাজারিত লৌহের প্রয়োজন হয়। এই কারণে, বিশুদ্ধ ভাবে তৈরী করিলে এই ঔষধ কিছুতেই সস্তা দরে দেওয়া সম্ভব নহে। পুরাতন সর্দ্দিকাসিতে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ। বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, বক্ষোবেদনা, পার্শ্ববেদনা, কফজনিত পার্শ্বশূল, নানাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত কফনিঃসরণ, রক্তাভাযুক্ত কফ, যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাসি ইত্যাদি উপসর্গে একবেলা চন্দ্রামৃত লৌহ ও আর এক বেলা চ্যবনপ্রাশ সেব্য। চন্দ্রামৃত লৌহের সহপানাদি চন্দ্রামৃত রসের ন্যায়।

কাসি বা কফের সহিত রক্তের আভাস বা রক্তের সংশ্লেষ বিন্দুমাত্র পাওয়া গেলে এই ঔষধ সেবনের কালে একবেলা একমাত্রা "মৃত্যুঞ্জয় রসায়ন" ব্যবস্থা দেওয়া সঙ্গত।

মহালক্ষ্মীবিলাস ও নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস

এই উভয় ঔষধই ঊর্দ্ধশ্লেষ্মাজনিত নানাবিধ রোগে, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, নাসারোগ ও মুখরোগে যাদুমন্ত্রের মত আশ্চর্য্য ক্রিয়াশীল। মাথাধরা, মাথাকামড়ানি, তরুণ সর্দ্দিজ্বর, কর্ণশূল, সান্নিপাতিক জ্বর-বিকার প্রভৃতিতে ইহা বড়ই উপকারী।

কিন্তু উভয় ঔষধের প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চিকিৎসকগণের সুবিধার জন্য নিম্নে সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইল।

মহালক্ষ্মীবিলাস:—মহালক্ষ্মীবিলাস সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য ঔষধ। ইহা বিবিধ কফ-রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তরুণ সর্দ্দিতে ইহা বজ্রতুল্য। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হইলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে জ্বরের রোগীকে একমাত্র মহালক্ষ্মীবিলাস ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, সেই সময়ে কাহারো জ্বর হইলে বসন্তের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়াছে কিনা, তাহা না বুঝিতে পারিয়া অনেকেই রোগীকে রামবাণ বা মৃত্যুঞ্জয় রস ব্যবহার করাইয়া তাহাকে ভীষণ বিপদে ফেলে। রামবাণ বা মৃত্যুঞ্জয় রসে মিঠা-বিষ (Aconite) থাকায় বসন্তের গুটিউদ্গমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং ফলস্বরূপে অপ্রকাশিত বসন্ত-বিষ চর্ম্মদল, রক্তদল প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় পরিণত হইয়া বসন্ত রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাতিত করে।

সেই কারণে ঐ সময় জররোগী মাত্রকেই একমাত্র মহালক্ষ্মীবিলাস দ্বারাই কেবল সহপানের পার্থক্য-বিধান করিয়া নিরাময় করিতে হয়।

সহপান :– কফজ্বরে বিল্বপত্রের রস, আদার রস ও মধু; শুষ্ক কফ থাকিলে পোড়া আদার রস ও মধু। নবজ্বরে আদা, শিউলী-পাতার রস, বেলপাতার রস ও মধু। গালফুলা, গলাফুলা; কণ্ঠবেদনা, দাঁতের বেদনা, কাণের পুঁজ প্রভৃতিতে পানের রস, তুলসীপাতার রস ও মধু। শ্লেষ্মাজনিত মাথার যন্ত্রণায় পোড়া আদার রস ও মধু অথবা হরীতকী বাটা ও সৈন্ধব লবণ-সহ। কিন্তু তৎপরে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে হইবে। (এই সঙ্গে ষড়বিন্দু তৈল দুই একবার নাকে টানিলে এবং কাণে দিলে বিশেষ উপকার হয়।) বাতরোগে আদার রস বেলপাতার রস, কেশুকড়ার রস ও মধু।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস :—ইহা মহালক্ষ্মীবিলাস অপেক্ষা বড় ঔষধ। কফাশ্রিত বায়ু, বাতব্যাধি, উন্মাদ প্রভৃতি রোগে ইহা অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোককে পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থা হইতে বিচার পূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার সূতিকাক্রমণের ভয় হ্রাস পায়। যে উন্মাদ-রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষ বা স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে, যাহার নিদ্রা অধিক, যাহার মুখ চক্ষু প্রভৃতি হইতে লালা ঝরে, যে নির্জ্জনতাপ্রিয় এবং বাক্যালাপে অরুচিসম্পন্ন, তাহার পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

সহপান :—উন্মাদরোগে ব্রাহ্মীশাকের রস ও চিনি অথবা শতমূলের রস ও চিনি কিম্বা তালশাখার রস ও চিনি। বধিরতায় পোড়া আদার রস ও মধু অথবা পানের রস ও মধু। মাথাধরা,

মাথাঘোরা, কাণ ভোঁ ভোঁ করা, কাণে তালা লাগা প্রভৃতি উপসর্গে পোড়া আদার রস ও মধু অথবা পোড়া আদার রস, ব্রাহ্মীর রস ও মধু। বলবর্দ্ধনার্থে ও বৃষ্য এবং রসায়ন-ক্রিয়ায় মাখন ও চিনি অথবা পানের বোঁটার রস ও মধু। চক্ষু, কর্ণ ও দন্তরোগে আদা, পানের রস ও মধু। শিরোরোগে হরীতকী বাটা, গরম দুগ্ধ ও চিনি অথবা পোড়া আদার রস, পানের রস ও মধু। আমবাতে এরণ্ড-(রেড়ির গাছ)-মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধব লবণ। গর্ভিণীর পক্ষে পিপুলচূর্ণ ও মধু। (গর্ভাবস্থায় ধ'নে ও মৌরী ভিজান জল ও চিনিসহ গর্ভচিন্তামণি সেবনে ইহা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অধিক ফল হইয়া থাকে।) সূতিকা-জ্বরে মল কঠিন থাকিলে আদার রস, শিউলী (শেফালিকা, সিংরা, হরসিঙ্গার) পাতার রস ও মধু। সূতিকা-জ্বরে মল নরম থাকিলে মুথার রস ও মধু। (সূতিকা-জ্বরে মৃত্যুঞ্জয় রস উপরি-উক্ত সহপানে ব্যবহারেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।) বাতব্যাধিতে এবং কোষবৃদ্ধি, গোদ, কর্ণমূল হনুস্তম্ভ ও শিবামুণ্ড প্রভৃতিতে বেড়েলা মূলের ছাল বাটা ও মধু সহ অথবা পানের রস ও মধু সহ।

কনকাসব

শ্বাস, কাস ও হাঁপানির ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ফলপ্রদ মহৌষধ। (মাত্রা ও ব্যবহার-প্রণালীর জন্য এই পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দুর্ব্বল শ্বাস-রোগী ইহা সেবন-কালে চ্যবনপ্রাশ, বৃহৎ দশমূলারিষ্ট বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব ব্যবহার করিবেন। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে দুই বেলা কনকাসব এবং রাত্রিতে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট বা মহাদ্রাক্ষাসব সেব্য। কাসি বা কফের সহিত রক্তের গন্ধ পাওয়া গেলে অথবা রক্তের আভাস

দেখা গেলে নির্ব্বিচারে এক বেলা একমাত্রা "মৃত্যুঞ্জয় রসায়ন"ও সেবন করিতে হইবে।

শ্বাস-শঙ্কর

হাঁপানী, কাসি ও যাবতীয় কফরোগে অব্যর্থ

একমাত্রা সেবনেই শ্বাস, কাস ও হাঁপানী রোগে ইহার অসাধারণ শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। ইহা দ্বারা শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বক্ষঃস্থলের ভার ও আকর্ষণ-বোধ, দমা, টান, বুকবেদনা, পার্শ্ববেদনা, হাঁপানীর ফিট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উৎকট উপসর্গ দূরীভূত হয়। ইহা সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যায় এবং হাঁপানীর টান প্রশমিত করে। দুরারোগ্য শ্বাসরোগের ইহা বজ্রতুল্য মহৌষধ। যাঁহারা শ্বাস-রোগ অসাধ্য বলেন এবং বহু অর্থ-ব্যয়েও নীরোগ হন নাই, তাঁহারাও "শ্বাস-শঙ্কর" একমাত্রা ব্যবহারেই বুঝিতে পারিবেন যে, রোগ থাকিলে তাহার উপযুক্ত ঔষধ আছে কি না।

মাত্রাঃ—পাঁচ হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ফোঁটা। তদূর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য পূর্ণমাত্রা এক ফোঁটা। পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের জন্য সিকি ফোঁটা। রোগ খুব প্রবল হইলে বা কফের অত্যন্ত প্রকোপ দেখিলে দিবসে তিনবার ঐ মাত্রায় ঔষধ সেবন করা যায়। কিন্তু একবারে অধিক মাত্রায় সেবন উচিত নয়। **মাত্রা ঠিক করিবার * উপায়**ঃ—কতকটা জলে এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া সেই মিশ্রিত ঔষধের অর্দ্ধেকটা রাখিলেই

---

* কালমেঘমিশ্র, সোমবিন্দু, অশ্বগন্ধাসার, অর্করস, শ্বাস-শঙ্কর, ব্রেইনটনিক প্রভৃতি ঔষধগুলির মাত্রা এবং সহপান একপ্রকার। কিন্তু অর্করস, শ্বাসশঙ্কর ও অশ্বগন্ধা-সার ব্যতীত অন্যান্য ঔষধগুলি দুগ্ধ সহপানে সেবন চলে না, জল সহপানেই সেব্য।

অর্দ্ধমাত্রা হইল। মিশ্রিত ঔষধের সিকি পরিমাণ রাখিলেই সিকি-মাত্রা হইল। **সহপান ঃ—**প্রাতে এক আউন্স শীতল জল ও সন্ধ্যায় এক আউন্স ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। অন্যান্য সময় শীতল জলসহ ঔষধ সেব্য। কর্পূর, ফিটকিরি বা অন্য কোনও প্রকার ঔষধ-মিশ্রিত জল হইলে চলিবে না। দুগ্ধের সহিত চিনি বা মিশ্রি মিশ্রিত হইলে চলিবে না। **পুরাতন রোগে ঃ—**রোগ যাহাদের পুরাতন, তাহারা "শ্বাস-শঙ্কর" সেবনের কালে দিবসের অন্য যে কোনও সময়ে "অশ্বগন্ধাসার" একমাত্রা সেবন করিবেন। তাহাতে রোগীর ধাতু-পুষ্ট হইয়া নিরাময়-সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। শ্বাসরোগের সাথে যাহাদের শুক্রক্ষয়কর প্রমেহজাতীয় রোগের কোন উপসর্গ আছে, তাহারা "অশ্বগন্ধাসারে"র সহিতই "সোমবিন্দু" দৈনিক একমাত্রা ব্যবহার করিবেন। যাহাদের রোগ অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা প্রাতে শীতল জল সহ "শ্বাস-শঙ্কর" ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ অপরাহ্নে "অর্করস" সেবন করিবেন। **মালিশ ঃ—**বুকে বেদনা বা শ্লেষ্মার চাপ থাকিলে পুরাতন ঘৃত এক পোয়ার সহিত আদার রস অর্দ্ধ পোয়া একত্রে আগুনে ফুটাইয়া লইয়া তৎসঙ্গে অল্পাধিক এক তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিশ করা এবং তৎপরে আকন্দ পাতার সেক দেওয়া হিতকর। স্থলবিশেষে কফ দ্রুত শুকাইয়া ফেলিবার জন্য এবং তীক্ষ্ণ বেদনা দ্রুত উপশমিত করিবার জন্য "প্রসিদ্ধ মালিশ" প্রয়োগ করা যাইতে পারে। **শিশুদের রোগে ঃ—**শিশুদের কফ-কাশি রোগের সহিত প্রায়ই যকৃতের ক্রিয়া অত্যন্ত খারাপ থাকে। সেই সকল স্থানে "কালমেঘমিশ্র" একমাত্রা হইতে দুই মাত্রা করিয়া দিবসের অপর যে কোনও সময়ে সেবন করান উচিত। "কালমেঘমিশ্রের"

কোনও তিক্ত আস্বাদ নাই বলিয়া শিশুদের খাইতে ক্লেশ হয় না।

পথ্যাপথ্য :—রুচিকর, বলবৰ্দ্ধক, সহজ-পাচ্য আহারীয় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কখনও অত্যধিক পরিমাণে আহার উচিত নহে। তিক্ত, কষায়, ঝাল ও সাধারণ কফনাশক দ্রব্য, গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ, গব্যঘৃত ও ছাগঘৃত, আমিষাহারে অভ্যাস থাকিলে অত্যধিক-মশলা-বর্জ্জিত মাংসের যূষ, পুরাতন চাউলের ভাত, বেগুন, কচি মূলা, কোষ্ঠ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখার উপযোগী সহ্যমত পেঁপে, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, আনারস প্রভৃতি টাট্‌কা ফল, সহ্যমত শারীরিক শ্রম, নির্ম্মল বায়ু সেবন, সর্ব্বপ্রকার সদাচার এবং সম্ভব মত ব্রহ্মচর্য্য পালন হিতকর। কফের শুষ্কতা প্রশমনের জন্য পুরাতন তেঁতুলের টক্‌ হিতকর। তেঁতুল যত পুরাতন হইবে, ততই উপকার বেশী হইবে। দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, দীর্ঘ-পথ-পর্য্যটন, অম্ল, দধি প্রভৃতি কফবৰ্দ্ধক খাদ্যগ্রহণ, শুষ্কমৎস্য ও অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, শক্তির অতীত পরিশ্রম ও ইন্দ্রিয়-পরিচালনাদি বৰ্জ্জনীয়। সম্ভব হইলে তামাক খাইবার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত, একান্ত না পারিলে মাত্রা কমান উচিত। স্নানে সহ্যমত শীতল বা উষ্ণজল বিধেয়।

অর্করস

শ্বাস, কাস ও হাঁপানী রোগ অত্যন্ত পুরাতন হইলে দিনে একবার বা দুইবার "শ্বাস-শঙ্কর" সেবনের কালে একবেলা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ একমাত্রা অর্করস সেবন বিশেষ হিতকর। মাত্রা, ব্যবহার-বিধি ও পথ্যাদি "শ্বাস-শঙ্করের" ন্যায়।

মহাদ্রাক্ষাসব ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্রেষ্ঠ ও মহোপকারী রসায়ন। সুস্থ ও অসুস্থ সর্ব্বাবস্থায় সেবনীয়। ইহা বলকারক, রক্তপরিষ্কারক, রক্তপিত্ত-নাশক, শ্লেষ্মা ও কাস-নাশক। কাসরোগজাত কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ইহার তুল্য ঔষধ নাই। অতিশ্রম-জনিত, দুর্ব্বলতা-জনিত অথবা অজ্ঞাত-কারণ-জাত কোষ্ঠকাঠিন্যেও ইহা অমোঘ। ইহা সেবনের কিছুকাল পরে সমগ্র শরীরে উত্তেজনাহীন প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত প্রীতিপ্রদ আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে। শিশুদের কৃশতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ইহার একমাত্রা লইয়া ৫ বা ১০ ফোঁটা কড্‌লিভার অয়েলের সহিত মিশাইয়া সেবনে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। রক্তপিত্ত-রোগীর প্রয়োজন না থাকিলেও ইহার এক মাত্রা দৈনিক সেবনে পরোক্ষ উপকার হয়।

মাত্রা :—সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দেখুন। শীতল জল সহ দৈনিক দুই মাত্রা আহারের পরে সেব্য। "মকরধ্বজ" সহ সেবন করিলে প্রাতে জলযোগান্তে সেব্য। শ্বাস, কাস ও হাঁপানীর রোগীগণ দৈনিক ইহা দুই মাত্রা সেবনের সহিত একমাত্রা "শ্বাস-শঙ্কর" অথবা "কনকাসব" সেবন করিবেন। দ্রুত বল-বর্দ্ধনের জন্য একবেলা বৃহৎ-দশমূলারিষ্ট অথবা অশ্বগন্ধাসব এবং দুইবেলা ইহা সেব্য। যখন তখন শরীরের অবসাদ দূর করিবার প্রয়োজন হইলে একান্ত আবশ্যক-স্থলে দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার চলে। পথ্যাদি পুষ্টিকর, সহজ-পাচ্য ও পরিমিত হইবে।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব ও বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট

রোগান্তিক দুর্ব্বলতা অথবা স্বাভাবিক বলহীনতা দূর করিয়া সর্ব্ব-

প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবসাদের মূলোচ্ছেদ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। বাল্যকালীন অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বা যৌবনসুলভ চপলতা-হেতু সর্ব্বপ্রকার স্নায়ু ও মস্তিষ্কগত দৌর্ব্বল্য অপসারণ করিয়া শুক্রের প্রগাঢ়ত্ব, ধারণা-শক্তির বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তির পুনর্জ্জাগরণ, যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তি ও স্বচ্ছন্দতার পুনরানয়ন সাধন করিতে এবং অল্পশ্রমে কাতরতা, অকারণ অবসাদ, দেহ ও মনের নিজ্জীবতা বিদূরিত করিয়া নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করতঃ কান্তি, পুষ্টি, মেধা ও লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে ইহার তুল্য মহৌষধ অল্পই আছে। ক্ষীণ পেশীসমূহ এবং সমগ্র স্নায়ু-মণ্ডলকে দ্রুত সবল করিতে ইহা অদ্বিতীয় শক্তিশালী।

অধিকাংশ উন্মাদরোগই অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হইতে জন্মিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা এই ঔষধকে বায়ুরোগাধিকারেও প্রয়োগ করিয়াছেন।

রোগান্তিক, প্রসবান্তিক বা স্বাভাবিক যে-কোনও দুর্ব্বলতায় দৈনিক তিনবার, পরে দৈনিক দুইবার করিয়া সেব্য। অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়-জনিত বা বহুপ্রসবজনিত দুর্ব্বলতায় এই ঔষধ দৈনিক দুই বেলা দুই মাত্রা এবং আহারের পরে কস্তূরীঘটিত "বৃহৎ দশমূলারিষ্ট" একমাত্রা এবং সম্ভব হইলে অপরাহ্ণে একমাত্রা "যোগেন্দ্ররস" সেব্য। শ্বাস, কাস ও হাঁপানী জনিত দুর্ব্বলতায় ইহা সেবনকালে "মহাদ্রাক্ষাসব" বা "মহাদ্রাক্ষারিষ্ট" রাত্রিতে আহারের পরে একমাত্রা সেবন হিতকর। জরায়ুর দুর্ব্বলতা জনিত অবসাদে এই ঔষধ দৈনিক দুই মাত্রা সেবনের সহিত একমাত্রা "অশোকাসব' বা "অশোকারিষ্ট" সেবন বিধেয়। স্ত্রীলোকদের শ্বেতস্রাব-জনিত দুর্ব্বলতায় এই ঔষধ দৈনিক দুইমাত্রা এবং "পত্রাঙ্গাসব" এক মাত্রা সেব্য। পুরুষের প্রমেহ বা

ধাতুস্রাব সহকৃত দুর্ব্বলতায় এই ঔষধ দৈনিক দুই মাত্রা এবং "বিন্দুবন্ধু" বা "চন্দনাসব" এক মাত্রা অবশ্যই সেব্য। মাত্রা সম্পর্কে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পথ্যাদি পুষ্টিকর, লঘুপাক ও পরিমিত হইবে।

অষ্টবর্গ ও মৃগনাভিযুক্ত বৃহৎ দশমূলারিষ্ট

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বলপুষ্টিকর-শুক্রবর্দ্ধক মহৌষধ সমূহের মধ্যে ইহার স্থান অতীব উচ্চে। সঠিক শাস্ত্রানুযায়ী তৈরী করিতে হইলে ইহাতে মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক ও ঋষভক এই অষ্টবর্গ এবং কস্তুরী দিতে হয়। নতুবা ইহা কিছুতেই পূর্ণফলপ্রদ হইতে পারে না। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত বাতব্যাধি বা সার্ব্বাঙ্গিক অপটুতা, মাংস-মেদ-মজ্জা-রস-রক্তাদির ক্ষয়, যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা, যকৃতের ক্রিয়াবৈগুণ্য জনিত পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বরোগে ইহা অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। প্লুরিসি বা ফুসফুসের প্রদাহ রোগের উপশমান্তে ইহা তিন মাস নিয়মিত সেবনে নবযৌবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা সেবনে কৃশতা দূর হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং বন্ধ্যা নারীগণও পুত্রবতী হন। সন্তান প্রসবের পরে এবং সূতিকারোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের পক্ষে এই ঔষধ অতুলনীয়। এই সব ক্ষেত্রে মদ্যজাতীয় ঔষধ সমূহ সেবন না করাইয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে ফল অধিকতর স্থায়ী হইবে।

প্লুরিসি বা যক্ষ্মা বা তৎসদৃশ রোগজনিত দুর্ব্বলতায় প্রথমতঃ দৈনিক তিনবার পরে দৈনিক দুইবার করিয়া সেব্য। ধাতুক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায় এই ঔষধ দৈনিক দুই মাত্রা দুই বেলা সেব্য ও আহারের পরে

"মহাদ্রাক্ষারিষ্ট" একমাত্রা সেব্য। বাতব্যাধি সম্পর্কিত দুর্ব্বলতায় একবেলা বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত এবং একবেলা বৃহৎ দশমূলারিষ্ট সেব্য। যাঁহারা বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করেন, তাঁহারা বিনা প্রয়োজনেও যদি দৈনিক একমাত্রা "বৃহৎদশমূলারিষ্ট" সেবন করেন, তাহা হইলে ছাগলাদ্য ঘৃত দ্রুত জীর্ণ হইয়া যাইবে। শ্বাস, কাস ও হাঁপানী জনিত দুর্ব্বলতায় "শ্বাস-শঙ্কর" অথবা "কনকাসব" এক বেলা সেবন করিয়া অপর সময়ে এই ঔষধ এক মাত্রা সেব্য। কোনও রোগাদি ব্যতীত শুধু বলবর্দ্ধনের জন্য দৈনিক দুই মাত্রা "দশমূলারিষ্ট" ও এক মাত্রা "বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব" বা "বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট" স্ত্রীলোকদের সূতিকাজনিত শরীরের শুষ্কতায় একবেলা ক্ষীরকাণ্ডারিষ্ট এবং অপর বেলা বৃহৎ দশমূলারিষ্ট সেব্য। সার্ব্বাঙ্গিক অতি সাংঘাতিক দুর্ব্বলতায় একবেলা বৃহৎ বাতচিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস এবং অপর বেলা বৃহৎ দশমূলারিষ্ট সেব্য। জরায়ুর দুর্ব্বলতা জনিত স্বাস্থ্যহানিতে একবেলা অশোকাসব বা অশোকারিষ্ট, একবেলা চন্দ্রাংশু রস ও একবেলা বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট সেব্য। ঔষধ সেবনকালে ব্রহ্মচর্য্য পালনে দ্রুত ফল বোধগম্য হইবে।

মাত্রা সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দেখুন। ঔষধ শীতল জল সহ জলযোগান্তে বা আহারান্তে সেব্য। পথ্যাদি পুষ্টিকর, লঘুপাক ও পরিমিত হইবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত

নপুংসক ছাগের মাংস, ষট্‌বর্গ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য প্রায় সত্তর প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত এই দুর্লভ মহৌষধ মানবের মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহা বাতব্যাধিতে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই

ঔষধ সেবনে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী এবং আরো বহুবিধ বাতজ ও পিত্তজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিরা যদি ইহা নিয়মিত সেবন করেন, তবে পূর্ণ যৌবন লাভে সমর্থ হইবেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুর্লভ ঔষধ সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম।

মাত্রা—।।০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা, প্রাতে অর্দ্ধ পোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ।

মন্মথাভ্র রস

এই ঔষধ বাজীকরণের * নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। যাহাদের বীর্য্য অতিশয় ক্ষীণ ও তরল, বীর্য্য-ধারণের ক্ষমতা যাহাদের লোপ পাইয়াছে এবং যাহাদের ইন্দ্রিয়ের উত্থানশক্তির স্বল্পতা জন্মিয়াছে, তাহারা এই বটিকা সেবনে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে। ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা অতীব ফলপ্রদ। কিন্তু রোগ অত্যন্ত কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধ মকরধ্বজ, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রভৃতিও সেব্য।

সাধারণ ব্যবহার বিধি :—এক ছটাক পরিমাণ ছাগদুগ্ধ সহ প্রাতে এক বটিকা সেব্য। ছাগদুগ্ধ অভাবে গোদুগ্ধ গ্রহণীয়। ইহা শীত ও গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে।

সহপান-বিধি :—ধাতুদৌর্ব্বল্যে শিমূলমূলচূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনি অথবা কাঁচা আমলকীর রস ও মধু অথবা অশ্বগন্ধা মূল চূর্ণ, গরম দুগ্ধ ও চিনি।

---

* প্রসিদ্ধি আছে, অশ্বের রমণশক্তি অত্যধিক। এই কারণে পুরুষোচিত ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য-বর্দ্ধক ঔষধ সমূহকে "বাজীকরণ" বলিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গে কাঁচা তুলসীর মূল বাটিয়া (বা চন্দনের ন্যায় পেষণ করিয়া) মধু অথবা মাখন-মিশ্রি বা অশ্বগন্ধা চূর্ণ, গরম দুগ্ধ ও চিনি। তৎপরে ১ ছটাক গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

মদনানন্দ মোদক

দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য লঙ্কাধিপতি রাবণকে এই মহৌষধ দান করিয়াছিলেন। ইহা সেবনে বীর্য্যহীন, ক্লীব-প্রায় ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তিও নবযৌবন, বল, বর্ণ, কান্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিবে। ধ্বজভঙ্গাক্রান্ত ব্যক্তি ইহা সেবনে তরুণ-সদৃশ বলবীর্য্যের অধিকারী হয়। ইহা রতিশক্তি-বর্দ্ধক মহৌষধাবলীর অন্যতম। ইহা উত্তেজক হইলেও বীর্য্যস্তম্ভনকারী। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও বহুমূত্র রোগও প্রশমিত হয়। ইহা নিয়মিত সেবনে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, সূতিকা রোগ প্রশমিত হয়, মৃতবৎসা ও নষ্টার্ত্তব দূরীভূত হয়। ইহা রমণীরঞ্জনের মহৌষধ।

ব্যবহার-বিধি :—ধ্বজভঙ্গে সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা পরিমিত মদনানন্দ মোদক মধু সহ সেব্য। পরে গরম দুধ চিনি সহ পান করিতে হইবে। ইহা সেবনের দুই ঘণ্টা পরে রাত্রের আহার করা সঙ্গত। অজীর্ণে, বন্ধ্যাত্বে, মৃতবৎসায়; নষ্টার্ত্তবে সন্ধ্যায় সিকিতোলা উক্ত ভাবে সেব্য। শাস্ত্রে অপস্মারেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে অপস্মার রোগে কোনও চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করেন না।

মন্মথাভ্র রস ও মদনানন্দ মোদকের পার্থক্য :—মদনানন্দ মোদক অতিশয় আগ্নেয়। এই কারণে

পরিপাক-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা যে যে ধ্বজভঙ্গ রোগীর রহিয়াছে, উহাদের পক্ষে মদনানন্দ মোদক অধিকতর ফলদায়ক। ইহা অতিশয় ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। মন্মথাভ্র রস হইতে মদনানন্দ মোদক অধিকতর উত্তেজক। সেই জন্য ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যের রোগী প্রাতে এক মাত্রা মন্মথাভ্র এবং সন্ধ্যায় মদনানন্দ সেবন করিলে দ্রুত নিরাময় হইবেন। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-বর্দ্ধক ঔষধসমূহের একটা মহৎ দোষ এই দেখা যায় যে, উহারা উত্তেজনা বর্দ্ধন করিতে করিতে শুক্রের ক্ষয় ঘটাইয়া দেয়, কিন্তু মদনানন্দ মোদকের একটা বিশেষ গুণ এই যে, একদিকে ইহা যেমন উত্তেজনা বর্দ্ধন করে, অপরদিকে উত্তেজনা সত্ত্বেও বীর্য্যক্ষয়কে তেমন প্রতিরোধ করে।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ

ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, কামোদ্রেকবিহীনতা ও ধ্বজভঙ্গের অতি শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। বীর্য্যস্তম্ভক রূপে ইহার অত্যন্ত খ্যাতি। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ এবং মন্মথাভ্ররসের ব্যবহারের পার্থক্য নিম্নে লিখিত হইল।

মন্মথাভ্র রস ও বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজের পার্থক্য :—বাজীকরণের জন্য মন্মথাভ্র বারো মাস সেবন চলে, বৃহৎ চন্দ্রোদয় একমাত্র শীত-ঋতুতেই প্রশস্ত। তবে পেটের পীড়ায় দুর্ব্বলতা নাশ করিতে অর্দ্ধ মাত্রাতে বৃহৎ চন্দ্রোদয়ের ব্যবহার যে কোন ঋতুতে চল আছে, কেননা ইহা পাচক ও ধারক। মন্মথাভ্ররস অপেক্ষা বৃহৎ-চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ উষ্ণতর-বীর্য্য।

সহপান :—পানের রস ও মিশ্রি।

মৃগনাভি-ঘটিত শ্রীগোপাল তৈল

এই তৈল প্রস্তুত করিতে কস্তূরী প্রয়োজন হয়। স্থানিক প্রয়োগে দুর্ব্বল জননাঙ্গের স্নায়ুসমূহ পুষ্ট ও কর্ম্মক্ষম হয়। এই তৈল নিয়মিত ভাবে সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে দুর্ব্বল অঙ্গ-সমূহ সবল হয় এবং মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে মালিশের তেজ সহ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কোনও কোনও যুবক ব্যক্তি কামোত্তেজনায় একেবারে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং একমাত্র জননাঙ্গে এবং তন্নিকটবর্ত্তী অঙ্গ সমূহেই ইহা মালিশ করা সঙ্গত। মৃগনাভিবর্জ্জিত শ্রীগোপাল তৈল অনেকাংশে হীনগুণ হয়।

চন্দনাসব

মেহ-প্রমেহ অধিকারে ইহা অতীব উত্তম ঔষধ। ইহার গুণাগুণ প্রায় "বিন্দুবন্ধু"র অনুরূপ বলিয়া এই স্থানে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হইল না।

"চন্দনাসব" অপেক্ষাও "বিন্দুবন্ধু" বহুগুণে অধিকতর ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিন্দু-বন্ধু

মেহ, প্রমেহ, শুক্রমেহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধাতু-ক্ষয়কারক রোগের নির্ম্মূলতা-বিধায়ক মহৌষধ। ইহা চন্দনাসবের অপেক্ষাও বহু গুণে উৎকৃষ্ট ঔষধ। সংবেগ-মেহ (অর্থাৎ দুশ্চিন্তা বা উগ্র চিন্তা হইলেই যে ধাতুক্ষয়ের সম্ভাবনা হয়, তাহা) নিবারণ করিয়া ইহা জননেন্দ্রিয়ের

সম্পর্কিত সকল শিরা ও উপশিরা সমূহকে সবল ও শক্তিশালী করে। ইহা শুক্রাধারকে স্নিগ্ধ করতঃ অকারণ-শুক্রক্ষয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে। মূত্র-ত্যাগকালীন ও মলকুন্থন-কালীন ধাতুক্ষয়, অতিশ্রম-হেতু শুক্রনাশ, প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, মূত্রাল্পতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব-ত্যাগ, অতিমূত্র প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত করিয়া ইহা শুক্রকে নির্ম্মল ও প্রগাঢ় করে। স্বপ্নস্খলন ও সর্ব্বপ্রকার নিদ্রাবিকারে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। স্ত্রী-পুরুষ সকল রোগীরই ইহা উপযোগী।

শীতল জল সহ দৈনিক দুইবার সেব্য। মাত্রা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত দুই ড্রাম, তদূর্দ্ধ বয়সে অর্দ্ধ আউন্স ঔষধ আহারান্তে সেব্য। মেহরোগ-জনিত কোষ্ঠবদ্ধতায় দৈনিক দুইবার "বিন্দুবন্ধু" সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে আহারের পরে একমাত্রা "মহাদ্রাক্ষাসব" বা "মহাদ্রাক্ষারিষ্ট" ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে দৈনিক দুই মাত্রা "বিন্দু-বন্ধু" সেবনের সঙ্গে সঙ্গে "বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব" বা "অশ্বগন্ধারিষ্ট" এক মাত্রা ; অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হেতু যক্ষ্মা, প্লুরিসি প্রভৃতির সম্ভাবনা দেখিলে অথবা অতিরিক্ত মাংসক্ষয় ঘটিলে বা দ্রুত ওজন কমিয়া যাইতে থাকিলে দৈনিক দুই মাত্রা "বিন্দু-বন্ধু" সেবনের সঙ্গে সঙ্গে "কস্তূরীঘটিত বৃহৎ দশমূলারিষ্ট" এক মাত্রা ; মেহরোগের সহিত রক্তদুষ্টি বা রক্তাল্পতা থাকিলে এই ঔষধের ব্যবহার-কালে দৈনিক এক মাত্রা করিয়া "অযাচক-সালসা" অথবা সারিবাদ্যাসব ব্যবহার্য্য। মূত্রপথে রক্ত বা পূঁয নির্গমন প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক সারিবাদ্যাসব বা অযাচক-সালসা সহপানে একমাত্রা করিয়া মাণিক্য-রস সেব্য। হাতে, পায়ে, মুখে শোথ থাকিলে এই ঔষধ সেবন কালে দৈনিক এক মাত্রা করিয়া পুনর্ণবাসব অথবা পুনর্ণবাসব-সহপানে নবায়স-লৌহ সেব্য। হৃৎকম্পন

প্রভৃতি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্য থাকিলে এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু পার্থাদ্যাসব অথবা পার্থাদ্যাসব-সহপানে মকরধ্বজ কিম্বা পার্থাদ্যাসব-সহপানে যোগেন্দ্র-রস দৈনিক এক মাত্রা করিয়া সেব্য। এক মাত্রা "বিন্দুবন্ধু"কে সহপান করিয়া "যোগেন্দ্র রস" সেবন করিলে বহুমূত্র-সংযুক্ত বা হৃদ্রোগ-সংযুক্ত মেহ-প্রমেহ আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হয়। ধাতুদৌর্ব্বল্য বা ধ্বজভঙ্গের অনুরূপ অবস্থা সহকৃত মেহ-প্রমেহে একমাত্রা "বিন্দুবন্ধু"কে সহপান করিয়া "বৃহৎপূর্ণচন্দ্র রস" সেব্য। অতিরিক্ত মূত্রাধিক্য বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়ে দাহ প্রভৃতি সহকৃত মেহ-প্রমেহে "বিন্দু-বন্ধু" সহপানে "বৃহদ্ বঙ্গেশ্বর" সেব্য। পূঁয এবং রক্তনির্গম সহকৃত মেহ-প্রমেহে "বিন্দুবন্ধু" সহপানে একমাত্রা "মাণিক্য-রস" সেব্য। চিকিৎসাকালে সংযত জীবন যাপনে দ্রুত ফল উপলব্ধ হইবে এবং ফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

বৃহদ্-বঙ্গেশ্বর ও বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস

প্রমেহ রোগাধিকারে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা এই দুইটী ঔষধের অত্যধিক ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ এই দুইটীই অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। কিন্তু ঔষধ দুইটীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

বৃহদ্-বঙ্গেশ্বর ঃ—ইহা বিংশ প্রকার প্রমেহ, ধাতুক্ষয়, মূত্রাধিক্য, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাশয়ে দাহ, শর্করা-নির্গমন, ধাতুগত জ্বর বা প্রস্রাবের সহিত রক্তনির্গমন প্রভৃতি তরুণ ও প্রাচীন সর্ব্বপ্রকার প্রমেহে এবং প্রমেহ-জনিত সর্ব্বপ্রকার সরল বা জটিল অবস্থায় নির্ব্বিচারে প্রয়োগের যোগ্য উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সহপান :—শুলঞ্চের রস, কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু। অথবা শ্বেতচন্দন ঘসা, কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু। প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণায় অড়হর পাতার রস ২ তোলা এবং অর্দ্ধতোলা চিনি সহ। অতিরিক্ত জ্বালা থাকিলে এবং সর্ব্বদা কাপড়ে দাগ ধরিলে আকনাদি (দৈকুল) পাতা, কেশুর্ত্তা (কালিকেশুযে বা কেশুযে), শুলঞ্চ এবং কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু সহ। প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব হইলে গাব থেঁতো করিয়া চারি পাঁচ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া সেই জল ও মধু সহ। বহুমূত্রে তেলাকুচা পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু সহ। মূত্রকৃচ্ছ্রতায় সোরা ভিজান জল ও মধু অথবা গোক্ষুর ভিজান জল ও মধু সহ সেব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস :—রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকারে এই ঔষধটীর প্রধান প্রয়োগ। ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমদোষ, আমবাত, অম্লশূল, হৃদশূল, নানাবিধ বায়ুরোগ এমন কি ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত বিনাশ করে। বৃহদ্-বঙ্গেশ্বর প্রমেহের সরল ও কঠিন সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ নিবারণ করে। আর বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস শরীরস্থ সপ্তধাতুর পরিপোষণ ও ক্ষয়-নিবারণ করিয়া উক্ত রোগের মূল উৎখাত করে। ইহাদের ব্যবহারের প্রধান পার্থক্য এই স্থানে। বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র প্রভৃতি মূল্যবান্ উপাদানে প্রস্তুত হয়। ইহা সেবনে লোক মেধাবী, হৃষ্টপুষ্ট, বলবীর্য্যবান্ ও শক্তিশালী হয়।

সহপান :—দুই তোলা ভৃঙ্গরাজের রস ও ৩০ ফোঁটা মধু সহ সেব্য; অথবা কাঁচা আমলকীর রস ও মধু, অভাবে শুষ্ক আমলকী-ভিজান জল ও মধু সহ সেব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ত্রিফলা-ভিজান জল ও মধু সহ।

বসন্ত-কুসুমাকর রস

সর্ব্বপ্রকার ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ধাতুশোষ, ধাতুক্ষয়-নিবন্ধন স্নায়বিক নিদারুণ দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, প্রস্রাবের সহিত শর্করা ও শুক্রাদির ক্ষরণ অতিদ্রুত নিবারণ করে। মূত্রাতিসার, সোমরোগ ও প্রমেহের যত ঔষধ আছে, বসন্তকুসুমাকর রস তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, মুক্তা প্রভৃতি ব্যতীতও বসন্তকালীন বনফুল সমূহের রস ইহাতে লাগে। এজন্য সকল সময়ে ইহা পাওয়া যায় না। রোগের পুরাতন ও জটিল অবস্থায় ইহা ব্যবহার্য্য, তরুণ রোগে নহে।

সহপান :—বহুমূত্রে তেলাকুচা-পাতার রস ও মধু অথবা তেলাকুচা-মূল চূর্ণ ও মধু অথবা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু অথবা জামবীজ চূর্ণ ও মধু। ধাতু-দৌর্ব্বল্যে অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু।

সারিবাদ্যাসব ও সারিবাদ্যরিষ্ট

পিত্তবিকৃতি-জনিত সর্ব্বপ্রকার মাংসগত ও চর্ম্মগত রোগের ইহা পৃথিবী-বিখ্যাত মহৌষধ। দূষিত রক্তকে পরিস্কৃত করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ অতি অল্পই আছে। প্রমেহ, প্রদর, রসবাত, আমবাত, গেঁটেবাত, বাতরক্ত, উপদংশ, পারদ-বিকৃতি, গণোরিয়া, শীতপিত্ত, পাচড়া, কণ্ডু প্রভৃতিতে অব্যর্থ-ফলপ্রদ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি সকল ঋতুতে সেবন চলে। ইহা অন্য রোগজনিত রক্তাল্পতা ও রক্তহীনতা দূরীভূত করে এবং নূতন রক্তকণিকাসমূহ উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকের শ্বেতপ্রদরে দৈনিক দুই মাত্রা "পত্রাঙ্গাসব" ও এক মাত্রা এই ঔষধ আশ্চর্য্য ফলদায়ক। শীতল জলসহ দৈনিক দুইবার সেব্য। মাত্রা

সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাতরক্ত রোগে প্রাতের ঔষধ একমাত্রা "মাণিক্যরস" সহ খলে মাড়িয়া সেব্য। শ্বেতপ্রদরে দৈনিক এক মাত্রা সারিবাদ্যাসব ও একমাত্রা "পত্রাঙ্গাসব" সেব্য। কাসসহকৃত রক্তদুষ্টিতে দুই মাত্রা সারিবাদ্যাসব ও একমাত্রা "বৃহৎ-দশমূলারিষ্ট" অথবা "বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব" কিম্বা 'বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট' "অযাচক সালসা" দৈনিক সেব্য। কেন না, যে-কোনও কাস বা কাসো-পসর্গ সাধারণতঃ ধাতু-দৌর্ব্বল্য বা নিদারুণ ধাতু-ক্ষয়েরই প্রত্যক্ষ বা গৌণ ফল মাত্র। রক্তপ্রদর রোগীর রক্তদুষ্টিতে একমাত্রা "অশোকাসব" বা "অশোকারিষ্ট" ও এক মাত্রা "সারিবাদ্যাসব" দৈনিক সেব্য। যে সকল খাদ্যদ্বারা রক্ত অপরিষ্কৃত হয়, সেই সকল খাদ্য বর্জ্জনীয়।

অযাচক সালসা

ইহা সকল সালসার রাজা। সারিবাদ্যাসব এবং সারিবাদ্যরিষ্টের চতুর্গুণ ফলপ্রদ। মাত্রা ও ব্যবহার-প্রণালী সারিবাদ্যাসবের ন্যায়। অন্য রোগের সহিত সমন্বয়ে জটিল অবস্থা আসিলে একবেলা বা দুই বেলা "অযাচক সালসা" সেবনের সময়োগে অপর একবেলা সেই সেই ঔষধই এক মাত্রা করিয়া সেব্য, যেই সকল ঔষধের সম ব্যবস্থা সারিবাদ্যাসব সম্পর্কে লেখা হইল।

ইহা সেবনে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, কাউর, বিখাউজ, বাতরক্ত, মুখের ঘা, কণ্ঠনালীর ঘা, বিষাক্ত ঘা, গরমী বা উপদংশ এবং পারদ সেবন-জনিত নানা প্রকার ক্ষত ও রক্তদুষ্টি অব্যর্থ ভাবে নিরাময় হয়।

সর্ব্বপ্রকার বাত-বেদনা, গেঁটেবাত, মেহ ও উপদংশ জনিত বিবিধ বাত-বেদনায় আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। বিষাক্ত মেহ বা গণোরিয়াজনিত বাত নষ্ট করিয়া রোগারোগ্য করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ।

পিত্তের সহিত রক্তের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোনও কারণে পিত্ত দূষিত হইলে রক্তকে অতি শীঘ্র দূষিত করিয়া ফেলে, সুতরাং পিত্তকে প্রশমিত রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সালসার দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হইয়া শরীরে-জ্বালা, শরীরে-তাপবোধ, হাত-পা জ্বালা নিবারণ হয় এবং যকৃতের (লিভারের) ক্রিয়ার স্বাভাবিকত্ব সম্পাদিত হইয়া মুখের দুর্গন্ধ, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য শীঘ্র দূরীভূত হয়।

রক্ত-পরিষ্কারক' বলকারক, কান্তিবর্দ্ধক ঔষধের মধ্যে ইহার তুল্য শক্তিশালী মহৌষধ অতি অল্পই আছে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে ইহা বীর্য্য-ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নিত্য নূতন রক্ত-কণা সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘায়ু ও বজ্রদৃঢ় স্বাস্থ্য প্রদান করে।

ইহা সেবনে শরীর হইতে দূষিত পদার্থ ও বীজাণু সমূহ মল, মূত্র এবং ঘর্ম্মসহযোগে বহির্গত হইয়া যায় এবং শরীরের যন্ত্রসমূহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম করে। পরন্তু শরীরগত দূষিত পদার্থ এবং বীজাণু সমূহ বিধ্বস্ত ও বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষুধা, পরিপাক-শক্তি এবং জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে।

"অযাচক সালসা" সেবনে স্ত্রীলোকের রক্তদুষ্টি, শ্বেতপ্রদর ও রক্ত-প্রদরে রক্তশোধন করিয়া রোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য করে। ইহা অতি নির্দ্দোষ ঔষধ। সুতরাং শিশু, বালক, স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই সকল সময়ে সকল অবস্থাতে এবং সকল ঋতুতে ইহা পরম উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা

ইহা ক্রমান্বয়ে তিনশিশি সেবন করিলে নূতন কান্তি ফুটিয়া উঠিবে। এবং প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে কেহ একাদিক্রমে ধারাবাহিক নিয়মে বারো শিশি সেবন করিলে তাহার নবজীবন এবং নবযৌবন লাভ অবধারিত।

রক্ত-দুষ্টি রোগীর রোগ ও তাহার লক্ষণ	দৈনিক এক মাত্রা বা দুই মাত্রা সেব্য	অপর বেলা এক মাত্রা সেব্য
যকৃতের প্রাধান্যে	অযাচক সালসা	রোহিতকাসব বা রোহিতকারিষ্ট
প্লীহা-বর্দ্ধনে	অযাচক সালসা	চিত্রভানু ও রোহিতকাসব
স্বরভঙ্গ ও স্মৃতিশক্তি হ্রাসে	অযাচক সালসা	সারস্বতাসব বা ব্রাহ্মীঘৃত
শ্বাস, কাস ও হাঁপানীতে	অযাচক সালসা	শ্বাসশঙ্কর বা কনকাসব
কাসি-প্রবণতায় ও দুর্ব্বলতায়	অযাচক সালসা	অশ্বগন্ধাসব, অশ্বগন্ধারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট বা চ্যবনপ্রাশ
অল্পশ্রমে দুর্ব্বলতায়	অযাচক সালসা	যোগেন্দ্র রস
বায়ুজনিত দুর্ব্বলতায়	অযাচক সালসা	বৃহৎ বাতচিন্তামণি
নিদারুণ শুক্রস্রাবে	অযাচক সালসা	বিন্দুবন্ধু সহপানে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর
হৃদ্রোগে	অযাচক সালসা	পার্থাদ্যাসব বা পার্থাদ্যারিষ্ট
শ্বেতপ্রদরে	অযাচক সালসা	পত্রাঙ্গাসব

রক্তদুষ্টি রোগীর রোগ ও তাহার লক্ষণ	দৈনিক এক মাত্রা বা দুই মাত্রা সেব্য	অপর বেলা একমাত্রা সেব্য
রক্তপ্রদরে	অযাচক সালসা	অশোকাসব, অশোকারিষ্ট
জরায়ুর যে-কোনও প্রকার দুর্ব্বলতায়	অযাচক সালসা	চন্দ্রাংশু রস
সূতিকা ও প্রসবান্তিক দুর্ব্বলতায়	অযাচক সালসা	দশমূলারিষ্ট, জীরকাদ্যারিষ্ট
বন্ধ্যাত্বে ও গর্ভগ্রহণের অক্ষমতায়	অযাচক সালসা	মদনানন্দ মোদক
জ্বর, জীর্ণজ্বর, জ্বরপ্রবণতা জ্বরজনিত রক্তদুষ্টি প্রভৃতিতে	অযাচক সালসা	অমৃতাসব, অমৃতারিষ্ট
শোথ, বেরিবেরি, পাণ্ডু ও কামলায়	অযাচক সালসা	পুনর্নবাসব সহপানে নবায়স লৌহ
পাণ্ডু ও কামলা	অযাচক সালসা	পর্ণপত্রী ও শূলশঙ্কর
শূল, অজীর্ণ, অগ্নি-মান্দ্য, যকৃৎ-বিকৃতিতে	অযাচক সালসা	শূলশঙ্কর
আমাশয়-জনিত উৎপাতে	অযাচক সালসা	কুটজারিষ্ট
রক্তদুষ্টির নিদারুণ অবস্থায় ও বাতরক্তে	মাণিক্য রস সহপানে অযাচক সালসা	পঞ্চতিক্ত-ঘৃতগুগ্গুলু

মাণিক্য রস

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ "মাণিক্য রস" ঔষধটীকে সর্ব্বপ্রকার গণোরিয়া ও উপদংশ (গরমী) রোগে নির্ব্বিচারে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অসংখ্য রোগীতে ইহার সুফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কিন্তু এই দুই রোগ অবৈধ সহবাসাদির ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া রক্ত এবং পুঁয পরীক্ষা করিয়া গণোরিয়া ও সিফিলিসের বীজাণুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে ইন্‌জেক্‌শান্ চিকিৎসার দ্বারা সেই বীজাণুর অগ্রে ধ্বংস করিয়া লওয়া উচিত। তৎপরে মাণিক্যরস অযাচক সালসার সহিত বা সারিবাদ্যরিষ্ট বা সারিবাদ্যাসবের সহিত খলে উত্তমরূপে মাড়িয়া দৈনিক এক কিম্বা দুইমাত্রা সেবন করিলে অবশিষ্ট দোষ সমূহ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। দুশ্চরিত্র অথবা গণোরিয়া বা সিফিলিসের বিষে আক্রান্ত পুরুষ বা নারীর সহিত সহবাসের ফলে যে ঔপসার্গিক বীজাণুঘটিত কুৎসিৎ ব্যাধি জন্মে, তাহার বিষ এলোপ্যাথিক ইন্‌জেক্‌শানের দ্বারা দূর করিয়া আগে লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে এই ঔষধ সেবনে দ্রুত রোগ নিরাময়ে সাহায্য হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে উপদংশ-বিষ, উপদংশ-জাত পীড়কা ও ব্রণ, উপদংশজাত ক্ষত, গণোরিয়া জাত যন্ত্রণাদায়ক স্রাব, মূত্রনালীর ঘা প্রভৃতি নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি গলিত কুষ্ঠ রোগীও এই ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার পাইয়া থাকেন।

সহপান :—অযাচক সালসা বা সারিবাদ্যরিষ্ট বা সারিবাদ্যাসব, অথবা হরিদ্রার রস ও মধু, অথবা যে কোনও প্রমেহনাশক বা রক্ত-পরিষ্কারক ভেষজ ও মিশ্রি। মাত্রা দুই রতি।

হরিদ্রাখণ্ড

পিত্তবিকৃতিজনিত যাবতীয় উপসর্গ, যথা শীতপিত্ত, অর্থাৎ শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া আমবাতের মত হওয়া, গা চাকা-চাকা দেওয়া, উলানি পোকার কামড়ের ন্যায় অবিরাম চুলকানি ও তৎসহ স্থানে স্থানে ফুলিয়া যাওয়া বা সাময়িক চকচকে কিম্বা উচ্চনীচ বা সচ্ছিদ্রবৎ হওয়া প্রভৃতিতে, জ্বালাবোধে, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণায় ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতিতে অতীব ফলপ্রদ। দীর্ঘকাল এই মহৌষধ ব্যবহারে কোষ্ঠ নিয়মিত হয় এবং যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য দূরীভূত হয়। ইহাতে শীতপিত্ত, চুলকাণি, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু (চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়া), শোথ প্রভৃতি উপশম হয়। ইহা চর্ম্মের বর্ণকে সুন্দরতর করে।

মাত্রা :—অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা। সহপান :—চ'খের হরিদ্রা-বর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতায় গরম জল। শীতপিত্তে তেলাকুচার পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস ও চিনি অথবা গরম দুগ্ধ ও চিনি। ক্রিমিরোগে চূণের জল। জীর্ণ জ্বরে চিরতা-ভিজান জল ও মধু। শোথ-রোগে শ্বেতপুনর্ণবার রস ও মধু।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলু

রক্তদুষ্টি অধিকারে ইহা অতীব শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সেবন করিলে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, বৃহৎ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, খুঁজলি, পাঁচড়া, স্ফোটক, দুষ্টব্রণ, যাবতীয় দুরারোগ্য ঘা, সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, কণ্ডু, বাতিক ক্ষত, পৈত্তিক ক্ষত, শ্লৈষ্মিক ক্ষত, ভগন্দর, পুঁয, স্রাবযুক্ত অর্শ, সর্ব্বপ্রকার পিত্ত-বিকৃতিজনিত রোগ, এমন কি গণোরিয়া ও উপদংশ জনিত সর্ব্বপ্রকার

-বা এবং দুরারোগ্য গলিত কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত অবশ্যই নিরাময় হয়। অধুনা-প্রবর্ত্তিত এসেন্স শুলঙ্ক, এসেন্স নিম, এক্ট্রাকট্ চিরতা প্রভৃতি সকল ঔষধের সম্মিলিত ফল অপেক্ষাও ইহার শক্তি অধিক। একবেলা "পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলু" অপর বেলা "অযাচক সালসা" দীর্ঘকাল সেবন করিলে অসাধ্য রক্তদুষ্টিও নিরাময় হইয়া থাকে। যে-কোনও প্রকার ক্ষত-রোগে এই ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগও করা চলে কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জন্য এই ঔষধ সেবনের সাথে সাথে বাহ্য প্রয়োগের জন্য অবস্থা ভেদে "অযাচক (বহরের) ননী" অথবা "মহামঙ্গল মলম" ব্যবহার করা চলে। উপদংশাদি ক্ষতযুক্ত রক্তদুষ্টিতে একবেলা একমাত্রা "পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলু" এবং অপর বেলা একমাত্রা "মাণিক্য রস" সহপানে অযাচক সালসা" অথবা সারিবাদ্যাসব অথবা সারিবাদ্যরিষ্ট সেবনে আশ্চর্য্য উপকার হয়। শীতপিত্ত সহযুক্ত রক্তদুষ্টিতে একবেলা একমাত্রা পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলু এবং অপর বেলা একমাত্রা হরিদ্রাখণ্ড ব্যবহার অত্যন্ত হিতকর।

মাত্রা :—অর্দ্ধ তোলা পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলু। সহপান :—অর্দ্ধ পোয়া গরম দুগ্ধ ও চিনি, একান্ত অভাবে গরম জল ও চিনি। সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধিতেই এই সহপান চলিবে।

হরিদ্রাখণ্ড এবং পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলুর পার্থক্য :—এই দুইটী ঔষধই যকৃতংঘটিত রোগ, পিত্তবিকৃতি এবং রক্তদুষ্টিতে উপকার করে কিন্তু হরিদ্রাখণ্ড শীতপিত্ত অধিকারে এবং পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্গুলু কুষ্ঠাধিকারে অধিক ফল প্রদান করে। শীতপিত্তে, লিভারের দোষে, চক্ষুর হরিদ্রাবর্ণতায়, কোষ্ঠবদ্ধতায়, পৃথিবী হরিদ্রাবর্ণ দর্শনে এবং এতজ্জাতীয় যাবতীয় লক্ষণে হরিদ্রাখণ্ডই ব্যবস্থেয়। কিন্তু

"পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলু" পিত্তের বিকৃতিতে এবং রক্তদুষ্টিতে অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। পিত্তবিকৃত হইয়াই রক্তের বিকৃতি আনয়ন করে এবং রক্ত বিকৃত হইয়া শরীরে সহস্র প্রকারের অনর্থ উৎপাদন করে। সেই অবস্থায় "পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলু" অধিকতর ফলোপধায়ক।

অযাচক ননী (বহরের ননী)

সকলেই জানেন, বহরের ননী কিরূপ ফলপ্রদ ঔষধ। এই আশ্চর্য্য ঔষধটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বাজারে যে কত রকমের মলম, ননী, ঘৃত প্রভৃতি বাহির হইয়াছে, বলিবার নহে। এই একটীমাত্র ঔষধের দৌলতে অনেক মলম-ঘৃত ও ননী-বিক্রেতা বাড়ীতে দালান তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। নালী ঘা, পচা ঘা, পোড়া ঘা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার ক্ষত রোগে এমন কি ডাক্তার-কবিরাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হতাশ রোগীর দূষিত ক্ষতেও ইহা অব্যর্থ ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিদ চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারঙ্গম শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরম-হংসদেব তদীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ হিমালয়-প্রদেশে সন্ধান প্রাপ্ত অত্যাশ্চর্য্য ভৈষজ্য-বিশেষের সহায়তায় প্রচলিত "বহরের ননী"র গুণ বহুধা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই জন্য গুণশালিতায় উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য সেই ননীর নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "অযাচক ননী" করা হইয়াছে। ক্ষত যতই বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়া থাকুক না, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিবার হাঙ্গামা নাই। ক্ষত হইতে মাছি তাড়াইবারও কোনও বিভ্রাট নাই, ঔষধের গুণে আপনিই মাছি দূরে পালাইবে। ঔষধ গরম করিয়া তুলি বা সুধৌত কবুতরের

পালকের দ্বারা ক্ষতস্থানে দৈনিক পাঁচ ছয় বার করিয়া প্রয়োজ্য। ইহাতে সকল বিকার আপনা-আপনি কাটিয়া গিয়া ক্ষত পরিষ্কার হইয়া বিনা উদ্বেগে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে।

মহামঙ্গল মলম

পোড়া ঘা হইতে শুরু করিয়া শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার ক্ষত রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ফোঁড়া, পাঁচড়া এবং সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম-রোগ মঙ্গল-মলম ব্যবহার দ্বারা নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। এই মলম ব্যবহারে কোন প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না, অধিকন্তু জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে ইহা ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ সারিয়া যায়। এই ঔষধে কোন প্রকার বিষাক্ত জিনিষ নাই, লতাপাতা মূলছাল দ্বারা ঘৃত সংযোগে ইহা প্রস্তুত। ফলে ইহা অতুলনীয়।

পোড়া ঘা ধুইবার প্রয়োজন হয় না। মলম জমাট হইয়া থাকিলে রৌদ্রে অথবা সাধারণ আগুনের তাপে গলাইয়া (লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঔষধ যেন অত্যন্ত গরম না হয়) একটী তুলি দিয়া পোড়াস্থানে লাগাইতে হয়। পোড়া যাওয়া মাত্র এই মলম লাগাইতে পারিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণা বন্ধ হইয়া যায় এবং ক্ষত অতি অল্প সময়-মধ্যে শুকাইয়া যায়। ঘা এবং খোস পাঁচড়া নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ভাল রকম ধুইয়া শুক্না কাপড় অথবা তুলা দিয়া জল মুছিয়া নিয়া একটী তুলি দিয়া মলম লাগাইতে হয়, প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার ঔষধ দিতে হয়। ঔষধ পরিমাণে বেশী লাগাইবার প্রয়োজন হয় না, সমস্তটা রুগ্নস্থানে সাধারণ ভাবে মাখাইয়া দিতে হয়। যে ঘাতে লতা বা বর্ত্তী দিতে হয়, সেই স্থলে

এই মলম নতা বা বর্ত্তীতে মাখাইয়া ঘাতে দিতে হয়। বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজন হইলে মুখে তুলা অথবা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। যে স্থানে নতা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, তথায় তুলি দিয়া ঘায়ের মধ্যে ঔষধ লাগাইতে হয়। এই ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ভিতরে দোষ রাখিয়া কোন ক্ষত শুকাইবে না। ফলে দোষ সংশোধন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্দ্দোষ ভাবে ক্ষত শুকাইবে। নালী ঘাতে নালের শেষ সীমা হইতে মুখ পর্য্যন্ত বাহিরের দিক দিয়া "মহামঙ্গল-মলম" হাত দিয়া ভালরূপে মালিশ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতেই ক্রমে ঘা শুকাইয়া আসিবে, ভিতরে দেওয়ার সুবিধা থাকিলে ভিতরে দিতে হইবে। ফোঁড়া অথবা কুঁচ্কী-ফোলা ও বাগীতে প্রথম অবস্থায় এই মলম মালিশ করিলে সিয়া যাইবে। পাকাইবার প্রয়োজন হইলে এই মলম সহ্য মত গরম করিয়া তুলি দিয়া বারংবার লাগাইলে পাকিয়া উঠিবে এবং ইহার দ্বারাই ক্রমে ক্রমে নির্দ্দোষ রূপে সারিয়া যাইবে। অনেক স্থলে ক্ষত শুকাইয়াও স্থানটী শক্ত হইয়া থাকে। সেই স্থলে এই মলম মালিশ করিতে থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত শক্ত থাকে। শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার টিউমার হইলে এই মলম মালিশে টিউমার সারিয়া যায়। মুখের ঘাতে গরম জলে মুখ ধুইয়া প্রাতে ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে তুলি দিয়া লাগাইতে হয়। শিশুর মুখ ধোয়ার সুবিধা থাকে না, তদবস্থায় তুলি দিয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া ঔষধ দিতে হয়। এই ঔষধ উদরস্থ হইলে কোন অনিষ্ট করে না। শরীরের চুল্কানীতে দুই আউন্স মহামঙ্গল-মলমের সহিত অর্দ্ধপোয়া নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্ব শরীরের মালিশ করিলে চুল্কানী সারিয়া যায়। দক্রুরোগে সৈন্ধব লবণ যোগে তুলসী-পাতা বাটিয়া প্রথমতঃ দাদের মধ্যে প্রলেপ দিবেন। যখন অসহ্য যন্ত্রণা

হইবে, তখন উহা গরমজলে ধুইয়া শুক্না কাপড়ে মুছিয়া তৎপরে মহামঙ্গল মলম ভালরূপে মালিশ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণা সারিয়া যায়। এবং অল্প দিনেই দাদ নিরাময় হয়। তুলসীর প্রলেপে জ্বালা না করিলে আর তুলসীর প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, শুধু মলম ব্যবহার করিলেই সারিবে। কোচ-দাদ ভালরূপে ধুইয়া শুকনা কাপড়ে মুছিয়া মহামঙ্গল মলম দিনে রাত্রে দুই তিন বার মালিশ করিতে হয়। বিখাউজ নিমপাতা সিদ্ধ জলে ধুইয়া মহামঙ্গল মলম মালিশ করিতে হয়। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত থাকিলে এই মলম দ্বারা দুই বেলা উত্তমরূপে দাঁত মাজিলে ক্ষত শুকাইয়া যাইবে। সান্নিকের ফোলাতে এই মলম মালিশ করিলে ফোলা সারিয়া যায়। কাটা ঘা ও কোন প্রকার আঘাতে কোন স্থান থেতলাইয়া গেলে এই মলম মালিশে সারিয়া যায়, কাণপাকাতে গরম করিয়া তুলিদ্বারা প্রয়োগ করিতে হয়।

অযাচক ননী অর্থাৎ বহরের ননী ও মহামঙ্গল-মলমের পার্থক্য ঃ—

বহরের ননী ফোঁড়া, কার্ব্বাঙ্কল ও দূষিত ক্ষত, স্তনপাকার এবং নালী ঘায়ের অদ্বিতীয় মহৌষধ। মহামঙ্গলমলমে উল্লিখিত রোগ গুলি ত সারেই, তদুপরি অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগ সারে।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি তৈল

ইহা বাতরক্ত অধিকারের মহৌষধ। ইহা মর্দ্দনে বাতরক্ত ও পিত্ত-জনিত দাহ নিবারিত হয়। ইহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে মাথার জ্বালা ও বায়ু প্রশমিত হয়। ইহা তেলে-জলে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনে পায়ের জ্বালা নিবারিত হয়। পিত্তজনিত জ্বালা নিবারণ করিতে বাহ্য প্রয়োগের পক্ষে ইহাই একমাত্র ঔষধ।

মরিচাদি তৈল

ইহা কুষ্ঠাধিকারের ঔষধ। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে এই তৈল মহোপকারী। নানাবিধ চর্ম্মরোগে, বিখাউজ বা কাউরে (একজিমা), চুলকানি, বিষাক্ত ও দুষ্ট ক্ষত প্রভৃতি রক্তদুষ্টি-জনিত রোগে স্থানিক প্রয়োগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। গুড়ূচ্যাদি তৈলের ন্যায় ইহা মাথায় মালিশ চলে না।

দুগ্ধপাক বাসারুদ্র তৈল

ইহাও কুষ্ঠাধিকারের ঔষধ। ইহা মরিচাদি তৈলের ন্যায় গুণসম্পন্ন। ইহা ক্ষতের স্রাব ও জ্বালা দ্রুত বন্ধ করে এবং দুষ্টক্ষতের বিশুদ্ধতা ও শুষ্কতা অবিলম্বে সম্পাদন করে। রক্তদুষ্টিজনিত সর্ব্বপ্রকার কণ্ডূ, পাঁচড়া, ক্ষত, খুজলী প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু বাতরক্ত রোগে ইহার প্রধান ব্যবহার নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহেই হইয়া থাকে, যথা,—চর্ম্মের অবাঞ্ছনীয় বিবর্ণতা, চর্ম্মের স্ফীতি বা কর্কশতা, চর্ম্মে নানা প্রকার বিকৃত চিহ্ন, শীতপিণ্ড, চর্ম্মোপরি শীত-বোধ বা দাহ-বোধ, কিম্বা ক্ষণে শীতবোধ, ক্ষণে দাহবোধ, ক্ষণে অসাড় ভাব প্রভৃতি। উক্ত অবস্থা সমূহে এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মালিশ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্নান বিধেয়। কোনও কোনও বহুদর্শী কবিরাজ মাথার রুখি (খুস্কী বা মরামাস) নিবারণের জন্য মহাভৃঙ্গরাজতৈলের সহিত এক চতুর্থাংশ বাসারুদ্র তৈল মিশাইয়া মস্তকে ব্যবহার করিয়া ইহাতে উপকার পাইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।

চনার পাক বাসারুদ্র অপেক্ষা দুগ্ধের পাক বাসারুদ্র তৈল অধিকতর উপকারী।

গুড়ূচ্যাদি, মরিচাদি, বাসারুদ্রের পার্থক্যঃ—

বৃঃ গুড়ূচ্যাদি তৈল সর্ব্বাঙ্গে এবং মস্তকে ব্যবহার চলে কিন্তু এই দুইটীতে তাহা চলে না। রুধির জন্য বাসরুদ্রের মস্তকে ব্যবহার সীমাবদ্ধ। মরিচাদি ক্ষতে এবং বাসারুদ্র চর্ম্মে অধিকতর হিতকর। পিত্তজ্বালা নিবারণে বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল অদ্বিতীয় ঔষধ, ইহার কোনও অনুকল্প নাই।

উল্লিখিত তৈল সমুহ ও মহামঙ্গল-মলমে পার্থক্যঃ—বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈলের ন্যায় মহামঙ্গল-মলমও পিত্তজ্বালা নিবারক। দূষিত ক্ষতে উল্লিখিত তিনটী তৈল অপেক্ষাই মহামঙ্গল-মলম অধিকতর উপকারী। মহামঙ্গলমলম পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলুর ন্যায় সেবনও চলে।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃত-গুগ্‌গুলু ও মহামঙ্গল-মলমে পার্থক্যঃ—সেবনের নিয়ম একরূপ। "মহামঙ্গল-মলমের" মাত্রা ২০ ফোঁটা মাত্র। তবে, "মহামঙ্গল-মলমের" বাহ্য প্রয়োগের কালে পঞ্চতিক্ত ঘৃতও সেবন চলিতে পারে। উভয় ঔষধের উপাদানে প্রচুর পার্থক্য থাকিলেও গুণে যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়।

রসোণ-পিণ্ড

ইহা আমবাতে ও রসবাতে একটী সর্ব্বজন-বিদিত শ্রেষ্ঠ ঔষধ। নূতন ও পুরাতন সর্ব্বাঙ্গগত বাতে বা সন্ধিগত বাতে, আমবাত-রোগীর সন্ধি-স্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এবং বাত ও শ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে ইহা অবশ্য-ব্যবহার্য্য। বহু চিকিৎসক ইহা প্রাতে সেবন করিতে দিয়া থাকেন, কিন্তু বৈকালে সেবন করাই সঙ্গত। সহপান গরম জল।

সতর্কতাঃ—গাত্রদাহ প্রভৃতি পিত্তের আধিক্য-জনিত উপসর্গ এবং প্রমেহ বা শ্বেতপ্রদর থাকিলে রসোন-পিণ্ড সেবন নিষিদ্ধ। আর একান্তই যদি রসোন-পিণ্ড সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে উক্ত উপসর্গ সমূহের পৃথক্ চিকিৎসা করিয়া তাহাদের নিরাময় সাধন করিয়া তৎপরে ইহা ব্যবহার করিতে হয়।

মাত্রা :—অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা ঔষধ গরম জল সহ সেব্য।

যোগরাজ গুগ্‌গুল

সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত বাত, আমবাত বা পক্ষাঘাতেও ইহা অমোঘ ঔষধ। ইহা নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধির সহায়তা করে। প্রয়োজন মতে প্রাতে ও সন্ধায় দুইবার সেব্য। সহপান :—অর্দ্ধ তোলা বিশুদ্ধ রেড়ির তৈল (ক্যাষ্টর অয়েল), গরম দুগ্ধ, চিনি অথবা শুধু গরম দুগ্ধ, চিনি অথবা শুধু গরম জল।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ

আমবাত, গ্রন্থিবাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাতে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সহপান :—আদার রস, বেলপাতার রস, মধু অথবা আদার রস, এরণ্ড মূলের রস, সৈন্ধব লবণ অথবা আদার রস, এরণ্ডমূলের রস, মধু। সর্ব্বাঙ্গ-ব্যথা-বেদনায় আদা, সজিনার ছাল, এরণ্ডমূল এই তিন দ্রব্যের মিলিত রস দুই তোলা ও সৈন্ধব লবণ দুই আনা। আমবাতে নিশিন্দা পাতার রস দুই তোলা ও মধু ৬০ ফোঁটা, দাহ-সংযুক্ত বাতে ও অবশ বাতব্যাধিতে গুলঞ্চের রস দুই তোলা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রাতে যোগরাজ গুগ্গুল, বৈকালে রসোণ-পিণ্ড এবং সন্ধ্যায় বৃহৎবাত চিন্তামণি সেবন করিয়া বহু অসাধ্য রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ঐ তিনটী ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই বেলা আহারের পরে দুই মাত্রা করিয়া অযাচক সালসা সেবনের দ্বারা উল্লিখিত ঔষধ-ত্রয়ের কার্য্যকারিত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং রোগের নির্দ্দোষ নিরাময় সম্ভব হয়। বাহ্য প্রয়োগের জন্য অবস্থা-ভেদে "অযাচক আশ্রমের প্রসিদ্ধ মালিশ" ব্যবহার করা চলিতে পারে। বাত-রোগীর কোষ্ঠ-শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। নতুবা ব্যাধি উপশান্ত না হইয়া বৃদ্ধি পায়

বলারিষ্ট

সার্ব্বাঙ্গিক বাত, আমবাত, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাতিসার প্রভৃতি প্রশমক। বাতজনিত যাবতীয় শারীরিক অবসাদ দূর করিবার পক্ষে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট রসায়ন। অরিষ্ট জাতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মধ্যে বাতরোগের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। (মাত্রা ঃ—৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল

রসবাত ও আমবাতজনিত যাবতীয় উপসর্গে ও বেদনায় এই তৈল মালিশে প্রভূত উপকার হয়। রুগ্নস্থানে এই তৈল মালিশ করিয়া গরম লবণ-সেক দিতে হয়।

অযাচক আশ্রমের প্রসিদ্ধ মালিশ

ইহা শুধু বাতেরই মালিশ, তাহা নহে। ইহাতে বাত, বেদনা ফুলা, গুরুতর আঘাত-জনিত বেদনা, কোমর বেদনা, স্নায়ুশূল, কুচ্কি

টানা, গাল ও গলাফুলা, দন্তশূল, কর্ণশূল, এমন কি বিষাক্ত কীটের অসহ্য দংশন-যন্ত্রণা এবং দুরন্ত আমবাত আশ্চর্য্যরূপে নিরাময় হয়। ব্রঙ্কাইটিসের, নিউমোনিয়ার, প্লুরিসির বুক-বেদনায় ইহা মালিশে অত্যল্প-সময়ে সারে। সদ্য কাটা-ঘায়ে ইহা দ্রুত রক্তরোধক, পচন-নিবারক (Antiseptic) ব্যথা-যন্ত্রণা-নাশক ও দ্রুত নিরাময়কারক।

ব্যবহার-বিধিঃ—তুলি বা তুলা ভিজাইয়া রুগ্ন স্থানে ঔষধ দিবসে তিন চারিবার উত্তমরূপে লেপন করিয়া দিবেন। হাতে এই ঔষধ ঢালিয়া কখনও ব্যবহার করিবেন না। **প্রাতেঃ**—তুলা দ্বারা ঔষধ উত্তমরূপে লেপন করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন। সম্ভব হইলে একটু গরম সেক দিতে পারেন। **দ্বিপ্রহরেঃ**—রুগ্ন স্থানে ঔষধ শুষ্ক হইয়া যাইবার পাঁচ সাত মিনিট পরে ঈষদুষ্ণ খাঁটি সরিষার তৈল বা ঈষদুষ্ণ খাঁটি রেড়ির তৈল অথবা বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দিবেন। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে বা মর্দ্দন অসাধ্য হইলে শুধু গরম সেক দিবেন। **বৈকালেঃ**—ঔষধ লেপনের পরে লবনের পুটলীর সেক, নেকড়া গরম করিয়া সেক অথবা ৩।৪ সের গরম জলে এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া নেকড়া ভিজাইয়া সেক অথবা লবণ জলের সহ্যমত উষ্ণ ধারা রুগ্নস্থানে দিবেন। লবণ জলের সেক বা ধারা অতি দ্রুত বেদনা ও ফুলা কমাইয়া দেয়। নেকড়া ভিজাইয়া সেক দিবার কালে নেকড়া একদম নিংড়াইয়া ফেলিবেন না, সামান্য জল রাখিয়া লইবেন। **রাত্রেঃ**—ঔষধ লেপন করিয়া গরম কাপড় দ্বারা জড়াইয়া রাখিবেন। বৈকালে সেকতাপ দেওয়া হইলে প্রায় ক্ষেত্রেই রাত্রে আর সেক-তাপের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বৈকালে সেক-তাপ দিবার অসুবিধা হইলে রাত্রিতে তাহা দেওয়া চলে। **সতর্কতাঃ**—এই ঔষধ কখনও চক্ষুতে

যেন না লাগে। এই ঔষধ যেন কখনও ভ্রমক্রমেও গলাধঃকৃত না হয়। ঔষধের শিশি কখনও আগুনের নিকটে রাখিবেন না। **দাঁত ও কাণের বেদনাতে** :—খুব ছোট তুলি করিয়া দুই একবার ব্যবহারেই বেদনা কমিয়া যায়। **গাল-ফুলা, গলা-ফুলা, টিউমার, কুচ্‌কিটানাতে**—দিবসে তিন চারিবার ঔষধ লেপন করিয়া ২।৩ বার নেকড়া গরম করিয়া সেক দিবেন। **ফোঁড়া বা বাগী**—বসাইয়া দিতে হইলে দিবসে ও রাত্রিতে মোট ছয় সাত বার ঔষধ লেপন করিয়া প্রত্যেকবারেই নেকড়া গরম করিয়া অথবা লবণের পুটলীর গরম সেক দিলেই দুই এক দিনে বসিয়া যাইবে এবং অসহ্য বেদনার শান্তি হইবে। **স্ত্রীলোকের স্তন্য-বর্দ্ধনে**—এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিবার ঔষধ লেপন করিয়া দিলে স্বতঃই দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া বেদনা ও ফুলার শান্তি হইবে। **প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধির বেদনাতে**—প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঔষধ লেপন করিয়া পাঁচ সাত মিনিট পরে বিটলবণ ও নিশাদল গরম জলে মিশ্রিত করিয়া সেক দিলে আশ্চর্য্য ফল হয়। **বোল্‌তা, মৌমাছি, কাঁকড়া-বিছে (বিচ্ছু) দংশনে, সিঙ্গিমাছের কাঁটাতে**—প্রথমতঃ দুই তিন মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ দুইতিন বার উত্তমরূপে ঔষধ লেপন করিয়া তৎপরে দংশিত স্থানে পুনরায় অতি সামান্য ঔষধ লাগাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে দিয়াশলাই জ্বালাইয়া আগুন ধরাইয়া ফুৎকারে নিবাইয়া দিবেন। এইরূপ ভাবে তিন চার বার করিলেই যন্ত্রণার শান্তি হইবে। যাহাতে শিশিতে আগুন না ধরে এবং চক্ষুতে ঔষধ না লাগে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। **পথ্যাদি** :—দিবসে সহমত ভাত এবং রাত্রিতে রুটি খাইবেন। কোষ্ঠশুদ্ধির প্রতি তীব্র লক্ষ্য

রাখিবেন। সপ্তাহে ২।১ দিন জোলাপ লইবেন। শাক, অম্বল, দধি, খেসারী ডাল, পুঁটিমাছ, বোয়াল মাছ, ইলিশ মাছ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবেন।

বাতরোগীর পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আরোগ্য লাভকল্পে খাইবার ঔষধ ব্যবহারও একান্ত প্রয়োজন। "প্রসিদ্ধ মালিশ" ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে খাইবার ঔষধ ব্যবহার করিয়া বহু অসাধ্য রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

বাতরোগের দৈব চিকিৎসা

সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত ঔষধ সমূহের যোগ (combination) সমূহ অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ। উহাদের উপাদান আয়ুর্ব্বেদীয় কিন্তু যোগ-সমূহ নবাবিষ্কৃত। যে সকল বাতরোগী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পরে বিশেষ ফল পান নাই, তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত অবধৌতিক দৈব ঔষধ উপকারী হইবে। দূরবর্ত্তী অতীতের প্রচ্ছন্ন উপদংশ বা পারদদোষ হইতে যাহাদের বাত বেদনা জন্মিয়াছে, তাহাদের নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহে বিশেষ ফল দেখা গিয়াছে।

প্রাতে ১টায় "স্বর্ণাভ্ররস" প্রতিমাত্রা এক রতি। ঔষধের সহপান :—সিদ্ধ (অর্থাৎ উষ্ণ) চাউল ভিজান জলের সহিত কতকগুলি কচি আমপাতা কচলাইয়া ঐ জল ২৷৷০ আড়াই তোলা এবং সিকি তোলা মিশ্রি। অভাবে কুষ্মাণ্ডের (চাল কুমড়া বা চুপা কুমড়ার) বুকার (জাঁতির) রস ২৷৷০ তোলা এবং মিশ্রি সিকি তোলা। অভাবে শতমূলীর রস দুই তোলা এবং মিশ্রি সিকি তোলা। (কুমড়ার

বীজগুলি যেখানে থাকে, তাহাকে বুকা বা আঁতি বলে)। যে সহপানই দিন্, সঙ্গে অর্দ্ধ তোলা শ্বেত চন্দন ঘসা মিশাইতে হইবে।

প্রাতে ৮টায় সেবনীয় "পাচন" :—গো-দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, বেড়েলার পাতা ২ তোলা, বেড়েলার মূল ২ তোলা। (দেশ ভেদে বেড়েলার বিভিন্ন নাম, বালিকুরি, বাড়িয়ালী, বাইলুটি। সংস্কৃতে বলা। হিন্দিতে খিরেটী, বারিয়ারা। আসামে সোন-বরিয়াল।) একত্রে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ইচ্ছানুরূপ চিনি বা মিশ্রি মিশাইয়া সেবন করিবেন। গ্রন্থি-স্ফীতিগ্রস্ত রোগীরা এই পাচন সেবন করিবেন না।

দুপুরে আহারের একঘণ্টা পূর্ব্বে বা একঘণ্টা পরে "বাতবিধ্বংস" প্রতি মাত্রা চারি বটি। ঔষধের সহপান, কাঁচা আদার রস অর্দ্ধ তোলা, কাউয়া পাম্বা লতার রস অর্দ্ধ তোলা, (দেশ ভেদে কাউয়া-পাম্বার বিভিন্ন নাম,—কেউয়া ঠেঙ্গা, কেউঝেকা, বাঁটার শাক, খোলমণি, মাটুর শাক। সংস্কৃতে কাকজঙ্ঘা। হিন্দুস্থানে মসি।) কাঁটানটে মূলের রস অর্দ্ধ তোলা (দেশ ভেদে কাঁটানটের বিভিন্ন নাম, কাঁলাটিয়া, কাটামাইরা, কাঁটাকুহুরে, ক্ষুদে কাঁটা), গন্ধভাদালীর পাতার রস অর্দ্ধ তোলা (দেশ ভেদে গন্ধভাদালীর নাম, গন্ধ ভাদুলে, গাঁদাল। সংস্কৃতে প্রসারিণী। হিন্দীতে গান্ধালী, গন্ধালী, পসরণ, গন্ধ পসরণ।) সজিনার ছাল বাটা অর্দ্ধ তোলা (দেশ ভেদে সজিনার নাম, সাজনা। সংস্কৃতে, শুাম, শোভাঞ্জন। হিন্দুস্থানে সোহিঞ্জন, সঞ্জন), কাঁচা হরিদ্রার রস অর্দ্ধ তোলা, নিশিন্দা পাতার রস অর্দ্ধ তোলা (দেশ ভেদে নিশিন্দার নাম, নিহুন্দা, সিন্দুয়াড়। সংস্কৃতে সিন্দুবার। হিন্দীতে শম্ভালু, সিহরু। আসামে পচতিয়া।) ও চিনি বা মিশ্রি ছয় আনা পরিমাণ। সহপানগুলি সামান্য আগুনে সেঁক দিয়া তারপরে ঔষধের

সহিত মিশাইবেন। সবগুলি সহপান না পাওয়া গেলে, যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই ব্যবস্থা করিবেন। কোনও সহপানই না মিলিলে (চেষ্টা করিলে নিশ্চয় মিলিবে) শুধু জল ও মিশ্রি সহ সেব্য।

বিকালে ৫টার সময়ে "বাত-রুদ্র" মাত্রা চারি রতি। সহপান :—তাল গাছের ডগা (ডোগা) কাঁচা অবস্থায় ছেঁচিয়া দুই তোলা রস লইয়া ছয় আনা ওজনের চিনি বা মিশ্রি। এই সহপান আগুনে সেঁকিয়া লওয়া নিষেধ।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে "গন্ধ-হিমাংশু"। মাত্রা দুই আনা। সহপান—শীতল জল।

দ্রষ্টব্য :—ঔষধ কখনও স্যাঁতসেঁতে স্থানে রাখিবেন না। প্রত্যেক-বার ঔষধ নিক্তি দ্বারা ঠিক মত মাপিয়া সেবন করিবেন। ১৪ বৎসরের নিম্ন-বয়স্কদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায় ও অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় সহপান ও ঔষধ দিবেন। জিদ করিয়া ধারাবাহিক তিন মাস সেবন করা উচিত।

বর্ত্তমানে রোগীদের সুবিধার জন্য অযাচক আশ্রম হইতে সুবর্ণাভ্রম, বাতরুদ্র ও বাতবিষ্ণু বটিকাকারে দেওয়া হয়। মাত্রা ১ বটিকা।

নিষেধ ঃ—মাংস, ডিম্ব, পুঁটি, বোয়াল, চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি ক্ষতিকর মৎস্য, শুষ্ক মৎস্য, খেঁসারি ডাইল, পিষ্টকাদি, মিষ্টি কুমড়া, টক, চিঁড়া, তাল, কাঁঠাল, খেজুরী গুড়, বাসী ভাত, বাসী ডাইল-তরকারী, পেঁয়াজ বা রসোন ইত্যাদি। **পথ্য** ঃ—সকল প্রকার কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ফলমূল ও জিওল মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ, চিনি, মিশ্রি, কাগজি, কিসমিস্, দাড়িম্ব, পেঁপে, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি। **স্নানাদি** ঃ—সহ্যমত শীতল জলে বা গরম জলে স্নান ও শীতল বা গরম জল পান বিধেয়।

বাতমর্দ্দন প্রলেপঃ—ফুলা, মচ্‌কা বা বেদনাযুক্ত স্থানে নিম্নলিখিত প্রলেপ ব্যবহার করিবেন। প্রলেপ ঃ—টাট্‌কা ছাগলের নাদী (স্ত্রী ছাগলের মল) ৪ তোলা, শুণ্ঠী (শুষ্ক আদা) ২ তোলা, কুড় ১॥০ তোলা, বংশ-লোচন ৵০ আনা কিছুসময় কাঁচা ছাগ-দুগ্ধে ভিজাইয়া কাঁচা ছাগ-দুগ্ধ দ্বারাই পেষণ করতঃ ব্যথাযুক্ত বা স্ফীতিগ্রস্ত স্থানে গরম না করিয়া প্রলেপ দিয়া দিনমানে (রাত্রিতে নহে) চারি ঘণ্টাকাল তুলা এবং গরম আকন্দ পাতা দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ইহা ডাক্তারী "এন্টিফ্লজেষ্টিন" প্রভৃতি ঔষধের দ্বিগুণ ফলপ্রদ। এই প্রলেপেও যাঁহারা উপকৃত হইবেন না বা এই প্রলেপ যাঁহারা অসুবিধা বিবেচনা করেন, তাঁহারা **"অযাচক আশ্রমের প্রসিদ্ধ মালিশ"** ব্যবহার করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ—"স্বর্ণাভ্র রস" সাধারণ ভাবে বায়ুর প্রশমক, "বাতরিপু" ও "বাতরুদ্র" কম্পবাত, ফুলা বাত, গেঁটে বাত প্রভৃতিতে হিতকর এবং ক্ষত-নাশক, "গন্ধ হিমাংশু" নিদ্রাকারক, বেদনাহারক ও রক্ত-পরিষ্কারক।

কুঙ্কুম-ঘটিত পত্রাঙ্গাসব

শ্বেতপ্রদর, জরায়ু হইতে সর্ব্বপ্রকার অবাঞ্ছনীয় স্রাব, স্ত্রী-যন্ত্রের শিথিলতা ও তজ্জনিত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীসুলভ স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় ইহা অমোঘ। এই মহৌষধের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া নানা প্রকার পেটেন্ট নাম দিয়া অনেকে ইহা চালাইতেছেন এবং ইহার গুণশালিতার মহিমায় বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেছেন। এক বেলা "অশোকারিষ্ট" এবং এক বেলা "পত্রাঙ্গাসব" সেবন করিলে শ্বেত, পীত, হরিৎ, ধূসর, পাটল প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণের দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন স্রাব প্রশমিত হইয়া মৃতপ্রায়া রমণীও নবজীবন লাভ করিবেন।

মাত্রা :—অর্দ্ধ আউন্স ঔষধ শীতল জল সহ আহারান্তে দৈনিক দুইবার সেব্য। (১) জরায়ু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে প্রাতে একমাত্রা অশোকারিষ্ট ও অপর সময়ে দুইবার পত্রাঙ্গাসব সেব্য। (২) অত্যন্ত পুরাতন শ্বেত-প্রদরে বা তজ্জনিত রক্তাল্পতা ও রক্তদুষ্টিতে প্রাতে একমাত্রা সারিবাদ্যাসব বা "অযাচক সালসা" অপর সময়ে দুইবার পত্রাঙ্গসব সেব্য। (৩) শ্বেত-প্রদরের দরুণ বন্ধ্যাত্ব দোষ জন্মিয়া থাকিলে এক মাস ১নং ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন করিবার পর প্রাতে একমাত্রা পত্রাঙ্গাসব, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে আহারান্তে একমাত্রা করিয়া অস্তুরী ও অষ্টবর্গঘটিত বৃহৎ দশমূলারিষ্ট অথবা কুঁচিলা-ঘটিত অশ্বগন্ধারিষ্ট ধারাবাহিক তিন মাস সেব্য। পুরাতন রোগী এই ঔষধ সেবন কালে একমাত্রা করিয়া চন্দ্রাংশু রস ঘৃত, মধু ও চিনি সহপানে সেবন করিতে পারেন। তাহাতে জরায়ুর টোন্ (Tone) ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করিবে। চিকিৎসাকালে সংযত জীবন যাপনে দ্রুত ফল উপলব্ধ হইবে।

অশোকাসব ও অশোকারিষ্ট

বাধক, রজঃকৃচ্ছ্র, তজ্জনিত জরায়ু-ব্যথা, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, প্রদর প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ নিরাময় করে। রজোদোষ নিবারণ পূর্ব্বক অতিরিক্ত রজঃস্রাব প্রশমিত করিবার জন্য এই মহৌষধ সুবিখ্যাত। জরায়ুর শক্তি বর্দ্ধিত করতঃ স্ত্রীদেহে পূর্ণ স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে ইহার তুল্য অন্য কোনও ঔষধ নাই। আধুনিক শিক্ষার কুফলে যাঁহারা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কৃত্রিমতা আমদানী করিয়া তাহার দুর্ভোগ ভুগিতেছেন, সেই সকল মহিলার এই ঔষধ একমাত্র শরণ। জরায়ুঘটিত সামান্য বা অসামান্য সর্ব্ববিধ জটিলতায় ইহা নির্ব্বিচারে ব্যবহার করা চলে।

১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই ড্রাম বা ১২০ ফোঁটা, তদূর্দ্ধ বয়সে অর্দ্ধ আউন্স ঔষধ শীতল জল সহ আহারান্তে দৈনিক দুইবার সেবনীয়। দীর্ঘকালের রোগী প্রাতের ঔষধ সেবন-কালে একমাত্রা অকৃত্রিম মকরধ্বজকে মূল এবং ঔষধরূপে গণনা করিয়া মিশ্রি সহ মকরধ্বজকে অথবা মধু সহ এক বটী "চন্দ্রাংশু রস" খলে মাড়িয়া সহপানরূপে একমাত্রা "অশোকারিষ্ট" মিশাইয়া তৎপরে সমপরিমাণ শীতল জলসহ সেবন করিবেন। অতিরিক্ত দুর্ব্বল রোগিণী দৈনিক দুইবার "অশোকারিষ্ট" সেবনের সাথে একবার করিয়া কস্তুরীঘটিত "বৃহৎ দশমূলারিষ্ট" অথবা বৃহৎ "অশ্বগন্ধারিষ্ট" সেবন করিবেন। জরায়ুর রোগের সহিত কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে দৈনিক দুইমাত্রা অশোকারিষ্ট এবং এক মাত্রা "মহাদ্রাক্ষারিষ্ট" সেব্য। বাধক ও রজঃকৃচ্ছ্রের রোগিণীরা এবং যাঁহারা বিশেষভাবে গর্ভগ্রহণে অক্ষমা, তাঁহারা মাসের পঁচিশ দিন "অশোকাসব" বা "অশোকারিষ্ট" এবং পাঁচদিন "কান্তা বটিকা" যথাবিধানে সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। (সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কিনী, সন্দীপনী-মুদ্রা অভ্যাস থাকিলে অত্যুত্তম।) অনিশ্চিত কারণবশতঃ যে সকল বিবাহযোগ্যা কুমারীর স্বাস্থ্য নষ্ট ও মুখকান্তি লাবণ্যহীন, তাহাদিগকেও "অশোকাসব" বা "অশোকারিষ্ট" সেবন করান সঙ্গত; বিশেষতঃ "চন্দ্রাংশু রস" সহ মিশ্রিত করিয়া সেবনে ফল ব্যাপকতর হইবে। টাট্‌কা এবং খাঁটি "চন্দ্রাংশু রস" না পাওয়া গেলে বিশুদ্ধ "মকরধ্বজ" ব্যবহার্য্য। এই সকল রোগে মহিলাদের বিশেষতঃ কুমারীদের পক্ষে ভগবানের নাম-জপ যে একটী আশ্চর্য্য ঔষধ, এই বিষয়ে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চন্দ্রাংশু রস

"চন্দ্রাংশু রসকে" "স্ত্রীলোকদের মকরধ্বজ" এইরূপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ১৪ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যে কোনও প্রকার জরায়ু-ঘটিত পীড়ায় বিভিন্ন সহপান যোগে ইহা সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের কবিরাজগণ এরূপ একটী অসামান্য ঔষধের একেবারেই ব্যবহার করেন না বলিয়া দুঃখ বোধ করি। "পত্রাঙ্গাসব" ও "অশোকারিষ্টর" ব্যবহার-প্রণালীর মধ্যে "চন্দ্রাংশু রসের" কিঞ্চিৎ ব্যবহার-বিধি উল্লেখ করিয়াছি। শ্বেতপ্রদরের সর্ব্বাবস্থায় "পত্রাঙ্গাসব" সহপানে এবং স্ত্রীরোগের অপর সর্ব্বাবস্থায় "অশোকাসব" বা "অশোকারিষ্ট" সহপানে ইহা নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সহপান :—ঘৃত এবং মধু সহ, অথবা সাদা জিরার কাথ ও মধুসহ, অথবা "অশোকাসব" সহ।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটিকা

রজঃকৃচ্ছ্র, তলপেটে বেদনা প্রভৃতির জন্য ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবন বিধি :—ঋতুর কাছাকাছি সময়ে প্রতিদিন দুই-বেলা দুইটি বটিকা জলসহ বা পাণ্ডব জবার পাতা কচ্‌লান জলসহ বা ওলট কম্বলের কাথ সহ সেব্য।

ইহা সেবনে যাহাদের উপকার হয় না, তাহাদের পক্ষে কান্তা-বটিকা অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তা-বটিকা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কান্তা বটিকা

রজঃকৃচ্ছ্র, কষ্টরজে, অনিয়মিত ঋতুস্রাবে, বিলম্বিত ঋতুতে এবং তজ্জনিত শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া তলপেটের বেদনা প্রভৃতি অস্বস্তিকর অবস্থায় মহাফলপ্রদ। এই জাতীয় সকল ঔষধের মধ্যে ইহা নিরাপদ, প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত ও শ্রেষ্ঠ।

প্রথম রজোদর্শনের পর হইতেই প্রত্যেক পিতামাতার লক্ষ্য রাখা উচিত যে, প্রতিমাসে তাঁহাদের কুমারী-কন্যার নিয়মিত রজঃস্রাব হইয়া যাইতেছে কিনা। যদি রজঃকৃচ্ছ্র লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া "কান্তা বটিকা" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে নারী-শরীরের সকল বিষাক্ত শোণিত সহজে ও বিনাক্লেশে অতি স্বাভাবিক স্রোতে বিনা উপদ্রবে নিয়মিত বাহির হইয়া শরীরকে সকল রোগ ও উদ্বেগ হইতে রক্ষা করিয়া ক্ষুধা, সুনিদ্রা ও কান্তি-বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইহার নাম "কান্তা বটিকা"। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকের মনের অস্বাভাবিক কামভাব দূর হয়, স্বাভাবিক প্রকৃতির উন্মেষ হয়, জরায়ু শোধিত হয়, জরায়ুর স্বাভাবিক বিকাশ লাভ হয়। বাংলার পল্লীবধূরা মাসিক রজঃস্রাবের অনিয়মিততার জন্যই দিন দিন স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন এবং পরিণামে কষ্টপ্রদ বাধক ও ঘৃণাজনক প্রদর প্রভৃতি রোগের আকর-স্বরূপিনী হইতেছেন। অনিষ্টজনক সর্ব্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াহীন এই মহাফলপ্রদ ঔষধটী তাঁহাদের পক্ষে অমৃত স্বরূপ হইবে। নব্বই বটিকায় ছয়মাস চলে।

ব্যবহার-বিধি :—১। মাসিক ঋতুস্রাবের নির্দ্ধারিত তারিখের আনুমানিক ৫ দিন পূর্ব্ব হইতে (দিনে তিনবার একটী করিয়া) মোট

Collected by Mukherjee T.K.,Dhanbad

দৈনিক তিনটী বটিকা শীতল জল সহ গিলিয়া খাইতে হয়। ধরুন, সাধারণতঃ আপনার ঋতুস্রাব মাসের ১৫ তারিখে হয়, অথবা গতমাসে ১৫ তারিখে হইয়াছে। আপনাকে আগামী মাসসমূহে সর্ব্বদা ১০ তারিখেই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ২। প্রাতে খালি পেটে একটী বটিকা, দুপুরে আহারের পরে একটী বটিকা ও বিকালে খালি পেটে একটী বটিকা সেব্য। প্রাতে ও বিকালে ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পরে জলযোগাদি করিবার কোন বাধা নাই। ঔষধের সহপান সর্ব্বদাই শীতল জল হইবে, অপর কোনও কষ্টসাধ্য অনুপান প্রয়োজন হইবে না। ঔষধ সেবনে যাঁহাদের বমনভাব হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রাতে ও বিকালে সামান্য জলযোগের পরে ঔষধ ব্যবহার করিবেন। ৩। পাঁচদিন পর্য্যন্ত নিয়মিত ঔষধ সেবনেও যদি ঋতুস্রাব না হয়, তাহা হইলে অগত্যাপক্ষে আরও তিন দিন সেবন করিতে পারা যায়। আট দিন ক্রমান্বয়ে সেবনেও যদি নিয়মিত ঋতুস্রাব না হইয়া যায়, তবে সেই মাস অপেক্ষা করিয়া পুনরায় পরবর্ত্তী মাসে ঐরূপ তারিখ মতে (১নং অনুচ্ছেদ দেখুন) সেবন করিতে হয়। সম্পূর্ণ ৫ দিন ঔষধ সেবনের পূর্ব্বেই যদি বেশ সুন্দর মত ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ঔষধ সেবন বন্ধ করিতে হইবে। অল্প অল্প স্রাব হইলে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে না, পাঁচ দিনই ঔষধ সেবন করিয়া যাইতে হইবে। ৫। ঔষধ দুই তিন দিন সেবনের পরে যদি একদিন বেশ প্রচুর রজঃপ্রবৃত্তি দেখা যায় এবং তজ্জন্য কর্ত্তব্যবোধে ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে যদি দেখা যায় যে, তারপর দিনই অনুচিত ভাবে স্রাব বন্ধ হইয়া যাইতে চাহিতেছে, তবে তৎস্থলে স্রাবের পরিমাণ আবশ্যক মত বাড়াইয়া লইবার জন্য রজোমতী অবস্থাতেই আরও ২।১ দিন ঔষধ

ব্যবহার চলিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই। ৬। সধবা স্ত্রীলোকেরা যদি নিয়মিত ৫ দিন সেবনের পরেও দেখেন যে, স্রাব হইতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে, গর্ভের সঞ্চার হইয়াছে এবং পাঁচ দিনের পরে আর একদিনও ঔষধ ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, এস্থলে দিনের অধিক সেবন করিলে ৮ হইতে ১০ দিনের মধ্যে রজঃস্রাব হইয়া গর্ভস্থ সূক্ষ্মাকৃতি ভ্রূণ অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কারণ, ঔষধের দ্বারা রোগ-নিবারণ বা স্বাস্থ্য রাখাই প্রয়োজন। ঔষধের অপব্যবহারের প্রশ্রয় ন্যায়তঃ বা ধর্ম্মতঃ কোন প্রকারেই দেওয়া যাইতে পারে না। **সহপান** :—লক্ষণ ও অবস্থা বুঝিয়া শাদা জলের পরিবর্ত্তে অন্যান্য সহপানও প্রযোজ্য। যথা,—(ক) রজস্রাবের আগে-পরে শ্বেত-বর্ণ আঠালো পদার্থের অত্যাধিক্য থাকিলে সহপান পাণ্ডব জবার পাতা কচ্‌লান জল। (খ) রজঃস্রাবের আগে পরে প্রবল জরায়ু-বেদনা থাকিলে বাঁশপাতা, বাঁশের নীল (কাঁচা জীবিত বাঁশের গাত্রত্বক্) সিদ্ধ জল। (গ) রজঃস্রাবের পূর্ব্বে বা পরে শরীরে স্ফোটকাদি জন্মিবার অভ্যাস থাকিলে শুষ্ক পাটপাতা ভিজান জল। (ঘ) দীর্ঘকাল যাবৎ স্রাব বন্ধ থাকিলে বা তদ্দরুণ বন্ধ্যাত্ব জন্মিয়া থাকিলে রক্তচিতার পাতা সিদ্ধ জল। (ঙ) জরায়ুতে মাঝে মাঝে ফিকের বেদনার মত বেদনা থাকিলে ওলটকম্বলের ছালের ক্বাথ। (চ) রজঃস্রাবের আগে বা পরে শ্বেতবর্ণ অতি-তরল (ঘন ও আঠালো নহে) পদার্থের অতি অধিক পরিমাণ নিঃসরণ থাকিলে কানাইয়া ডোগার রস ইত্যাদি। **অত্যধিক স্রাবে সতর্কতা** :—ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাহেতু কেহ অতি অধিক মাত্রায় বা প্রয়োজনের অতীত বেশী দিন সেবন করিলে সহসা অত্যধিক স্রাবের উদ্গম হইতে পারে। তদবস্থায় বিল্বা-পাতা (কালীঝাঁপ বা আধ-পাতা) অর্দ্ধ তোলা ও আয়াপান পাতা

অর্দ্ধ তোলা তিনটী গোল মরিচসহ বাটিয়া সেব্য। দৈনিক ইহা তিন চারিবার সেবন করিতে হয়। তবে, কাহারই এমন ভাবে "কান্তা-বটিকা" সেবন করা উচিত নহে, যাহাতে এরূপ বিপদ ঘটে। **ঋতুকালীন শরীরের যত্ন** :—স্ত্রীলোক মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, ঋতুস্রাবের কয়দিন শরীরে ঠাণ্ডা লাগান, অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম করা, পায়ের দ্বারা সেলাইয়ের কল চালান, জলপূর্ণ কলসী কাঁখে লওয়া, কোনও শিশুকে কোলে লওয়া বা যাহাতে কোমরে, পেটে বা তলপেটে চাপ পড়িতে পারে, এমন কোনও কার্য্য করা, ভার উত্তোলন করা, কয়লা ভাঙ্গা, রাত্রি জাগরণ ও মাংস সেবন প্রভৃতি কার্য্য উচিত নহে। ঋতুকালে খালি পায়ে না থাকিয়া মেয়েদের পক্ষে পাদুকা ব্যবহার আমরা অনুমোদন করি। ঋতুকালে যাহাদের তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়, তাহাদের পক্ষে গরমজলের বোতল দ্বারা বা রবারের থলি (Hot-water Bag) দ্বারা তলপেটে সেক দেওয়া ভাল। **ঋতুকাল ব্যতীত**— অপর সময়েও মেয়েরা যেন সৎগ্রন্থ পাঠ করেন, উপন্যাস বর্জ্জন করেন, নিয়মিত ব্যায়াম ও ঈশ্বরোপাসনা করেন এবং জানা থাকিলে "স্বপ্ন-সন্দীপনী-মুদ্রা" ("সংযম সাধনা" গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) শয়ন-কালে এবং ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিবারে ৫।৬ মিনিটকাল অভ্যাস করেন। জানা না থাকিলে "স্বপ্ন-সন্দীপনী-মুদ্রা" করিবার দরকার নাই।

পয়োধি মোদক

"পয়োধি" শব্দের মানে দুধের সাগর। এই মোদক সেবনে স্ত্রীলোকের ম্যামারি গ্ল্যাণ্ডে দুগ্ধদায়ী তন্তু-সমূহের ক্রিয়াশীলতা বর্দ্ধিত হয়। ফলে যে রমণী বুকের দুধের অভাবে নিজ শিশুকে অপবিত্র বিলাতী-দুগ্ধ হজম

ওয়ার সামর্থ না হওয়া সত্ত্বেও গো-ছাগাদির দুগ্ধ অথবা স্বাস্থ্যহীনা অন্য রমণীর দুগ্ধ সেবন করাইতে বাধ্য হন, "পয়োধি মোদক" সেবনে সেই সকল রমণীর স্তনদ্বয় দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ হয়। এতজ্জাতীয় সকল ঔষধের মধ্যে "পয়োধি মোদকই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাব, পেশোয়ার, লক্ষ্ণৌ এবং পাটনা অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগকে "পয়োধি মোদক" সেবন করিতে দেখা যায়। স্তন্য দুগ্ধের সুপ্রাচুর্য্যহেতু তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানকে পেট ভরিয়া দুগ্ধ দিয়াও অন্য মা-মরা শিশুর ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ হন। পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি দ্বারা এই মোদক প্রস্তুত হয়।

সেবন-বিধি ও মাত্রা :—(১) সঙ্গে অন্য কোনও ঔষধ সেবন না করিলে প্রাতে, বিকালে ও সন্ধ্যায় এক হইতে দুই তোলা করিয়া "পয়োধি মোদক" চুষিয়া চুষিয়া খাইতে হইবে এবং তৎপরে সহ্যমত অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া ঈষদুষ্ণ গো দুগ্ধ সেবন করিতে হইবে।

(২) স্তন অত্যন্ত শুকাইয়া গেলে দুই বেলা দুই মাত্রা "পয়োধি মোদক" এবং একবেলা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও মিশ্রি (বা চিনি) সহ একমাত্রা "মকরধ্বজ" সেব্য।

(৩) সূতিকান্তিক পেটের গোলযোগ কিম্বা অরুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির লক্ষণ বা সম্ভাবনা দেখা গেলে জলযোগান্তে বা আহারান্তে "জীরকাদ্যাসব" বা "জীরকাদ্যরিষ্ট" এক মাত্রা এবং দিবসের অপর সময়ে দুইবার দুই মাত্রা "পয়োধি মোদক" সেব্য।

(৪) সাধারণ বা প্রসবান্তিক দুর্ব্বলতা অধিক থাকিলে একবেলা আহারান্তে বা জলযোগান্তে এক মাত্রা করিয়া "কস্তূরী ও অষ্টবর্গ ঘটিত

"বৃহদ্ দশমূলারিষ্ট" অথবা "বৃহৎ অশ্বগন্ধাসব" বা "বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট" এবং অপর সময়ে উপরে লিখিত ১নং ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেব্য।

(৫) অম্ল বা পিত্তের বা তীব্র বমনভাবের বা পেটের বেদনার প্রাচুর্য্য থাকিলে প্রতিবার আহারান্তে একমাত্রা করিয়া "শূলশঙ্কর" এবং অন্য সময়ে ২নং ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেব্য।

"পয়োধি মোদক" সর্ব্বদা খালি পেটেই সেব্য হইয়া থাকে।

পথ্যাদি :—মসুর ডাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা ভাত খাওয়া দুগ্ধহীনতা রোগে সর্ব্বোত্তম পথ্য। দুধ-ভাত খাওয়া বা বারাহি-কন্দের (পেস্তা আলুর) তরকারী দিয়া ভাত খাওয়া হিতকর। স্তন্য-দুগ্ধে বিবর্ণতা, অতি-তারল্য, অতিরিক্ত ঘনতা প্রভৃতি কোনও অজ্ঞাত-কারণ দোষ থাকিলে দুই চারিদিন মুষ্টিযোগ রূপে শুষ্ক-পাটপাতা ভিজান জল খাইলে এই দোষের সংশোধনে কতক সাহায্য হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর পথ্য শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইয়া যথাসাধ্য পুষ্টিকর করিয়া নির্ব্বাচন করা উচিত। অতিরিক্ত ঝাল, অতিরিক্ত তিক্ত, অতিরিক্ত টক্ সেবন এই রোগে অহিতকর। উপবাস, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক কঠোর শারীরিক-শ্রম, নিদারুণ শোক, মাদক-দ্রব্য সেবন ও স্বামী-সহবাসাদি কার্য্য স্তনের দুগ্ধকে শুষ্ক করে। এইজন্য এই সকল হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

এই ঔষধটী তৈরী হইবার পরে যথাসাধ্য টাট্‌কা অবস্থায় সেবন করিতে চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ ঔষধ দুই মাসের বেশী পুরাতন হওয়া উচিত নহে। এই কারণে নিজ প্রস্তুতকারককে পূর্ব্বাহ্নে পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করান সঙ্গত।

জীরকাদ্যাসব ও জীরকাদ্যরিষ্ট

প্রসবান্তিক দুর্ব্বলতা ও সূতিকা-জনিত নানা ক্লেশ নাশ করতঃ পাচকাগ্নি ও স্তন্য দুগ্ধ বর্দ্ধিত ও বিশোধিত করে। মাত্রা :—দুই ড্রাম হইতে অর্দ্ধ আউন্স। আহারান্তে শীতল জলসহ সেব্য।

পেটের পীড়া প্রবল থাকিলে ইহা দৈনিক দুই বা তিনবার এবং দুর্ব্বলতা, অরুচি, শোথ, রক্তহীনতা ও জ্বর-ভাবে ইহা সেবনের সঙ্গে কস্তুরী ঘটিত "বৃহৎ দশমূলারিষ্ট" সেব্য। সূতিকার সহিত জরায়ুর গোল-যোগ থাকিলে দৈনিক এক মাত্রা "অশোকাসব" বা "অশোকারিষ্ট" ও দুই মাত্রা জীরকাদ্যাসব বা জীরকাদ্যরিষ্ট সেব্য।

শ্রীরামবাণ রস

দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রের অব্যর্থ বাণ সমূহ যে ভাবে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়াছিল, এই বটিকা তদ্রূপ সদ্যঃ গ্রহণীকে বিনাশ করিয়া থাকে। শ্রীরামের বাণে খর ও দূষণ যেমন ধ্বংস হইয়াছিল, আমবাত ও অগ্নিমান্দ্যে ইহা তদ্রূপ অসামান্য শক্তিশালী। এই জন্যই ইহার নাম "শ্রীরামবাণ" রস।

সহপান :— পেটের অসুখে মুথার রস ও মধু। গ্রহণীতে ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু অথবা জামরুল পাতার রস ও মধু। অগ্নিমান্দ্যে আদার রস ও মিশ্রি।

আমবাতে রামবাণ আশ্চর্য্য উপকার করে। সহপান :—আদার রস, এরণ্ড মূলের রস, সৈন্ধব লবণ, অথবা আদার রস, বেলপাতার রস ও মধু।

রামবাণ অগ্নিমান্দ্য রোগাধিকারের ঔষধ হইলেও বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের অত্যদ্ভুত মনীষা ইহাকে জ্বররোগে সফলতার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বিস্তারিত "মৃত্যুঞ্জয় রসের" বিবরণে দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস

"মৃত্যুঞ্জয় রস" নবজ্বরের অতি প্রসিদ্ধ মহৌষধ। অভিজ্ঞ চিকিৎসক সহপান ভেদে "মৃত্যুঞ্জয় রস", "শ্রীরামবাণ রস", "মহালক্ষ্মী বিলাস", "নারদীয় মহালক্ষ্মী বিলাস", "বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব" প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ঔষধের সাহায্যে জ্বররোগের চিকিৎসায় সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই মৃত্যুঞ্জয় রস কার্য্যকারী মহৌষধ। সহপান :— নবজ্বরে শরীরে বেদনা থাকিলে আদার রস, বেলপাতার রস, শেফালিকা পাতার রস ও মধু। বাতপৈত্তিক জ্বরে ডাবের জল ও চিনি সহ, পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে মধু সহ এবং সন্নিপাত জ্বরে আদার রস সহ। দূষিত জলবায়ু সমুৎপন্ন জ্বরে অথবা ম্যালেরিয়ায় শিউলী পাতার রস, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু সহ সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রামবাণ ও মৃত্যুঞ্জয় রসের পার্থক্য :— রামবাণ অগ্নিমান্দ্য অধিকারের ঔষধ। জ্বরের সহিত পেটের কোনও গোলযোগ থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় রস অপেক্ষা রামবাণ অধিক ফলপ্রদ।

জ্বরে শ্রীরামবাণের ব্যবহার ও সহপান :— জ্বররোগীর শরীরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ইহা দুই তিন বার সেবনেই বেদনার উপশম হয়। সহপান,—শিউলী পাতার রস, বেলপাতার রস আদার রস ও মধু। জ্বরের সহিত আম বা তরল মলভেদ থাকিলে মুথার রস ও মধু সহ সেব্য।

রামবাণ ও মৃত্যুঞ্জয় রস সম্পর্কে সতর্কতা :—বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে জ্বরে হঠাৎ করিয়া এই দুই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। কেন তাহা অকর্ত্তব্য, তাহা মহালক্ষ্মী-বিলাসের ব্যবহার বিধিতে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহৎ কস্তূরী-ভৈরব

বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব সন্নিপাত জ্বরের প্রত্যেক অবস্থাতেই অমৃতের ন্যায় উপকারী। রোগীর কোনও অঙ্গের শীতলতা আসিলে অথবা নাড়ীর গতির ব্যাঘাত ঘটিলে কিম্বা ক্রমশঃ নাড়ী ডুবিয়া যাইতে থাকিলে অথবা জ্ঞানের বিলোপ, উন্মত্ত ভাব, প্রলাপ বকা ইত্যাদি মৃত্যুসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা অবিলম্বে সেবন করাইতে হয়। বায়ুজনিত বিকার, সূতিকারোগজনিত বিকার, রক্তপিত্ত রোগীর বিকার অথবা অপর কোনও গুরুতর রোগজনিত বিকার অর্থাৎ প্রলাপাদি ও অঙ্গ-বক্ত্র-নেত্রাদির অস্বাভাবিক পরিচালনে এবং জ্ঞানবুদ্ধির আংশিক বা সম্যক্ বিলোপ হেতু আস্ফালনাদিতে ইহা প্রযোজ্য।

অনুপান :—বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা অথবা ত্রিদোষ-প্রধান বিকারে তালের শাখার রস ও মধুসহ সেব্য। (তালের শাখা আগুনে সেঁকিয়া রস বাহির করিতে হয়)। বমনভাব থাকিলে শ্বেতচন্দন ঘসা, শশার বীজের শাঁস ও স্তন্যদুগ্ধ সহ সেব্য। বিষম জ্বরে আদার রস ও মধু কিন্তু কফ-প্রধান শরীরে পানের রস এবং মধু সহ সেব্য। বসন্তরোগীর বিকারে তাল-শাখার রস ও মধু সহ সেব্য, কফের প্রাধান্য থাকিলে সিকি রতি কর্পূর, পানের রস ও মধু সহ সেব্য। নিউমোনিয়া

রোগীর জন্য পানের রস মধু অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধুর কাথ ও মধু সহ অথবা দুই রতি নিশাদল এবং কাঁটানটের মূলের রস ও মধু সহ সেব্য।

অবস্থা বিবেচনায় দিনে রাত্রে দুই তিনবারও সেবন করা চলে।

অমৃতারিষ্ট

সবিরাম, অবিরাম, ম্যালেরিয়া, পালা, মৌকালীন, কুইনাইন-আটকা, প্লীহা ও যকৃত-সংযুক্ত, পৈত্তিক, জীর্ণ, দাহ, নব ও পুরাতন জ্বরের ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহা বিপজ্জনক উপসর্গের আগমন-পথ রুদ্ধ ও বিকারের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং বিনা উপদ্রবে জ্বরের পূর্ণ ত্যাগ ঘটায়। ইহা বিবর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎকে স্বাভাবিক, কোষ্ঠকে পরিষ্কৃত, ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তিকে সতেজ করে। কালাজ্বরে দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশাতীত ফল দর্শায়। জ্বর-বিরামের পরেও ইহা দুই মাস সেবনে সালসার ন্যায় উপকার হয়।

নূতন জ্বরের প্রথম পাঁচ সাত দিন বাদ দিয়া ইহা ব্যবহার্য্য। (মাত্রাদি এই গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

জ্বর থাকা অবস্থায় দিনে তিনবার ও জ্বর-বিরামে দিনে দুইবার সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে সামান্য লঘুপাক পথ্য গ্রহণীয়। প্রাতে ঔষধ সেবন-কালে একমাত্রা অকৃত্রিম মকরধ্বজকে মূল ঔষধরূপে গণনা করিয়া মধু সহ মকরধ্বজকে খলে মাড়িয়া সহপানরূপে একমাত্রা "অমৃতাসব" বা "অমৃতারিষ্ট" মিশাইয়া তৎপরে সমপরিমাণ শীতল জল সহ সেবন করিলে অধিক ফল হইবে। যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্যে জ্বর বিরামের পর

হইতে এক বা দুই বেলা "অমৃতাসব" সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দৈনিক একমাত্রা "রোহিতকারিষ্ট" সেবন উত্তম। দীর্ঘকাল জ্বরে ভুগিবার পরে যে সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী রক্তদুষ্টি দেখা দেয়, তাহাতে একবেলা "অমৃতারিষ্ট" ও একবেলা "সারিবাদ্যাসব" বা "অযাচক সালসা" ব্যবহার্য্য। পথ্যাদি বিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ অনুযায়ী করিতে হইবে।

বৃহৎ লোকনাথ রস

প্লীহা-যকৃত-সংযুক্ত জ্বরে, জীর্ণ জ্বরে ও পুরাতন জ্বরে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সহপান :—পিপুল চূর্ণ ও মধু। ইহার সমযোগ ব্যবহার সম্বন্ধে "চিত্রভানু"র শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

রোহিতকারিষ্ট

প্লীহানাশক, যকৃত-বিকার প্রশমক, পাণ্ডু-কামলাদি প্রশমক, রক্ত-প্রসাদক ও কুক্কুর-বিষ-হারক। রক্তদুষ্টি-রোগী "সারিবাদ্যরিষ্ট" এবং জ্বর-রোগী "অমৃতারিষ্ট" ও "লৌহাসব" সেবনকালে ইহা সেবনে দ্রুততর ফল পাইবেন। শিশুদের যকৃতের ক্রিয়া-খারাপে এই ঔষধ সহিষ্ণুতা-সহকারে তিন মাস কাল সেবনের দ্বারা অনেক প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে।

মাত্রা সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দীর্ঘকালের আমাশয় রোগী এক বেলা "কুটজারিষ্ট" এবং অপর বেলা "রোহিতকারিষ্ট" সেবনে উপকৃত হইবেন।

চিত্র-ভানু

যকৃত-বৃদ্ধির রোগী এবং প্লীহা-রোগী এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। দুই বেলা রোহিতক ছাল সিদ্ধ জল সহ সেব্য। ছোট পিঁয়াজ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া সমপরিমাণ আদার রস ও দ্বিগুণ কাগজী বা জামির লেবুর রসের সহিত মোটামুখের শিশিতে ভরিয়া পনের দিন রৌদ্রপক করিবার পরে যে নির্য্যাস বাহির হয়, কঠিন রোগীর পক্ষে উহা একটা উত্তম সহপান। অন্যথায় সাদা জল সহপানও চলে। এই ঔষধ খালি পেটে খাইতে নাই, সামান্য জলযোগের পরে সেব্য। ইহার সহিত "কান্তা বটিকার" উপাদানগত সাম্য আছে। এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইহা সেবন উচিত নহে।

গোময় গরম করিয়া পেটে (যকৃতের বা প্লীহার স্থিতি-স্থানের উপরে) দৈনিক দুইবার করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। ইহাতে অসুবিধা থাকিলে "প্রসিদ্ধ মালিশ" ব্যবহার্য্য।

জ্বরযুক্ত প্লীহারোগী এক বেলা "চিত্রভানু" এবং এক বেলা "অমৃতারিষ্ট" সহপানে "বৃহৎ লোকনাথ রস" সেবন করিবেন। জ্বরহীন প্লীহায় এক বেলা "চিত্র-ভানু", অপর বেলায় "অমৃতাসব" বা "অমৃতারিষ্ট" সেব্য। পৈত্তিক-দাহ-সহকৃত প্লীহায় তদতিরিক্ত একবেলা "সারিবাদ্যরিষ্ট" বা "অযাচক সালসা" সেব্য। জীর্ন-জ্বর-যুক্ত বা ক্ষয়-জ্বর-যুক্ত প্লীহায় এক বেলা চিত্র-ভানু ও এক বেলা "লৌহাসব" সহপানে "বৃহৎ লোকনাথ" রস সেব্য।

লৌহাসব

পুরাতন জ্বরে বা ক্ষয়জ জ্বরে মহাফলপ্রদ মহৌষধ। 'অমৃতাসব' সেবনকালে ইহা সেবনে দ্রুত শরীরে রক্তকণিকা বর্দ্ধিত হয়। যকৃতের

ক্রিয়া-বৈষম্যে ইহা সেবনের সহিত "রোহিতকারিষ্ট" সেবন হিতকর। মাত্রা সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পুরাতন জ্বর-রোগী দুর্ব্বলতা নাশের জন্য দৈনিক এক মাত্রা কুঁচিলা-ঘটিত অশ্বগন্ধারিষ্ট বা "অশ্বগন্ধাসব"ও সেবন করিবেন। পুরাতন জ্বরযুক্ত শোথ রোগীকে দৈনিক একমাত্রা নবায়স লৌহ ও লৌহাসব সহপানে এবং দুই মাত্রা করিয়া শুভ্রপর্পটী শ্বেত পুনর্ণবাসব অথবা ডাবের জলের সহিত দিতে হইবে।

নবায়স লৌহ

যে সকল রোগী সর্ব্বদাই জ্বর-জ্বরভাব বোধ করেন, তাহাদের পক্ষে সমধিক উপকারী। যকৃতের ক্রিয়া সংশোধন করিয়া পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি বিদূরিত করিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহা অবস্থাভেদে অমৃতাসব বা অমৃতারিষ্ট সহপানে অথবা রোহিতকাসব সহপানে ব্যাবহার চলিতে পারে। প্লীহা-যকৃতের প্রকোপ কমাইবার জন্য দুইরতি শোধিত (ঘৃতে ভর্জ্জিত) হিং এবং তিনরতি পেঁপের কষের (আঠার) সহিত সেব্য। প্লীহা-যকৃত বর্দ্ধিত হইলে ১০ বিন্দু পেঁপের আঠা চিরতা ভিজান জল ও মধু সহ এবং যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধনের জন্য শুলঞ্চের রস ও মধু সহ, অথবা চিরতা ভিজান জল ও মধু সহ অথবা রোহিতকাসব সহ সেব্য। শোথ নিবারণের জন্য পুনর্ণবাসব সহ অথবা পুনর্ণবার পাতার রস ও পাথরকুচির পাতার রস সহ সেব্য। (সাধারণ আমাশয়ে ত্রিফলার জল বা চূর্ণ, দধি এবং চিনি সহ সেব্য।) প্রবল শোথে দৈনিক দুইমাত্রা নবায়স লৌহ এবং দুই মাত্রা শুভ্রপর্পটী ব্যবহার্য্য। শোথ রোগের চিকিৎসায় যে লবণ বর্জ্জন করিতে হয়, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পুনর্ণবাসব

প্লীহা এবং যকৃত সংযুক্ত জ্বরে যখন রোগীকে শোথে আক্রমণ করে, অথবা আমাশয়ের বা হৃদ্রোগের পরিণামে হাত, পা, মুখ প্রভৃতি জলে ফুলিয়া যায়, তখন ইহা বিশেষ উপকারী। মাত্রাদি সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পার্থাদ্যাসব ও পার্থাদ্যরিষ্ট

অর্জ্জুনছাল এই ঔষধের প্রধান উপাদান

হৃৎস্পন্দন, হৃল্লাস, বুক ধড়ফড় করা, হৃদ্-যন্ত্রের দুর্ব্বলতা-জনিত শিরোঘূর্ণন, দীর্ঘকাল অসুখে ভোগার দরুণ হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপসর্গে মন্ত্রশক্তিবৎ ক্রিয়া করিবে। যদি আপনার দুই, চারি, পাঁচ বা দশ বৎসর পূর্ব্বেও কখনও কঠিন আমাশয় রোগ হইয়া থাকে এবং তাহা সারিয়া গিয়াও থাকে, তথাপি এখন কোনও কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিকমত চলিতেছে না বলিয়া অনুভব করিলে, দ্বিরুক্তি না করিয়া অযাচক আশ্রমের প্রস্তুত "পার্থাদ্যাসব" সেবন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হইবেন। শোথ, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগেও এই মহৌষধ অব্যর্থ ফলপ্রদ,—কারণ, তাহারা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াবৈষম্য হইতেই জন্মে। বায়ুরোগের ঔষধাদি প্রয়োগ এবং সেবন করিয়াও যদি আপনার শিরোঘূর্ণন না কমে, তবে জানিবেন, এই শিরোঘূর্ণন বায়ুজনিত নহে, ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের অজ্ঞাত দুর্ব্বলতা হইতে জাত এবং "পার্থাদ্যরিষ্ট" বা "পার্থাদ্যাসব" সেবনই আপনার প্রয়োজন। হৃদ্রোগের যে-কোনও অবস্থায় ইহা স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে নির্ব্বিচারে ব্যবহার্য্য।

১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই ড্রাম বা ১২০ ফোঁটা, তদূর্দ্ধ বয়সে অর্দ্ধ আউন্স ঔষধ শীতলজলসহ আহারান্তে দৈনিক দুইবার সেবনীয়। দীর্ঘকালের রোগী প্রাতের ঔষধ সেবনকালে একমাত্রা অকৃত্রিম মকর-ধ্বজকে মূল ঔষধরূপে গণনা করিয়া মিশ্রিসহ মকরধ্বজকে খলে মাড়িয়া সহপানরূপে এক মাত্রা "পার্থাদ্যাসব" মিশাইয়া তৎপরে সমপরিমাণ শীতল জলসহ সেবন করিবেন। অতিরিক্ত দুর্ব্বল রোগী দৈনিক "পার্থা-দ্যাসব" সেবনের সাথে একবার করিয়া 'কস্তুরী' ঘটিত 'বৃহৎ দশমূলারিষ্ট' অথবা 'বৃহৎ-অশ্বগন্ধাসব' সেবন করিবেন। হৃদরোগের সহিত প্রমেহ রোগ থাকিলে দৈনিক একমাত্রা 'চন্দনাসব' অথবা "বিন্দুবন্ধ" এবং প্রমেহ হইতে দুর্ব্বলতা বা বায়ু-প্রাবল্য জন্মিয়া থাকিলে টনিক হিসাবে "যোগেন্দ্র রস", শ্বেতপ্রদর থাকিলে দৈনিক এক মাত্রা বা দুই মাত্রা 'পত্রাঙ্গাসব', রক্তপ্রদর থাকিলে দৈনিক এক মাত্রা 'অশোকারিষ্ট' সহপানে "চন্দ্রাংশু রস", কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এক মাত্রা "মহাদ্রাক্ষাসব" এবং শোথ প্রবল হইলে পার্থাদ্যাসব সহপানে নবায়স লৌহ বা পুনর্ণবাসব সহপানে নবায়স লৌহ; বা রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দৈনিক এক মাত্রা "সারিবাদ্যাসব" প্রত্যহ দুই মাত্রা 'পার্থাদ্যাসব' সেবনের সঙ্গে সেব্য। যোষিতপস্মার (স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া) রোগের পূর্ণ বা আংশিক লক্ষণসহ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্য অনুমান করিলে এক বটী "চন্দ্রাংশু রস"কে মূল ঔষধরূপে গণনা করিয়া এক মাত্রা "পার্থাদ্যাসব"কে সহপানরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। হৃদরোগীর পক্ষে সর্ব্বদাই মূত্রকৃচ্ছ্র-কারক পথ্য বর্জ্জনীয় এবং প্রীতিকর পরিস্থিতিতে অবস্থান বিধেয়।

কুটজাসব ও কুটজারিষ্ট

গ্রহণী রোগের মহৌষধ। শ্বেত ও রক্ত আমাশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ রক্তাতিসার, তজ্জনিত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতিতে হিতকর। (মাত্রা সম্পর্কে ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আমাশয়-ঘটিত হৃদ্রোগে পার্থাদ্যাসব সেবনের কালে দৈনিক এক-মাত্রা কুটজাসব বা কুটজারিষ্ট ব্যবহার্য্য। পুরাতন গ্রহণীতে দৈনিক দুই মাত্রা কুটজাসব বা কুটজারিষ্ট এবং একমাত্রা মদনানন্দ মোদক ব্যবহার্য্য। আম-সংযুক্ত মলভেদে এক বেলা অগ্নিকুমার রস ও এক বেলা কুটজাসব বা কুটজারিষ্ট ব্যবহার্য্য। প্রবল জ্বরাতিসারে এবং জ্বর-সংকুল আমসংযুক্ত দাস্তে দৈনিক দুই তিন মাত্রা সিদ্ধ প্রাণেশ্বর এবং একমাত্রা কুটজাসব বা কুটজারিষ্ট ব্যবহার্য্য। উল্লিখিত যে কোনও ঔষধ -সমযোগ সেবনকালে দৈনিক এক বা দুই মাত্রা করিয়া "শূলশঙ্কর" সেবন করিলে ব্যাধি সমূলে নির্ম্মূল হইতে সহায়তা করিবে।

কীটহারী

ক্রিমি রোগের নির্দ্দোষ মহৌষধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ছোট শিশুদের ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ক্রিমি ব্যতীত গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগও আরোগ্য হয়। ইহাতে উগ্রবীর্য্য কোনও উপাদান নাই। ইহা সেবনে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। নিয়মিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি মরিয়া মলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং ক্রিমিজনিত যাবতীয় উপসর্গ বিনষ্ট হয়। ইহা শিশুদের যকৃতের মহৌষধ। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও ক্রিমির উপদ্রব হইলে

চূণের জল মিশ্রি সহ "কীটহারী" সেব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া ক্রিমির উপদ্রব হইলে আনারসের কচি পাতার রস, ভাইট পাতার রস এবং চিনি বা মধু সহ "কীটহারী" সেব্য। অম্ল, অজীর্ণ, বমনভাব প্রভৃতি সহ ক্রিমির উপদ্রব হইলে একবেলা চূণের জল সহ "পর্ণপত্রী" এবং অপর বেলা "কীটহারী" যথাসঙ্গত সহপানে সেব্য।

হরীতকী খণ্ড

অম্লশূল, অম্লজনিত যাবতীয় বেদনা, আমবৎ মলত্যাগ প্রভৃতিতে মৃদু জোলাপের জন্য হরীতকী-খণ্ড উপকারী। বায়ু এবং অর্শরোগে ইহা সুফল প্রদান করে। যাবতীয় পেটের পীড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্যে, অনিয়মিত কোষ্ঠে ইহা কার্য্যকরী। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি করে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নাই। সর্ব্বপ্রকার রোগজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যেই ইহা উপকারী। ইহা সেবনে কখনো অতিরিক্ত দাস্ত হইয়া শরীর দুর্ব্বল করে না বলিয়াই দৈহিক কার্য্যের ক্ষতি হয় না এবং স্নান আহারাদি নিয়মিত সময়ে করা যায়। শিশু হইতে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে পরদিবস প্রত্যুষে একবার কি দুইবার দাস্ত হইয়া উদরস্থ কুপিত মল নিঃসরণ করিয়া শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল রাখে। প্রথম দুই এক দিনে সুফল না হইলে ধারাবাহিক কয়েকদিন সেবন করিলেই মলনালীর গতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

পিত্তশূল, অম্লশূল, অম্লপিত্ত ও অজীর্ণের রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে দুইবেলা আহারের পরে "শূলশঙ্কর" এবং রাত্রে "হরীতকী খণ্ড" সেবন বিধেয়।

ব্যবহার বিধি :—মাত্রা এক তোলা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত "হরীতকী-খণ্ড" রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে গরম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

ইচ্ছাভেদী রস

ইহা সুনিশ্চিত জোলাপ। সাধারণ মৃদু জোলাপ ব্যবহারে যাহাদের কাজ হয় না, ইহা তাহাদের পক্ষে নিশ্চিত ফলদায়ক। ইহা প্রধানতঃ উদরী ও আনাহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্যবহার্য্য। শূল, বাত, এবং রক্তদুষ্টির রোগীতে ব্যবস্থাপিত ঔষধ ব্যবহার শুরু করিবার পূর্ব্বে ইহা দ্বারা পেট সাফ করিয়া নেওয়া হয়। ইহা প্রয়োগের ফলে অত্যধিক দাস্ত হইলে অহিফেন ঘটিত ঔষধ দিয়া দাস্ত বন্ধ করিতে হয়। এই জন্য শিশু, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, শ্রান্ত, অতিক্রান্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রয়োগ করা নিষেধ।

উদরী রোগীর জন্য রাত্রিতে শয়ন কালে অথবা প্রাতে চিনির জল সহ সেব্য। ইচ্ছাভেদী প্রয়োগ করিয়া রোগীকে লঘুপথ্য দিতে হয়।

এই ঔষধ সেবনান্তে যতক্ষণ শীতল জল পান করা না হয়, ততক্ষণ বিরেচন বা মল-ভেদ চলিতে থাকে। যাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিরেচন বন্ধ করা আবশ্যক, তাহারা দুই একবার দাস্তের পরেই শীতল জল পান করিবেন। গরম জলে মিশ্রিত করিয়া একটী বটিকা সেব্য। সেবনান্তে যতবার গরম জল খাওয়া যায় ততবার দাস্ত হয়।

অগ্নিকুমার রস

ইহা অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতার বিশেষ প্রচলিত ও সাধারণ ঔষধ। অক্ষুধা; আহারে অরুচি, ভস্কা মলভেদ, উদরে বায়ুসঞ্চয়, পেট

বেদনা এবং আমসংযুক্ত মলভেদ প্রভৃতি উপসর্গে উপকার পাওয়া যায়।

সহপান :—যে-কোনও অবস্থায় গরম জল অথবা লেবুর রস ও গরম জল। আমসংযুক্ত মলভেদ থাকিলে আমরুল শাকের রস ও মধু অথবা বেলশুঁঠ সিদ্ধ জল। তরল মলভেদে মুথার রস, জায়ফল ঘষা, মধু অথবা খঁাধুনী অর্দ্ধতোলা জলে পেষিয়া কাপড়ে নিংড়াইয়া সেই রস। অজীর্ণে গরমজল অথবা লেবুর রস মিশ্রিত গরম জল অথবা জোয়ান বাটা লেবুর রস মিশ্রিত গরম জল। সাধারণতঃ অগ্নিকুমার কোষ্ঠ-পরিষ্কারের জন্য গরম জল সহ এবং পায়খানা বন্ধ করিবার জন্য চূণের জল সহ সেব্য।

জ্বরের সহিত পেটের গোলমাল থাকিলে শ্রীরামবাণ রস প্রযোজ্য। কিন্তু বসন্তের প্রাদুর্ভাব কালে শ্রীরামবাণ ব্যবহার না করিয়া অগ্নিকুমারই ব্যবহার্য্য। অগ্নিকুমার রসের ব্যবহার-ক্ষেত্রে ইহার পরিবর্ত্তে যে-কোনও সময়ে নির্ব্বিচারে "শূলশঙ্কর" প্রয়োগ করা চলে।

শুভ্র-পর্পটী

মকরধ্বজ যেমন সর্ব্বরোগে ব্যবহার্য্য, শুভ্রপর্পটী প্রায় তদ্রূপ বহু-বিধ রোগের বহু অবস্থায় ব্যবহার্য্য। বহুবিধ রোগেই ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, তরল মলভেদ, অক্ষুধা, অরুচি, উদরবেদনা, অম্লজ বা পিত্তজবমন, উদরে বায়ুসঞ্চয়, অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ যকৃৎ-ঘটিত উপসর্গে ইহা বজ্রতুল্য মহৌষধ। ইহা সন্নিপাত-জ্বরের (টাইফয়েডের) উদরাধ্মানে এবং তরল মলভেদে বজ্রের ন্যায়

কার্য্য করে। এই জন্যই "শুভ্র পর্পটীর" অপর এক প্রচলিত নাম হইতেছে "বজ্রক্ষার"। ইহাকে চল্‌তি কথায় "শাদাচটি"ও বলে। শুভ্র-পর্পটীতে জ্বরের তাপ কমাইবার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দিবসে দুই তিন হইতে চারি মাত্রা সেবনে ক্রমশঃ জ্বরের তাপ কমিয়া যায়। মাত্রা সাধারণতঃ এক আনা, বিশেষ ক্ষেত্রে দুই আনা। শিশুদের মাত্রা ১ হইতে দুই রতি।

সহপান :—অম্ল ও অজীর্ণে গরম জল, অথবা লেবুর রস সৈন্ধব লবণ ও গরম জল, অথবা জোয়ান বাটা লেবুর রস সৈন্ধব লবণ গরম জল। তরল মল-ভেদে লেবুর রস সৈন্ধব লবণ শীতল জল সহ দুই এক ঘণ্টা পরে পরেই দুই চারি মাত্রা সেব্য। কলেরায় প্রস্রাব বন্ধ হইলে বা অন্য কারণে মূত্রকৃচ্ছ্রতা জন্মিলে পাথর কুচির পাতার রস সহ সেব্য। পাথরকুচির পাতার সহিত শুভ্রপর্পটী বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলেও মূত্রকৃচ্ছ্রতায় উপকার হয়। শোথরোগে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা দুই বেলা পথ্যের পরে দুই আনা মাত্রায় শুভ্রপর্পটী শ্বেতপুনর্ণবার রস অথবা ডাবের জল সহ সেব্য। কলেরাতে এক আনা মাত্রায় শুভ্র-পর্পটী এক আনা সৈন্ধব লবণ ও সিকি রতি মাত্রায় কর্পূর সহ (অথবা প্রয়োজন হইলে তিনরতি পরিমাণ জায়ফলঘষা-সহ) দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর দুই হইতে আট মাত্রা সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। কলেরা রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধের ফাঁকে ফাঁকে দুই তিনবার গরম জল সহ "অগ্নিকুণ্ডী রস" সেব্য।

একমাত্র শোথরোগ ব্যতীত উল্লিখিত সকল অবস্থায়ই নির্ব্বিচারে "শূলশঙ্কর" ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য উপকার পাওয়া গিয়াছে।

কর্পূর ও মিশ্রিসহ শুভ্রপর্পটী সেবনে শিশুদের উৎকাসি সারিয়া যায়।

অগ্নিতুণ্ডী রস

অম্ল ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগীর উদর-বেদনায় "অগ্নিতুণ্ডী" রস অব্যর্থ ফলপ্রদ। অন্য ঔষধের ফাঁকে ফাঁকে দুই তিনবার গরম জল সহ সেব্য।

ভাস্কর লবণ

অম্ল-অজীর্ণ রোগের ইহা বহু প্রচলিত মহৌষধ। ভুক্তদ্রব্য যথা-সময়ে পরিপাক না হইয়া বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে অথবা মলের পিচ্ছিলতা হইলে, অপক্ক মলনির্গম বা আমযুক্ত মলনির্গম হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও পাতলা দাস্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অম্ল ও অজীর্ণে উষ্ণজল সহ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাত্রা দুই আনা।

উল্লিখিত সকল অবস্থায় নির্ব্বিচারে "শূলশঙ্কর" ব্যবহার্য্য এবং "শূলশঙ্কর" ভাস্কর লবণ অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী এবং অনেক দ্রুত-ফলপ্রদ মহৌষধ। তথাপি সাধারণ অম্লাজীর্ণে ভাস্কর-লবণ ভাল ঔষধ।

শূলশঙ্কর

অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার শূলরোগে অব্যর্থ।

"শূলশঙ্কর" সর্ব্বপ্রকার শূলরোগের অপূর্ব্ব-ফলপ্রদ মহৌষধ। পিত্ত-শূল, অম্লশূল, অজীর্ণ, পরিণামশূল, অন্নদ্রবশূল, আমশূল, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অম্লোদ্গার, অম্লবমন, বমনেচ্ছা, পেটফাঁপা ও সূতিকায় অব্যর্থ। রোগ পুরাতন হইলে ৫।৭ শিশি পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

সোডা প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সেবনেও যাঁহারা আরোগ্য লাভ করেন নাই, শূল-বেদনায় অসহ্য যন্ত্রণায় যাঁহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এমনকি বেদনার জ্বালায় আত্মহত্যা করিতেও যাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন, "শূল-শঙ্কর" তাঁহাদের পক্ষে জীবন-দাতা অমৃতস্বরূপ। যেরূপ কঠোর ও অসহনীয় শূলবেদনা হউক না, একমাত্রা সেবনে তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইবে। পিত্তশূল, অম্লশূল, অজীর্ণশূল, আমশূল এবং ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-সময়ে বা পরিপাক হইলে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাতে শূলশঙ্কর সিদ্ধ ফলপ্রদ। অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, বুকজ্বালা, গলাজ্বালা, অম্লোদ্গার, অম্লবমন, বমনেচ্ছা, পিত্তবমন, উদরে বায়ুসঞ্চয়, অম্লপিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যকৃত-ঘটিত উপসর্গেও "শূলশঙ্কর" অমোঘ। অম্ল ও অজীর্ণ রোগে যত ঔষধ প্রচলিত আছে, আমরা খুবই আশা করি যে, তাহাদের একটী ঔষধও "শূলশঙ্করের" সমকক্ষ নহে। ইহা সেবনে পেটফাঁপা, পেটকামড়ান, টক্‌ ঢেকুর, দম্‌কা ভেদ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবজনক উপসর্গ সত্বর নিবারিত হয়। ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে এবং পরিপাক শক্তি জন্মাইতে এইরূপ মহোপকারী ঔষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি গুরুতর ভোজনের পরও যদি একমাত্রা "শূলশঙ্কর" সেবন করেন, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে উদরস্থ সমুদয় বস্তু জীর্ণ হইয়া যাইবে। ডিস্‌পেপসিয়া রোগাক্রান্ত ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে "শূলশঙ্করের" ন্যায় নিত্যসহায় পরমবান্ধব আর কিছুই থাকিতে পারে না। একথা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না, আয়ুর্ব্বেদীয় এলোপ্যাথিক ও হেকিমি বা ইউনানি শাস্ত্রে "শূলশঙ্করের" তুল্য ঔষধ আর দ্বিতীয় একটীও নাই বা থাকিতে পারে না।

সম্প্রযোগ :—দীর্ঘকালের দুর্ব্বল অজীর্ণ রোগী এক বেলা বৃহৎ

দশমূলারিষ্ট এবং দুই বেলা শূলশঙ্কর খাইবেন। সূতিকা রোগিণী দুই বেলা বৃহৎ দশমূলারিষ্ট এবং দুই বেলা শূলশঙ্কর ব্যবহার করিবেন। অসাধ্য শূল রোগী এক বেলা "শূল-মিহির" ও দুই বেলা "শূলশঙ্কর" খাইবেন। যে সকল শূল-রোগীর যকৃতের ক্রিয়া-শক্তি বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা অজীর্ণের কিম্বা শূল রোগের সহিত পাণ্ডু বা কামলা রোগের আভাস বা আংশিক লক্ষণও দেখা গিয়াছে, তাঁহারা দুইবেলা শূলশঙ্কর এবং দুই বেলা পর্ণপত্রী সেবন করিবেন।

ব্যবহার-বিধি :—দুই বেলা আহারের পরেই দুই আনা ওজনের ঔষধ এক আউন্স চিরতা-সিদ্ধ গরম জল অথবা শীতল জল সহ সেব্য। (চিরতার জল এক বেলা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেই দুই বেলা চলিবে, রাত্রিতে গরম করিয়া নিলেই হইবে)। অপর যে-কোনও সময়ে বুকজ্বালা অথবা শূলবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা দিলেই একমাত্রা ঔষধ জল সহ সেবন করিবেন। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরে এক তোলা লেবুর রস সেবনে দ্রুত উপকার হয়। কোষ্ঠশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। প্রাতে ২।৩টী পাটনাই হরীতকী দুই আনা সৈন্ধব লবণ সহ বাটিয়া গরম জল দ্বারা খাইবার পরে এক পোয়া গরম জল পান করিলে ২।১ ঘণ্টার মধ্যে কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইয়া যাইবে।

পথ্যাপথ্য :—রোগের অবস্থা-বিশেষে পুরাতন চাউলের ভাত, দুধ-সাবু, দুধ-খৈ, বার্লি প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন। যাহাদের অগ্নিবল একদম কমিয়া গিয়াছে, এইরূপ অম্ল, অজীর্ণ, শূলরোগীর পক্ষে দিবসে মৎস্যের-ঝোল ভাত এবং রাত্রিতে দুধসাবু, দুধবার্লি, দুধ-খৈ সুপথ্য জানিবেন। ডাবের জল, পেঁপে, কিসমিস এবং সর্ব্বপ্রকারের লেবু হিতকর। কাঁচামুগের ডাল ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ডাল বর্জ্জন করিবেন।

মাংস, পিয়াজ, রসোণ, শাক, ভাজা, অম্বল, গুরুপাক-দ্রব্য, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এবং রৌদ্র সেবন নিষেধ। সর্ব্বরোগেই ভগবানের নামজপ বিশেষ হিতকর। সংযত জীবন-যাপনে আরোগ্য দ্রুত হয়।

শূল-মিহির

অত্যন্ত কঠিন শূলরোগীর ইহা ব্যবহার্য্য। পিত্তশূল, পরিণামশূল ও অন্নদ্রব শূলের ইহা মহৌষধ। প্রাতে এক চিম্‌টি (৩।৪ রতি) সাধারণ লবণ বা সৈন্ধব লবণ মুখে লইলে মুখমধ্যে যে জল-সঞ্চার হইবে, তাহা সহযোগেই একটী করিয়া বড়ি গিলিয়া খাইতে হয়। এই ঔষধ সেবন-কালে মাটির হাঁড়িতে রন্ধন করা আহারীয় গ্রহণ করিতে হয় এবং ধাতুপাত্রে পরিবেশিত অন্ন পানীয় সেবন করা যায় না। নিতান্ত অসুবিধার স্থলে অবশ্য বহুরোগীই এই বিধিটুকু পালন করিতে পারেন না, তবু পালন করিলে ফল বেশী হয়, ইহা সত্য। এই ঔষধ "শূল-শঙ্কর" নামক ঔষধের সেবন কালে একই দিনে পৃথক্ সময়ে সেবনীয়। শূল-মিহির অসাধ্য শূলরোগের অব্যর্থ ঔষধ সত্য, কিন্তু "শূলশঙ্কর" বাদ দিয়া শুধু "শূলমিহির" সেবনের দ্বারা রোগী নিরাময় হইতে দেখা যায় না। এই কারণে পথ্যাপথ্যের বিবরণ শূলশঙ্করের ব্যবহার প্রণালীর সহিত লিখিত হইল।

পর্ণপত্রী

ইহা শূলরোগের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ। শীতল জল সহ সেবনে যকৃতের ক্রিয়া ভাল করে, চুণের জল সহ সেবনে ক্রিমিদোষ নিরাময়

করে। যাহাদের মুখে জল উঠে, তাহারা ইহার বিশেষ ক্ষেত্র। শূল-শঙ্করের ও শূলমিহিরের সমযোগে ইহা দীর্ঘকাল সেবনে চল্লিশ বৎসরের পুরাতন শূলরোগীও নিরাময় হইতে দেখা যাইতেছে। মাত্রা দুই আনা।

মহাকুলক

কুঁচিলা এই ঔষধের প্রধান উপাদান। অজীর্ণ রোগ এবং অজীর্ণ-জনিত দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর করিতে অদ্বিতীয়। বেলা দুইটার পরে এবং সূর্য্যাস্তের আগে সেব্য, অন্য সময়ে নহে। মাত্রা এক বটিকা। সহপান,—কাগজী লেবুর রস বা ট্যাবা লেবুর রস বা জামিরের রস বা যে-কোনও অম্লাস্বাদ লেবুর রস বা তেঁতুল পাতার রস এবং সৈন্ধব লবণ। কলেরা রোগীকে দিনে বা রাত্রে যে কোনও সময়ে দেওয়া যায় এবং এই একটি ঔষধেই কলেরার আগাগোড়া চিকিৎসা চলিতে পারে।

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর

জ্বরসংযুক্ত অতিসার ও বাতজ গ্রহণী রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরাতিসারে রোগীর পাত্‌লা অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত এবং উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গে দিবসে ইহা দুই তিনবার এবং রাত্রিতে দুই একবার ব্যবহার করিতে হয়। জ্বরাতিসারে সঙ্কটজনক অবস্থায় রোগী যখন অসাড়ে দাস্ত করিতে থাকে, তখন ইহা অত্যন্ত হিতকর।

সহপান :—পানের রস সহ সেবন করিয়া কিছুকাল পরে একটু উষ্ণ জল পান করিতে দিতে হয়। অথবা মুথার রস মধু, অথবা ভাজা জীরে চূর্ণ মধু সহ সেব্য।

মহাগন্ধক বটিকা

শিশুদিগের উদরাময়ে মহাগন্ধক বটিকা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শিশুদিগের আমাশয় ও রক্তামাশয়েও ইহা অত্যন্ত উপকারী। সূতিকা রোগেও ইহা হিতকর।

মাত্রা :—পূর্ণ বয়সে এক বটিকা, ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়সে অর্দ্ধ বটিকা, তন্নিম্ন বয়সে এক বটিকার এক-চতুর্থাংশ।

সহপান :—তরল মলভেদে মুথার রস মধু, অথবা লবঙ্গ বাটা মিশ্রি অথবা বালা পাতার রস মধু, অথবা রাঁধুনি জলে বাটিয়া কাপড় দ্বারা নিংড়াইয়া উহার রস বাহির করিয়া মধু সহ সেব্য। মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলে কচি ডালিম পাতার রস মধু অথবা শিয়াল-মোত্রার (কুকসিমার) মূলের রস মধু অথবা আয়াপান (বিশল্যকরণী) পাতার রস মধু অথবা কুচ্চি ছালের রস মধু সহ সেব্য। আমাশয়ে ভাজা জীরে চূর্ণ মধু অথবা আম্রছাল ও জাম ছালের রস মধু অথবা জিকা (ডকা, বাদী, কাপিলা, কাইমালা) ছালের রস ও চিনি সহ সেব্য। সূতিকা রোগে নীলঝিটির কাথ বা রস ও মধু সহ সেব্য।

ভুবনেশ্বর বটিকা

ইহা অতিসার প্রভৃতি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়। অতিসার, গ্রহণী, আমাশয়, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগে ইহা চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা শীতল জল সহ সেব্য।

সহপান :—অম্ল অজীর্ণে আহারের পরে শুধু গরম জল অথবা লেবুর রস গরম জল সহ সেব্য। পেটফাঁপায় লবঙ্গ বাটা লেবুর রস গরম জল সহ সেব্য। আমাশয়ে আমরুল শাকের রস মধু অথবা বেলশুঁঠ সিদ্ধ জল অথবা শিয়ালমোত্রার (কুকসিমা) গাছ ও মূলের রস মধু সহ সেব্য। রক্তামাশয়ে কুর্চ্চি ছালের রস মধু অথবা আয়াপান (বিশল্য-করণী) রস মধু সহ সেব্য।

শ্রীনৃপতি বল্লভ

ইহা গ্রহণী অধিকারের ঔষধ। সহপান :—শূলে আদার রস মধু। মন্দাগ্নিতে আদার রস মধু। গ্রহণী রোগে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে আদার রস মধু অথবা হরীতকী বাটা সৈন্ধব লবণ। গ্রহণীতে ভাজা জীরে চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ও মধু। তরল দাস্তে মুথার রস ও মধু। পাইখানা কষাইতে ১২টী মুথা বাটিয়া আমরুল পাতার রস অর্দ্ধ তোলা ও ৩০ ফোঁটা মধু। আমগ্রহণী, গ্রহণী ও অর্শরোগে আমরুল পাতা ও থানকুনির মিলিত রস দুই তোলা ও মধু ত্রিশ ফোঁটা।

আনাড়ীর অব্যর্থ কলেরা-চিকিৎসা

পল্লীগ্রামে কলেরা বা ওলাউঠা হইলে অনেক লোকই উপযুক্ত চিকিৎসক পান না বলিয়া বিনা-চিকিৎসায় মারা যান। আমরা সাধারণ উপদেশ মাত্র প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী মাত্র ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা শত শত অশিক্ষিত ব্যক্তিদের গ্রামে অল্প শিক্ষিত চিকিৎসকেরও দ্বারা অসংখ্য কলেরা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পর্ণপত্রী :—পেটফাঁপা, বমনভাব, বদ-হজম, অজীর্ণ, অস্বস্তি বা দুই একবার অর্দ্ধতরল বা তরল মলভেদ দেখা মাত্র এক ঘণ্টা অন্তর মোট দুই মাত্রা।

শূলশঙ্কর :—উপরি-উক্ত অবস্থা সমূহ একটু অধিক উদ্বেগ-সহকৃত হইলে এক ঘণ্টা অন্তর মোট দুই মাত্রা।

অগ্নিতুণ্ডী রস :—মাঝে মাঝে পেটে হঠাৎ প্রবল বেদনা থাকিলে অগ্নিতুণ্ডী রস অন্য ঔষধের ফাঁকে ফাঁকে দুই তিনবার গরম জল সহ সেব্য।

শুভ্র পর্পটী :—ব্যবহার বিধি ১১০ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাকুলক :—রোগীর মনে মৃত্যুভয়, আত্মহত্যার ইচ্ছা বা অধিক আতঙ্ক আসিলে এবং উপরে লিখিত তিনটী ঔষধের যে কোনও প্রয়োগ-ক্ষেত্রে রোগের পীড়ন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিলে প্রথম প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা করিয়া মোট দুই মাত্রা এবং তৎপরে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা করিয়া মোট দুই মাত্রা সেব্য। হাত-পায়ের খিঁচুনি, আক্ষেপ বা কম্প, তাপবৃদ্ধি বা তাপহ্রাস প্রভৃতির আভাস-মাত্র দেখিলে ইহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। উল্লিখিত লক্ষণগুলি না দেখিলেও নির্ভয়ে প্রয়োগ চলে। কলেরা রোগীতে ইহা প্রয়োগের কোনও সময়-অসময় বিচার নাই।

থাইমো-ক্যাম্ফার :—যোয়ানের তৈল এবং কর্পূর ইহার প্রধান উপাদান। প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর দুই হইতে পাঁচ ফোঁটা করিয়া ঔষধ শীতল জল সহ অন্য ঔষধের ফাঁকে ফাঁকে সেবনীয়। ইহা দ্রুততর মল-ভেদ নিবারণ করে।

নাটমেকো :—জায়ফল এবং হিং ইহার প্রধান উপাদান ; ইহাতে দ্রুত মল গাঢ় হয়। থাইমো ক্যাম্ফারের ফাঁকে ফাঁকে ইহা দুই হইতে পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় শীতল জল সহ প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর সেব্য।

"থাইমো-ক্যাম্ফার" ও "নাটমেকো" ঔষধদ্বয় হোমিওপ্যাথিক নিয়মে প্রস্তুত। কিন্তু এই ঔষধ-দ্বয় ব্যবহার কালে হোমিও ঔষধের ন্যায় স্পর্শ-দোষ বাঁচাইয়া চলিতে হয় না। অর্থাৎ একই রোগীকে এই ঔষধদ্বয় সেবন করাইবার কালে "মহাকুলক" প্রভৃতিও সেবন করান চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে "থাইমো-ক্যাম্ফার", "নাটমেকো" এবং "মহাকুলক" এই তিনটী ঔষধ দ্বারাই কলেরা রোগীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা চলিতে পারে।

"থাইমো-ক্যাম্ফার" এবং "নাটমেকো" প্রতি দেড় ঘণ্টা অন্তর একটার পর একটা সেবনে ওলাউঠার প্রথমাক্রমণের বেগ অতি দ্রুত মন্দীভূত হয়।

কলেরার বা টাইফয়েডের পেট ফাঁপায় :—শুষ্ক আমলকী বাটিয়া নাভিটুকু বাদ দিয়া চতুর্দ্দিকে পেট জুড়িয়া ৫ ইঞ্চি ব্যাসে সিকি ইঞ্চি পুরু প্রলেপ দিতে হইবে। দরকার মত দুই তিন ঘণ্টা পরে প্রলেপের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

কলেরার মূত্রাবরোধে :—পাথরকুচি (হিমসাগর, পাষাণভেদী শামশূল) পাতার সহিত অর্দ্ধ তোলা শুভ্রপর্পটী বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিতে হইবে এবং পাথরকুচি সহপানে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর দুই আনা মাত্রায় শুভ্রপর্পটী দুই তিন মাত্রা সেব্য।

সমাপ্ত

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বর্ণানুক্রমিক

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ছাপা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সব ঔষধ আমরা তৈরী করিতে পারি নাই। পর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে যে সকল ঔষধের নাম ছাপা হইল, তাহার অতিরিক্ত কোনও ঔষধ বর্ত্তমানে আমাদের নিকট নাই। নূতন কোন ঔষধ তৈরী হইলে তাহা আমরা প্রতিধ্বনি মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া থাকি। এজেণ্টগণ অর্ডার দেওয়ার সময় তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিবেন। ইতি—১-৯-৭৩

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ঔষধ বিভাগ
অযাচক আশ্রম, বারাণ